* শ্রীগুরু গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ *

দশমঃ স্কন্ধঃ

একত্রিংশোঽধ্যায়

—)-ঃ{ঃ-*-ঃ}ঃ-(—

শ্রীশুকউবাচ

১। জয়তি তেঽধিকং জন্মনা ব্রজঃ
শ্রয়ত ইন্দিরা শশ্বদত্র হি।
দয়িত দৃশ্যতাং দিক্ষু তাবকা-
স্ত্বয়ি ধৃতাসবস্ত্বাং বিচিন্বতে॥

১। **অন্বয় ঃ** গোপিকাঃ উচুঃ—দয়িত (হে প্রিয়) তে (তব) জন্মনা ব্রজঃ অধিকং জয়তি হি ইন্দিরা (মহালক্ষীঃ) অত্র শশ্বৎ (নিরন্তরং) শ্রয়তে (ব্রজমেবাশ্রিত্যবর্ত্ততে) ত্বয়ি ধৃতাসবঃ (ধৃতপ্রাণাঃ) তাবকাঃ দিক্ষু (চতুর্দিক্ষু) ত্বাং বিচিন্বতে দৃশ্যতাং (প্রত্যক্ষীভূয়তাং)।

১। **মূলানুবাদ ঃ** গোপীগণ বললেন—হে প্রিয়! তোমার আবির্ভাবে এই ব্রজ বৈকুণ্ঠাদি সকল লোক থেকে সমধিকরূপে জয়যুক্ত হচ্ছেন। যেহেতু মহালক্ষ্মী এই ব্রজধাম অলঙ্কৃত করে বিরাজমান রয়েছেন। (এখানে আমরা ছাড়া আর সকলেই সুখী) হে দয়িত! আমাদের দুঃখ একবার চেয়ে দেখ। তোমার প্রাপ্তির আশাতেই যারা বেঁচে আছে, সেই তোমার নিজ জনেরা তোমাকে খুঁজে খুঁজে মরে যাচ্ছে।

১। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা ঃ** কৃষ্ণৈকগম্যো বাগর্থো যাসাং লেখিতুমিষ্যতে।
তা এব করুণাময্যঃ স্বীকুর্ব্বন্ত মদাগ্রহম্॥
পীতশ্রীগোপিকা গীতসুধাসাররসশ্রিয়াম্।
শ্রীধরস্বামিনাং কিঞ্চিদবশিষ্টং বিচীয়তে॥

অধিকং সর্ব্বতঃ, ব্রজে ন তত্র তত্র হ্যালক্ষ্যন্তে। হি যতঃ, অত্র ব্রজে, শশ্বৎ নিরন্তরম্; যদ্বা, অধিকমিত্যস্যাত্রাপ্যন্বয়ঃ, প্রতিমুহুরাধিক্যেনেত্যর্থঃ। ইন্দিরেতি—সম্পত্তদধিষ্ঠাত্র্যোরভেদেন নির্দ্দেশঃ, তদধিষ্ঠানেনৈব তদ্বৃদ্ধেঃ। এবং তৎপ্রভাবেণাত্রত্যানাং সর্ব্বেষামেব সর্ব্বমঙ্গলং জাতং, কেবলং দৈবহতানামস্মাকমেব সদা দুঃখং, তত্রাপ্যধিকমিদম্। সর্ব্বজ্ঞেন পরমদয়ালুনাস্মৎপ্রাণবল্লভেনাপি ত্বয়া ন জ্ঞায়ত ইতি। তদধুনাপ্যতাবদস্তু, তন্মাত্রমপি জ্ঞায়তামিতি ব্যঞ্জয়িতুং প্রার্থয়ন্তে—দয়িতেতি। দৃশ্যতাং জ্ঞায়তাং দুঃখদর্শনে সতি পরদুঃখকাতরোঽবশ্যং সাক্ষাদ্ভবেদিতি তু নিগূঢ়োঽভিপ্রায়ঃ। কিং তদ্দুঃখম্? তদাহুঃ—দিক্ষ্বিতি। অনেন বহুলপরিশ্রমাদিকং পরিভ্রমণঞ্চ সূচিতম্। তাবকাস্ত্বয়া স্বীকৃতাস্ত্বদীয়তাভিমানবত্যো বা, অতএব বিচিন্বতে, অন্বেষণেন বহুদুঃখমনুভবন্তীত্যর্থঃ। ততস্তাবকত্বেনৈবৈতদ্দুঃখম্, অন্যথা তদনুপত্তিরিতি ভাবঃ। তত্র দয়িতেত্যনুকম্পাং জনয়ন্তি—দয়তেঽনুকম্পত ইতি নিরুক্ত্যা দৈন্যাৎ। দয়তে চিত্তমাদত্তে দয়িত ইতি ক্ষীরস্বামি-নিরুক্ত্যনুসারেণ তু কিঞ্চিদুপালম্ভতোঽপি তামেব। 'নহু কৈঅব-রহিঅ পেম্ম ণহি চিট্‌ঠই মাণবে লোএ। জই হোই কস্‌স বিরহো বিরহে হোত্তম্মি কো জিঅই॥'

'কৈতবরহিতং প্রেম ন তিষ্ঠতি মানুষে লোকে। যদি ভবতি কস্য বিরহো বিরহে ভবতি কো জীবতি॥' ইতি ন্যায়েন দয়িতস্য বিরহে দয়িতা ন জীবেয়ুর্নাম। সত্যং, ত্বত এব ন ম্রিয়ন্তে ইত্যাহুঃ—ত্বয়ি নিমিত্তে ধৃতাসবঃ ত্বৎপ্রাপ্ত্যাশয়া জীবন্তীত্যর্থঃ। যদ্বা, ত্বয়ি বিষয়ে অসবঃ প্রাণা ইন্দ্রিয়াণীতি যাবৎ। তন্ন্যস্তত্বেন পশ্যন্তীত্যর্থঃ। এষু শ্লোকেষু পদবর্ণাদিসাম্যাপেক্ষয়া প্রায়ঃ প্রতিপাদং দ্বিতীয়াক্ষরস্যৈক্যম্। তথা দলদ্বয়ে কুত্রচিদন্যত্রাপি ক্বচিৎ প্রথমাক্ষর-সপ্তমাক্ষরয়োশ্চেতি কুত্রাপি কথঞ্চিদ্বিচার্য্যম, তচ্চ মুক্তাফল-টীকায়াং বিবৃতমস্তি। অত্র দৃশ্যতামিত্যত্র তেষাং প্রথমার্থঃ। পচের্বিক্লিত্তি-বিক্লেদনাবদ্দৃশেরপি প্রকাশ-প্রকাশনার্থত্বাৎ সমর্থনীয়ঃ। জী° ১॥

১। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদঃ** যাঁদের কৃষ্ণৈকগম্য কথার অর্থ আমি লিখতে অভিলাষ করছি, সেই করুণাময়ী গোপীগণ আমার আগ্রহ অনুমোদন করুন। শ্রীধরস্বামি-পাদের পীতাবশিষ্ট শ্রীগোপিকাগীতসুধারস সম্পত্তি কিঞ্চিৎ সংগ্রহ করছি।

শ্রীগোপীগণ বললেন, হে প্রিয় তোমার জন্ম হেতু এই ব্রজ **অধিকং**—'সর্বতঃ' অর্থাৎ পূর্বাপেক্ষা কিম্বা শ্রীবৈকুণ্ঠাদি হতেও অধিক জয়যুক্ত হচ্ছেন, **হি**—যেহেতু **অত্র**—এই ব্রজে **শশ্বৎ**—নিরন্তর, **ইন্দিরা**—এই বাক্যে সম্পত্তি ও উহার অধিষ্ঠাত্রী লক্ষ্মীদেবীর অভেদে নির্দেশ। যেহেতু সম্পদের অধিষ্ঠাত্রী লক্ষ্মীদেবীর অধিষ্ঠানেই সম্পদের বৃদ্ধি। অথবা, অন্বয় এরূপ হবে—'শশ্বৎ অধিকম্ ইন্দিরা শ্রয়ত' অর্থাৎ প্রতি মুহূর্তে অধিকভাবে সর্বসম্পদ্ এসে উপস্থিত হচ্ছে এবং লক্ষ্মীদেবীর প্রভাবে ব্রজবাসী সকলেরই মঙ্গল হচ্ছে। কেবল দৈবাহত আমাদেরই সদা দুঃখ, এর মধ্যেও আবার এই দুঃখ অধিক হয়ে প্রাণে বাজ্ছে এ কারণে যে, আমাদের প্রাণবল্লভ তুমি পরমদয়ালু হয়েও একথা বুঝতে পারছ না। এখন তাবৎ অন্য কথা দূরে থাকুক, আমাদের এই দুঃখটুক তো বোঝ, সেই দুঃখ যে কি তাই প্রকাশ করতে গিয়ে প্রার্থনা করছেন, দয়িত ইতি। হে দয়িত! **দৃশ্যতাং**—আমাদের দুঃখ বুঝে দেখ, বুঝলে পরদুঃখ কাতর তুমি নিশ্চয়ই আমাদের দৃষ্টিগোচর হবে—এই পদের কিন্তু নিগূঢ় অভিপ্রায় ইহাই। সেই দুঃখ কি? তারই উত্তরে, **দিক্ষু**—চতুর্দিকে খোঁজাখুঁজি, এই বাক্যে বহুল পরিশ্রমাদি ও ঘোরাঘুরি সূচিত হচ্ছে। **তাবকাঃ**—তোমার জন, তোমার দ্বারা স্বীকৃতা বা 'আমি তোমার,' এরূপ অভিমানবতী আমরা; তাই খুঁজে বেড়াচ্ছি—এই খোঁজার ঘোরাঘুরিতে বহু দুঃখ অনুভব করছি। অতএব তোমার জন বলেই এত দুঃখ, অন্যথা হত না, এরূপ ভাব। শ্লোকে 'হে দয়িত' সম্বোধনে কৃষ্ণের চিত্তে অনুকম্পার উদয় করাচ্ছেন দৈন্যবশতঃ। কেন-না যিনি দয়া করেন তিনিই দয়িত। অথবা, যিনি চিত্ত গ্রহণ করেন তিনিই দয়িত—ক্ষীরস্বামিকৃত এই নিরুক্তি অনুসারে কিঞ্চিৎ অনুযোগ থাকলেও সেই দয়াই বুঝা যায়। পূর্বপক্ষ, কৃষ্ণ যেন প্রশ্ন উঠাচ্ছেন—কপটরহিত প্রেম মনুষ্যলোকে হয় না। যদি হতো তবে কারই বা বিরহ হতো, আবার বিরহ হলে কেই বা বাঁচত? এই ন্যায় অনুসারে দয়িতের বিরহে দয়িতা বাঁচতে পারে না। এরই উত্তরে গোপীরা বলছেন এ সত্য, কিন্তু আমরা তোমার জন্যই বেঁচে আছি, মরতে পারি নি, এই আশয়ে বলা হচ্ছে, **ত্বয়ি ধৃতাসবঃ**—

তোমার নিমিত্ত 'ধৃতাসব' অর্থাৎ যাঁরা তোমার প্রাপ্তির আশাতেই বেঁচে আছে ; অথবা, যাঁরা ইন্দ্রিয়সমূহ তোমাতে সমর্পণ করেছে সেই **তাবকাঃ**—তোমার গোপীগণ, তোমাতে প্রাণ ন্যস্ত আছে বলেই বেঁচে আছে। আমাদের অবস্থাটা বোঝ একবার।

এই অধ্যায়ের শ্লোক সমূহে পদ ও বর্ণের সাম্য-অপেক্ষায় প্রায় প্রতি পাদে দ্বিতীয় অক্ষরের ঐক্য রয়েছে। দলদ্বয়ে অন্য কোন স্থানেও কোন সময় প্রথমাক্ষর ও সপ্তমাক্ষরের সাম্য এবং কোথাও কথঞ্চিৎ অনুসন্ধান করে দেখতে হবে। জী° ১॥

১। **শ্রীবিশ্ব টীকা ঃ** একত্রিংশে প্রেমমধু-স্বরতালাদিসৌরভা। গোপীগীতাম্বুজশ্রেণী কৃষ্ণাল্যাকর্ষিণী বভৌ। সনাতনেভ্যঃ স্বামিভ্যঃ শ্রীগুরুভ্যো নমো নমঃ। যদুচ্ছিষ্টৈকজীবাতুশ্চেষ্টে সম্প্রতি শং প্রতি॥ পূর্ব্বং জগুরিত্যুক্তং তদেব কিমিত্যত আহ,—গোপ্য ঊচুরিতি। হে দয়িত, তে জন্মনা ব্রজো জয়তি সম্বন্ধিবিশেষানুক্ত্যা সর্ব্বেভ্য এব লোকেভ্য উৎকর্ষেণ বর্ত্তত ইত্যর্থঃ। বৈকুণ্ঠলোকেঽপীদৃশ ইতি তদ্ব্যাবৃত্ত্যর্থমাহ,—অধিকং যথা স্যাত্তথেতি বৈকুণ্ঠঃ সর্ব্বোৎকৃষ্ট এব—ব্রজস্তু সর্ব্বোৎকৃষ্টতম ইত্যর্থঃ। তল্লিঙ্গান্তরমপ্যাহুঃ,—ইন্দিরা মহালক্ষ্মীঃ শশ্বৎ শ্রয়তে সেবতে "শ্রিঞ্ সেবায়াং" বৈকুণ্ঠে তু সা এব সেব্যত ইত্যতো বৈকুণ্ঠাদপি ব্রজঃ সর্ব্বসমৃদ্ধিপূর্ণ ইতি ভাবঃ। এবং তদ্ধেতুকমহা-সুখপরিপূর্ণে ব্রজে ত্বৎপ্রেয়স্যো বয়মেব সর্ব্বলোকাদৃষ্টশ্রুতচরপরমাসহদুঃখং যদনুভবামস্তস্মাৎ ত্রাণং ত্বাং ন প্রার্থয়ামহে কিন্ত্বেকবারং দৃষ্ট্বা স্বনয়নে সফলয়েত্যাহুঃ,—অত্র বৃন্দাবনে। হি নিশ্চিতমেব। দৃশ্যতাং কিং দ্রষ্টব্যং তাবকা জনাস্ত্বাং বিচিন্বতে ইতি কথমেতাবৎ সন্তাপবত্যোঽপ্যেতান্ বিপদ্যন্ত ইতি মা সংশয়িষ্ঠা ইত্যাহুঃ,—ত্বয়ি ধৃতা অর্পিতাঃ অসবো চৈত্বয়ৈবোন্মাদিতৈস্তে যদ্মাকমসব অস্মাস্বেবাস্থাস্যংস্তদা তেষু বিরহানলদগ্ধেষু সৎসু বরমেতাবৎ ক্ষণে মৃত্বা সুখিন্য এবাভবিষ্যামেতি। ত্বয়ি তু স্বনাথে মহাসুখিনি তে সুখমেব বর্ত্তন্তে ইতি কথমস্মনাং সুখে সতি দেহা বিপদ্য-ন্তামিত্যতস্তবাস্মদ্দুঃখদর্শনাত্মকং সুখং শাশ্বতিকমেবেতি ভাবঃ। অত্র শ্লোকে প্রতিপাদং দ্বিতীয়াক্ষরস্যৈকং তথা প্রথমাক্ষরসপ্তমাক্ষময়োশ্চ। এবমন্যেষ্বপি শ্লোকেষু প্রায়ঃ ক্বচিৎক্বচিদস্তি তচ্চ মুক্তাফলটীকাকারৈর্বিবৃতম। বি° ১॥

১। **শ্রীবিশ্ব টীকানুবাদ ঃ** এই ৩১ অধ্যায়ে কৃষ্ণভ্রমর-আকর্ষিণী, প্রেমমধুপূর্ণ ও স্বরতালাদি সৌরভযুক্ত গোপীগীতরূপ কমলশ্রেণী শোভা পাচ্ছে। যাঁদের উচ্ছিষ্ট আমার একমাত্র জীবাতু সেই শ্রীসনাতনগোস্বামিচরণ, শ্রীধরস্বামিপাদ, শ্রীগুরুবর্গের চরণে বার বার প্রণাম করত সম্প্রতি গোপীগীতের ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হচ্ছি।

হে দয়িত, তোমার জন্ম হেতু ব্রজ জয়যুক্ত হচ্ছে—কার থেকে উৎকর্ষ, তার উল্লেখ না থাকায় সকল লোক থেকেই উৎকর্ষ বুঝা যাচ্ছে। যদি বলা যায়, বৈকুণ্ঠলোকেই তো এরূপ উৎকর্ষ আছে, তবে এই কথাকে নিরাকৃত করার জন্য বলা হচ্ছে **অধিকং**— বৈকুণ্ঠও সর্বোৎকৃষ্ট বটে, কিন্তু ব্রজ সর্বোৎকৃষ্টতম যাঁর উপর আর কিছু নেই। এর অপর লক্ষণও বলা হচ্ছে—**ইন্দিরা ইতি**— যে মহালক্ষ্মী নিরন্তর এই ব্রজের **শ্রয়ত**— সেবা করছেন সেই মহালক্ষ্মী বৈকুণ্ঠে সেবিত হচ্ছেন সকলের দ্বারা, অতএব বৈকুণ্ঠ থেকেও ব্রজ সর্বসমৃদ্ধিপূর্ণ, এরূপ ভাব। এবং সেই লক্ষ্মীহেতু মহাসুখপরিপূর্ণ এই ব্রজে তোমার প্রেয়সীবৃন্দ আমরাই কেবল সর্বলোকের অদৃষ্ট-অশ্রুতচর যে পরম অসহ্য দুঃখ, তা অনুভব করছি, এর থেকে ত্রাণ প্রার্থনা করছি না তোমার থেকে, কিন্তু সর্বসমৃদ্ধিপূর্ণ এই বৃন্দাবনের দিকে একবার চেয়ে দেখে নিজনয়ন সফল কর, এই আশয়ে বলা

২। শরদুদাশয়ে সাধুজাতসৎ
সরসিজোদরশ্রীমুষা দৃশা।
সুরতনাথ তেঽশুল্কদাসিকা
বরদ নিঘ্নতো নেহ কিং বধঃ॥

২। **অন্বয়** ঃ হে সুরতনাথ (সম্ভোগপতে) বরদ (অভীষ্টপ্রদ) শরদুদাশয়ে (শরৎকালীনে সরসি) সাধুজাতসৎসরসিজোদরশ্রীমুষা (সম্যক্‌জাতং যৎ সৎ সরসিজং বিকসিতং পদ্মং তস্য উদরে গর্ভে যা শ্রীঃ সৌন্দর্যং তাং মুষ্ণাতি হরতীতি তথা ভূতয়া) দৃশা (নয়নেন) যা অশুল্কদাসিকাঃ (মূল্য বিনৈব দাসিকাঃ) নিঘ্নতঃ (মারয়তঃ) ইহ তে (তব) কিং ন বধ।

২। **মূলানুবাদ** ঃ (এরূপ কথার সূচনা করলে যে বড়, আমি দুঃখ দেওয়ার ইচ্ছে করছি না-কি, এরই উত্তরে গোপীগণ, শুধু ইচ্ছে নয়, বধ করছ, এই আশয়ে বলছেন--)

হে সুরতযাচক ! হে বরদ ! ব্রজস্থ শরৎকালীন সরসিতে বিকসিত, স্নিগ্ধ কোমল কমলগর্ভের শোভা হরণকারী তোমার নয়নের দ্বারা বিনা মূল্যের দাসী আমাদের হৃদয়ে সুরত ইচ্ছা জাগিয়ে দগ্ধিয়ে বধ করছ। এ কি বধ নয় ? নিশ্চয়ই বধ। এ দোষ খণ্ডন কর দেখা দিয়ে।

হচ্ছে, **অত্র হি**—এই বৃন্দাবনেই মহালক্ষ্মী ইত্যাদি। **দৃশ্যতাং**—একবার চেয়ে দেখ। কি দেখব ? এরই উত্তরে এত সুখের বৃন্দাবনে তোমারই নিজ জনেরা তোমাকে খুঁজে মরছে, কি অপূর্ব দৃশ্য ! হায় হায় এতাবৎ সন্তাপবতীগণকে কেন বিপদগ্রস্ত করছ ? বিপদে ফেললাম কি করে, এরূপ সংশয় করো না। এই আশয়ে বলছেন—আমাদের প্রাণসকল তোমাতে অর্পিত হয়েছে, তোমার দ্বারাই উন্মাদিত এই প্রাণসকল, যদি আমাদের হতো তবে আমাদের ভিতরেই তারা থাকত, আর বিরহানলে দগ্ধ হত, আমরা সুখী হতাম। পরন্তু এই প্রাণ সকল মহাসুখী স্বনাথ তোমাতে বাস করে মহাসুখেই আছে, প্রাণসকল সুখে থাকলে দেহ কি করে বিপদগ্রস্ত হবে ? সুতরাং তোমার পক্ষে আমাদের দুঃখ-দর্শনজনিত সুখ চিরস্থায়ী। বি° ১॥

২। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা** ঃ শরদুদাশয়ে ইতি জন্মকালস্থানয়োঃ সাদৃগুণ্যং দর্শিতম। সাধুজাতেতি —জন্মনঃ, সদিতি—জাতের্ব্যক্তেশ্চ; উদরেতি—তত্রাপি তদন্তঃকোষস্য ইতি কমলস্য শোভাপরমকাষ্ঠা দর্শিতা, তাদৃশ-তৎশ্রীমুষা স্বশ্রিয়া, তামপি ন্যক্কুর্বত্যেত্যর্থঃ, তচ্ছ্রিয়ং, হরত্যেবেত্যর্থঃ। যত্র যত্র সা স্ফূরতি, তত্র তত্র তৎশ্রীর্ দৃশ্যত ইতি নবনবশ্রীযুজানয়া নূনং চৌর্য্যত এব সেতি ভাবঃ, দৃশেত্যেকবচনমেকয়ৈব ভাবসূচনাৎ। একয়াপি, কিমুত দ্বাভ্যামিতি শ্লেষাৎ। দৃশেতি সুরতনাথেত্যত্রাপ্যন্বয়ঃ। হে দৃশৈব সুরতযাচকেতি ত্বয়ৈবাস্মাসু তদিচ্ছাকারিতা, তত্র চ বরদেতি বরদানেন দৃঢ়ীকৃতা চেতি তত্রাস্মাকং ন দোষঃ, অশুল্কদাসিকা ইতি প্রত্যুত গুণা এব ; ভবতস্তু সোঽপি দোষঃ, সম্প্রতি তু মহানেবেত্যাহুঃ—নিঘ্নত ইতি। শ্লেষেণাপি তস্মিন্নেব দোষার্পণায় চৌর্য্যক্রিয়া-ভিনিবেশো দর্শিতঃ, স হি চৌরেষু ত্রিধা সম্ভবতি—সাধূনামপি সাম্পত্ত্যাদানাত্যুৎকটদোষস্যাগণনেন,

অতিনিগূঢ়-পরবস্তু-জ্ঞানেনাতিদুর্লঙ্ঘ্য-লঙ্ঘনেন চ। তত্র প্রথমং সৎসরসিজেতিপর্যন্তেনোক্তম্; শরদুদাশয় ইতি—স্বচ্ছতাদিগুণযুক্তস্য জনয়িতুঃ, সাধুজাতেতি—জন্মনঃ, সদিতি—সদ্রূপগুণস্য চ প্রশংসনাৎ। দ্বিতীয়ম্—মহাজলান্তঃসরসিজো দরে বিলীয় স্থিতত্বেন। তৃতীয়ঞ্চ—বর্ষানন্তরকালীনত্বাৎ অতিপূর্ণস্যোদাশয়স্য দুরবগাহমধ্যদেশত্বেন সহস্রপত্রাখ্যসৎসরসিজোদরস্য দৃগ্‌ভির্দুর্ভেদত্বেন চেতি; কিঞ্চ, ত্বদ্ভয়াদিব তথা নিগূঢ়াপি শ্রীনায়িকা মৃষ্টা; ততঃ সরলাণাং ব্রজবৃন্দাবনয়োর্নির্ভয়ং ভ্রমন্তীনামস্মাকং বা কা বার্ত্তা? ভবত্বস্মাকমপি তদ্দ্বারা মোষণং, কিন্তু সা কৃত-তাদৃশকৌটিল্যাপি স্বচক্ষুষোরন্তরে রক্ষিতা, বয়ন্তু তাদৃশসরলা অপি বলান্মোষণে প্রত্যুতাশুল্কদাসিকাঃ, তত্রের্ষ্যাং ত্যক্ত্বা নিরুপাধিতয়া সেবমানা অপি তদ্দ্বারা পুনর্নিহন্তমারব্ধা ইতি পরমান্যায্য-মিত্যাহুঃ—নিঘ্নত ইতি। নেহ কিং বধ ইতি চোর্য্যাল্লোকেন ন জ্ঞায়তাং নাম, হত্যাপি কিং ন স্যাদিত্যর্থঃ। সম্বোধনদ্বয়েন চেদং জ্ঞাপ্যতে—অহো জ্ঞাতং তত্তৎ সর্ব্বং, ত্বয়ৈতদর্থমেব মৃষা প্রপঞ্চিতমিতি। অন্যত্তৈঃ। যদ্বা, তাদৃশদৃশৈব শুল্কদাসিকাঃ, তদ্রূপেণৈব শুল্কেন দাসিকা ইত্যর্থঃ। তাদৃশীরপি নিঘ্নতঃ ত্যাগেন মারয়তঃ। হে সুষ্ঠু রতানাং জনানামুপতাপক! নাথতেরুপতাপার্থত্বাৎ। তথা হে নিজবরচ্ছেদক, অতো নিজদোষপরিহারার্থমপ্যাগম্যতামিতি ভাবঃ। জী° ২॥

২। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদ ঃ শরদুদাশয়ে**—শরৎকালীন সরসি, এই পদে কমলের জন্মকালের ও জন্মস্থানের সদ্‌গুণের প্রভাব দেখান হল—**সাধুজাত-সৎসরসিজোদর**—এই বাক্যের 'সাধুজাত' পদের দ্বারা জন্মের, 'সৎ' 'উৎকৃষ্ট পদের দ্বারা জাতির ও উৎপত্তির এবং 'উদর' পদের দ্বারা অন্তঃকোষের বৈশিষ্ট্য—এইরূপে কমলের সৌন্দর্যের পরাকাষ্ঠা দেখান হল; এতাদৃশ কমলের যে **শ্রী**—শোভা, তা হৃত হয় তোমার নয়নশোভা দ্বারা অর্থাৎ অমন যে কমলের শোভা, তাও তুচ্ছ হয়ে যায় তোমার নয়নের শোভার কাছে। বা কমলের শোভাকে হরণ করে—যেখানে যেখানে তোমার নয়নশোভা স্ফূর্তি প্রাপ্ত হয় সেখানে সেখানে কমলের শোভা আর চোখে লাগে না—নব নব ভাববিশিষ্ট তোমার ঐ নয়ন নিশ্চয়ই কমলের সেই শোভাকে হরণ করে নেয় এরূপ ভাব। **দৃশা ইতি**—[দৃশ্ শব্দের তৃতীয়া একবচন] এখানে একবচন ব্যবহার, এক নয়নের দ্বারাই ভাবপ্রকাশ হেতু। শ্লেষার্থে প্রকাশ পাচ্ছে, এক নয়নেরই এত শোভা, দুনয়নের যে হবে এতে আর বলবার কি আছে? 'দৃশা' পদটির কাকাক্ষিগোলক ন্যায়ে দুদিকেই অন্বয়, যথা—'দৃশা সুরতনাথ' অর্থাৎ হে নয়নদ্বারাই সুরতযাচক! অর্থাৎ তুমি নয়নের দ্বারাই আমাদের নিকট সুরত প্রার্থনা করে থাক—কাজেই আমাদের ভেতর যে সুরত-ইচ্ছা, তার উদ্রেক তুমিই করিয়ে থাক। এর মধ্যে আবার তুমি **বরদ**—বরদানে সেই ইচ্ছাকে দৃঢ়ীকৃত করেছ, কাজেই এখানে আমাদের কোন দোষ নেই। প্রত্যুত আমরা তোমার **অশুল্ক দাসিকা**—বিনা মূল্যের দাসী বলে এ আমাদের গুণই। আর তোমার নয়নের সেই সৌন্দর্যাদি গুণও আসলে দোষই। সম্প্রতি তো মহান্ দোষে দোষী তুমি, এই আশয়ে বলা হচ্ছে, **নিঘ্নত ইতি**—'মারয়ত' বধ করছ। [শ্লেষেও] অর্থান্তরেও কৃষ্ণের প্রতিই দোষ অর্পণ করার জন্য তাঁর

চৌর্যক্রিয়ায় অভিনিবেশ দেখান হচ্ছে—সেই অভিনিবেশ চোরে তিনপ্রকারে হতে পারে— (১) সাধু কমলের সম্পত্তি গ্রহণ যে উৎকট দোষ, তা গণনার মধ্যে না আনা। (২) পরদ্রব্য অতি গোপন স্থানে লুকানো থাকলেও সে বিষয়ে জ্ঞান। (৩) অতি দুর্লঙ্ঘ্য বাধা অতিক্রম করে সেই বস্তু চুরি। তন্মধ্যে চুরিতে প্রথম প্রকার অভিনিবেশ গোপীগীতের 'শরদুদাশয়ে সাধুজাত সৎসরসিজ' বাক্যে ব্যক্ত হয়েছে—এর মধ্যে 'শরদুদাশয়ে' অর্থাৎ 'শরৎকালীন সরোবরে' পদে স্বচ্ছতাদি গুণযুক্ত সরোবরের প্রশংসায়, 'সাধুজাত' পদে কমলের জন্মের প্রশংসায়, 'সৎ' পদের দ্বারা কমলের রূপ ও গুণের প্রশংসায় সেই অভিনিবেশ ব্যক্ত হয়েছে। বস্তুর সৌন্দর্য-মাধুর্যে অভিনিবেশ হেতু চোরের মনে বিচারের অবকাশ হল না। দ্বিতীয় প্রকার অভিনিবেশ ব্যক্ত হয়েছে, কমলের 'উদর' পদে অর্থাৎ মহাজল-মধ্যবর্তী কমলের গর্ভে গোপনে থাকা বস্তু চুরি করা হেতু। এখানে তৃতীয় প্রকার অভিনিবেশ বুঝা যাচ্ছে, বর্ষার পর শরৎকালীন পরিপূর্ণ জলাশয়ের দুরবগাহ মধ্যদেশবর্তী হওয়াতে যা দুর্লঙ্ঘ্য বাধা, সেই বাধা অতিক্রম করত অতিশ্রেষ্ঠ সহস্রদল কমলের শোভা চুরি করাতে। আরও হে কৃষ্ণ, যেন তোমার ভয়েই অতিগোপনে লুকিয়ে থাকলেও কমলশোভারূপা নায়িকাকে তুমি চুরি করেছ, সুতরাং ব্রজ ও বৃন্দাবন ভিতরে নির্ভয়ে ঘুরে বেড়ানো সরল আমাদের কথা আর বলবার কি আছে? হোক-না তোমার নয়নের দ্বারা আমাদেরও চুরি, কিন্তু কমলশোভা কৃত তাদৃশ কৌটিল্যও তুমি নিজ নয়নের ভিতরে রেখেছ, আমরা তাদৃশ সরল হলেও আমাদের বলে অপহরণ করেছ, আমরা কিন্তু তোমার বিনামূল্যের দাসী হয়ে শোভার প্রতি ঈর্ষা ত্যাগ করে নিরুপাধিভাবে তোমার সেবায় নিযুক্ত থাকলেও ঐ নয়নদ্বারা পুনরায় আমাদের বধ করতে আরম্ভ করেছ, ইহা পরম অন্যায্য, এই আশয়ে বলা হচ্ছে—নিঘ্নত ইতি অর্থাৎ বধ করছ। **নেহ কিং বধ্ন**—এ-কি বধ নয়? --চুরি করা হেতু লোকে না-ই বা জানল, তাই বলে এ-কি বধ নয়? 'সুরতনাথ' ও 'বরদ' এই দুই সম্বোধনে এরূপও বুঝা যাচ্ছে, যথা—আমরা তোমার সুরত প্রার্থনা ও বরদানের তত্ত্ব সব কিছুই বুঝে নিয়েছি, তুমি আমাদের বধ করার জন্যই মিথ্যা মিথ্যা এ সব দেখিয়েছ। আর যা কিছু শ্রীধরস্বামিপাদ ব্যখ্যা করছেন। অথবা শ্রীধর 'অশুল্কদাসিকা' ধরে ব্যাখ্যা করেছেন, আর এখানে 'শুল্কদাসিকা' ধরে ব্যাখ্যা হচ্ছে—আমরা তোমার সেই কমলসৌন্দর্যহারী নেত্রশোভারূপ মূল্যে কেনা দাসী। তাদৃশী হলেও আমাদের ত্যাগের দ্বারা বধ করছ। **সুরতনাথ**—'সু' সুষ্ঠু, 'রত' অনুরক্ত, 'নাথ' উপতাপক অর্থাৎ একান্ত অনুরক্ত জনের উপতাপক অর্থাৎ অত্যন্ত তাপদায়ক। হে **বরদ**— [বর+দ—দো ধাতু খণ্ডনার্থ] হে স্ববরখণ্ডক! বর দিয়ে আমাদের রতি-ইচ্ছা দৃঢ় করেছ, এতে তোমার দোষ হয়েছে—এখন নিজদোষ খণ্ডনের জন্যও আমাদের কাছে এস। জী° ২॥

২। **শ্রীবিশ্ব টীকা ঃ** নন্থ, কিমহং যুষ্মভ্যং দুঃখং দিৎসামি যদেবং সূচয়থেতি। তত্র ত্বমস্মান্ খলু

হংস্তেবেত্যাহুঃ,—শরদিতি। দৃশৈব সুরতং নাথসি যাচসে অথচ দৃশৈব বরদঃ অভীষ্টসুখং দদাসি, অথচ তয়ৈব দৃশা প্রেমানলপুঞ্জপ্রক্ষেপিণ্যা নিঘ্নতোঽশুল্কদাসিকা অস্মান্ মারয়তস্তব ইহ কিং ন বধঃ? কিং শস্ত্রৈণৈব বধো বধঃ? দৃশা বধো ন ভবতি, অপি তু ভবত্যেব। তস্মাৎ হে বরদ, অভীষ্টং দদদেব অভীষ্টমৈহিকং পারত্রিকঞ্চ সুখং দ্যসি খণ্ডয়সীত্যর্থঃ। কিঞ্চাস্মাসু তে সত্ত্বঞ্চেদ্ভবতি তর্হি স্বধনং পালয় জ্বালয় বা ন দোষঃ। বয়ন্তু ত্বয়া ন শুল্কেন ক্রীতা নাপি পরিণয়েন গৃহীতাঃ কিন্তুশুল্কদাসিকা বয়ং স্বয়মেব মৌগ্ধ্যেনাভূমেত্যর্থঃ। তত্র তস্য মোহনোন্মদনমহাচৌরচক্রবর্ত্তিত্বমেব হেতুং বদন্ত্যো দৃশং বিশিংষন্তি শরৎকালসম্বন্ধীয় উদাশয়ঃ গম্ভীরস্বচ্ছজলপূর্ণস্তড়াগ ইত্যর্থঃ। তত্র সাধুজাতং সাধুময়প্রদেশ প্রকারতো জাতং সৎ জাত্যাপ্যুত্তমং যৎ সরসিজং বিকসিতপদ্মং তস্যোদরস্থাং শ্রিয়ং শোভাং সম্পত্তিং মুষ্ণাতি চোরয়তীতি তথেতি দৃশসৌন্দর্য্যসৌরভ্যশৈত্যসৌকুমার্য্যাণ্যসাধারণন্যুক্তানি যা খলু তাদৃশং জনদুর্গমপ্যুল্লঙ্ঘ্য তাদৃশাভিজাতস্য সজ্জনস্যান্তঃপুরং প্রবিশ্য সম্পত্তিং চোরয়তি সা তব দৃক্‌চোরিকা কেনাপি মোহনোন্মাদন ধূলিপ্রক্ষেপণোন্মাদিতাভিরস্মাভিঃ স্বয়মেব দত্তং সুরতধনং প্রাণাংশ্চ নীত্বা তুভ্যং দদাবতএব পূর্ব্বমুক্তং ত্বয়ি ধৃতাসব ইত্যাতোবয়ং ত্বয়া নির্ধনীকৃত্য হতা এবেতি পরঃসহস্রস্ত্রীবধপাতকং ত্বয়া গৃহীতমেবেতি ধ্বনিঃ। অতঃ পাপাদ্ভীত্যাপি দর্শনং দেহীত্যনুধ্বনিঃ। বি° ২॥

২। **শ্রীবিশ্ব টীকানুবাদ**ঃ কৃষ্ণ যেন বলছেন—কি হে, আমি কি তোমাদিকে দুঃখ দেওয়ার ইচ্ছে করছি না-কি, যে তোমরা এরূপ কথার সূচনা করলে—এরই উত্তরে, শুধু দুঃখ দেওরার ইচ্ছে নয়, তুমি আমাদের বধ করছ, এই আশয়ে বলছেন—শরদিতি! নয়নের ভঙ্গীতে **সুরতনাথ**—সুরত প্রার্থনা করছ, অথচ আবার এই নয়ন ভঙ্গীতেই **বরদ**—আমাদিকে অভীষ্ট সুখ দিচ্ছ, অথচ সেই নয়নভঙ্গীতেই প্রেমানলপুঞ্জ নিক্ষেপ করে তোমার **অশুল্ক দাসিকা**—বিনামূল্যের দাসী আমাদিকে **নিঘ্নতো**—দগ্ধিয়ে মারছ, একি বধ নয়? নিশ্চয়ই বধ—অস্ত্র দ্বারা বধই কি শুধু বধ? সুতরাং দেখা যাচ্ছে **হে বরদ**—তুমি আমাদের অভীষ্ট ইহলোক পরলোকের [বর+দ] সুখ 'দ্যসি' দূর করে দিচ্ছ, আরও আমাদের উপর তোমার সত্ত্ব যদি থাকতো, তবে স্বধন রক্ষা কর বা জ্বালিয়ে দাও দোষ থাকতো না; কিন্তু এখানে সত্ত্ব কোথায়? আমরা তোমার না-মূল্যে কেনা, না-বিবাহসূত্রে গৃহীত, আমরা হলাম বিনামূল্যের দাসী মাত্র অর্থাৎ নিজে নিজেই মুগ্ধতা হেতু দাসী হয়েছি।

এ বিষয়ে শ্রীকৃষ্ণের মোহন শক্তি, উন্মাদন শক্তি ও মহাচৌরচক্রবর্তিতার হেতু বলতে গিয়ে নয়নকে নির্দেশ করা হচ্ছে, যথা তোমার নয়ন শরৎকালীন স্বচ্ছজলপূর্ণ সরোবরে উৎপন্ন সর্বসুন্দর প্রস্ফুটিত কমলের আভ্যন্তরীন শোভাকে অপহরণ করেছে। সেখানে **সাধুজাতং**—সাধুময় প্রদেশ-বিশেষে অর্থাৎ ব্রজে জাত **সৎসরসিজ**—জাতিতেও শ্রেষ্ঠ যে বিকশিত কমল, তার গর্ভের **শ্রী**—শোভা সম্পত্তি, (চুরি করেছ)। এইরূপে গোপীরা কৃষ্ণের নয়নের সৌন্দর্য-সৌরভ্য-শৈত্য-সৌকুমার্য প্রভৃতি অসাধারণ শোভা বললেন, যা তাদৃশ দুর্গম জনসংঘট্টও উল্লঙ্ঘন করে তাদৃশ অভিজাত সজ্জনের অন্তঃপুরে প্রবেশ করত সম্পত্তি চুরি করে, সেই তোমার নয়নরূপ চোর কোনও অনির্বচনীয়

৩। বিষজলাপ্যয়াদ্ব্যালরাক্ষসাদ্-
বর্ষমারুতাদ্বৈদ্যুতানলাৎ।
বৃষময়াত্মজাদ্বিশ্বতো ভয়াদ্-
ঋষভ তে বয়ং রক্ষিতা মুহুঃ॥

৩। **অন্বয়** ঃ ঋষভ (হে পুরুষশ্রেষ্ঠ) বিষজলাপ্যয়াৎ (কালিয়হ্রদজলং তস্মাৎ মরণাৎ) ব্যালরাক্ষসাৎ (অঘাসুরাৎ) বর্ষাৎ (ইন্দ্রকৃতবৃষ্টেঃ) মারুতাৎ (তৃণাবর্তাৎ) বৈদ্যুতানলাৎ (ইন্দ্রকর্তৃকবজ্রক্ষেপাৎ) বৃষময়াত্মজাৎ (বৃষাসুরাৎ ব্যোমাসুর নামকময়াত্মজাচ্চ) বিশ্বতো ভয়াৎ (অন্যস্মাদপি বিবিধভয়াৎ) তে (ত্বয়া) বয়ং রক্ষিতাঃ।

৩। **মূলানুবাদ** ঃ (বধেরই যদি ইচ্ছা, তবে পূর্বাপর নিখিল বিপদ থেকে উদ্ধারই-বা করলে কেন? এই আশয়ে বলছেন।)

কালিয়বিষজলে মৃত্যু থেকে এবং অঘাসুর, ইন্দ্রকৃত ঝড়জল-অশনিপাত, তৃণাবর্ত, অরিষ্টাসুর, ব্যোমাসুর প্রভৃতি যাবতীয় ভয় থেকে তুমি আমাদের হে পুরুষশ্রেষ্ঠ, বার বার রক্ষা করেছ।

মোহন-উন্মাদন-ধূলি নিক্ষেপে উন্মাদিতা আমাদিকে তোমার নিজেরই দেওয়া সুরতধন ও প্রাণসমূহ নিয়ে গিয়ে তোমাকে সমর্পণ করেছে, তাই পূর্বের এক শ্লোকে বলা হল 'ত্বয়ি ধৃতাসব (তোমাতে প্রাণ অবস্থিত রয়েছে) সুতরাং আমরা তোমা কর্তৃক ধনহারা হয়ে মরেই আছি। এখানে ধ্বনি —পরসহস্র স্ত্রীবধ-পাতক তুমি স্বেচ্ছায় স্বীকার করে নিলে। বি° ২॥

৩। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা** ঃ এবং পরম্পরয়া সর্ব্বসাধারণতয়া চ ত্বয়া বয়ং সদা রক্ষিতাঃ স্ম এব। তর্হি 'বিষবৃক্ষোঽপি সংবর্দ্ধ্য স্বয়ং ছেত্তুমসাম্প্রতম্,' ইতি নীতিঃ কথং নঃ স্মর্য্যতামিত্যভিপ্রেত্যাহুঃ—বিষজলাপ্যয়াদিতি। বিষজলং কালিয়হ্রদজলং, তেন পীতেনাপ্যয়াৎ গবাং গোপানাঞ্চ মরণাৎ, ব্যালরাক্ষসাদঘাৎ 'রক্ষো বিদিত্বাখিলভূতহৃৎস্থিতঃ' (শ্রীভা ১০।১২।২৫) ইত্যনেন তস্যৈব ব্যালরূপস্য রাক্ষসত্বেন নির্দ্দেশঃ কৃত ইতি তস্মাদ্বালবৎসান্ গিলিতবতো বয়ং রক্ষিতা ইতি সর্ব্বগোকুলজীবনরূপাণাং তেষাং রক্ষণেন গোকুলস্য রক্ষণাৎ বয়মপি রক্ষিতা ইত্যর্থঃ। ইতি পরম্পরা দর্শিতা। বর্ষমারুতাদ্বর্ষমিশ্রান্মারুতাত্তত্রৈব বজ্রাশ্ম-বর্ষানিলৈরিত্যুক্তা বৈদ্যুতানলাচ্চ শ্রীগোবর্দ্ধনধরণেন ত্বয়া রক্ষিতা ইতি সর্ব্বসাধারণতা দর্শিতা, বৃষময়াত্মজাদিতি সমাহারং, বৃষাৎ বৎসাকারত্বেন গতাদপি পরিণামে বৃহত্ত্বদর্শনাৎ, বৃষাৎ বৎসাসুরাৎ ময়াত্মজাৎ তল্লীলায়া অতিবাল্যচরিতত্বেনৈব নির্ণেয়মাণত্বাৎ পূর্ব্বমেব ব্যোমাসুরাচ্চেতি পুনঃ পরম্পরা দর্শিতা। বরাহতোকো নিরগাদিতিবৎ। বৃষাত্মজাদ্বৎসাৎ ময়াত্মজাদ্ব্যোমাচ্চেতি বা। অথ সর্ব্বমেব সংগৃহ্য আহুঃ—বিশ্বতো ভয়াদিতি। তত্র তত্র যোগ্যতামাহুঃ—হে ঋষভ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ইতি। জী° ৩॥

৩। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদ** ঃ আরও ব্রজলোকের পরম্পরায় সর্বসাধারণরূপে আমাদের রক্ষা করেছ। তা হলে কেন-না নীতি-বাক্য স্মরণ করছ, 'বিষবৃক্ষ হলেও তা যত্নে বাড়িয়ে তুলে নিজ হাতে কাটা অন্যায্য' এই অভিপ্রায়ে বলা হচ্ছে—**বিষজল ইতি**। —কালিয় হ্রদজল পান জনিত **অপ্যয়াৎ**—মরণ থেকে, গো ও গোপদের রক্ষা করেছ। **ব্যালরাক্ষসাৎ**—সর্পরূপী অঘাসুর থেকে। (শ্রীভা ১০।১২।২৫) শ্লোকে সেই সর্পরূপীকে রাক্ষস বলেই নির্দেশ

করা হয়েছে। —এই দুই লীলায় সর্বগোকুল-জীবনস্বরূপ সেই গো-গোপদের রক্ষণে গোকুলের রক্ষণই হল, গোকুলের রক্ষণে আমরাও রক্ষিত হলাম এইরূপে পূর্বে উল্লিখিত পরম্পরা দেখান হল। ইন্দ্রকৃত ঝড়বৃষ্টি বিদ্যুৎপ্রভাময় অশনিগর্জন ও শিলাবর্ষণ থেকে গোবর্ধন ধারণে রক্ষা করেছ—এখানে সর্বসাধারণতা দেখান হল। **বৃষময়াত্মজাৎ**—এখানে দুইটি লীলা একসঙ্গে সংক্ষেপে বলা হয়েছে—'বৃষাৎ' বৎসাসুর থেকে রক্ষা—বৎসাসুর প্রথমে বৃষ থেকে বৎসাকারে দেখা দিয়েও মৃত্যুসময় বৃহদাকার বৃষরূপে দেখা দিয়েছিল। 'ময়াত্মজাৎ' ব্যোমাসুর থেকে রক্ষা করেছিলে—পূর্বে যা বলা হয়েছে, সে সব অতি বাল্যলীলারূপে নির্ণীত হওয়ায় আর ব্যোমাসুর-বধলীলা রাসলীলার পর বর্ণিত থাকায় পুনরায় লীলার পরম্পরাই দেখান হল। বা 'বৃষাত্মজাৎ' 'বৎসাৎ' বৎসাসুর থেকে 'ময়াত্মজাৎ' 'ব্যোমাৎ' ব্যোমাসুর থেকে। অতঃপর সব কিছু একসঙ্গে করে বলা হচ্ছে—**বিশ্বতোভয়াৎ**—বিশ্বগত অন্যান্য ভয় থেকে পুনঃপুনঃ ত্রাণ করেছ, এ সব বিষয়ে যোগ্যতা বলা হচ্ছে—**হে ঋষভ!** হে সর্বশ্রেষ্ঠ। বি° ৩॥

৩। **শ্রীবিশ্ব টীকা ঃ** কিঞ্চ, জিঘাংসৈব চেৎ তব বর্ত্ততে তদা পূর্ব্বপূর্ব্ববিপদ্ভ্যঃ কিমিতি রক্ষিত্বা বধঃ খল্বনুচিত এবেত্যাহুঃ,—বিষময়াজ্জলাৎ যোঽপ্যয়স্তস্মাৎ। ব্যালরাক্ষসাদঘাসুরাৎ, বর্ষাদিন্দ্রকৃতবৃষ্টেঃ। মারুতাৎ তৃণাবর্ত্তাৎ। বৈদ্যুতানলাদিন্দ্রকর্তৃকবজ্রক্ষেপাৎ। বৃষাদরিষ্টাৎ ময়াত্মজাদ্ব্যোমাৎ বিশ্বতঃ অন্যস্মাদপি সর্ব্বতো ভয়াৎ কালিয়দমনাদিনা হে ঋষভ, পুরুষশ্রেষ্ঠ স্বরক্ষণাদেব তদেকপ্রাণা বয়ং রক্ষিতাঃ। বর্ষাদিভ্যস্তু সর্ব্বব্রজরক্ষণাদেব তদন্তঃপাতিন্যো বয়মপি রক্ষিতাঃ। অতএব রক্ষকে ত্বয়ি বিশ্বস্য পঞ্চশরজ্বালোপশমার্থং বয়মাগতাঃ ত্বয়া তু ততোঽপি কোটিগুণিতয়া স্ববিরহানলজ্বালয়া দংদহ্যামহে ইতি বিশ্বস্তঘাতাদপি ত্বং ন বিভেষীতি ভাবঃ। অত অরিষ্টব্যোমবধস্য ভাবিত্বেঽপি গর্গভাগুর্য্যাদিমুখতঃ কৃষ্ণজন্মপত্র্যাং শ্রবণস্য ভূতত্বেনৈব ভূতনির্দ্দেশঃ। বি° ৩॥

৩। **শ্রীবিশ্ব টীকানুবাদ ঃ** তোমার যদি মারবারই ইচ্ছা, তবে কেন পূর্বপূর্ব বিপদ থেকে রক্ষা করলে, রক্ষা করে অতঃপর মারাটা অত্যন্ত অনুচিত, এই আশয়ে বলেছেন, কালিয়ের বিষে বিষময় হওয়া হেতু হ্রদের জল থেকে যে মৃত্যু, তার থেকে রক্ষা করেছ। **ব্যালরাক্ষসাৎ**—অঘাসুর থেকে। **বর্ষাদি**—ইন্দ্রকৃত বৃষ্টি থেকে। **মারুতাৎ**—তৃণাবর্ত অসুর থেকে। **বৈদ্যুৎ-অনলাৎ**—ইন্দ্র কর্তৃক বজ্রক্ষেপ থেকে। **বৃষাৎ**—অরিষ্টাসুর থেকে। **ময়াত্মজাৎ**—ব্যোমাসুর থেকে। **বিশ্বতো**—অন্যান্য সব কিছু ভয় থেকে, তুমি আমাদের নিখিল ভয় থেকে রক্ষা করেছ। কালিয়দমনাদি দ্বারা হে ঋষভ! হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! তোমার নিজের রক্ষণেই তদেকপ্রাণ আমরা রক্ষিত হয়েছি। কিন্তু ঝড় বৃষ্টি প্রভৃতি দ্বারা সর্বব্রজরক্ষণে, তার অন্তঃপাতিনী আমরাও রক্ষা পেয়ে গিয়েছি। অতএব রক্ষক তোমাতে বিশ্বাস স্থাপন করে পঞ্চশরজ্বালা উপশমের জন্য তোমার নিকট এসেছি, উল্টা তুমি এর থেকেও কোটিগুণ স্ববিরহ-অনলে আমাদের দগ্ধিয়ে মারছ—তুমি কি বিশ্বাসঘাতকতা পাপেরও ভয় কর না। অতঃপর বলবার কথা, অরিষ্টাসুর ও ব্যোমাসুর-বধলীলা ভবিষ্যৎকালীন হলেও এখানে যে গোপীগণ বললেন, তা কৃষ্ণের জন্মপত্রিকায় উল্লিখিত এই সব লীলা গর্গভাগুরী প্রভৃতি মুনির মুখে শুনে। বি° ৩॥

৪। ন খলু গোপিকানন্দনো ভবান্
অখিলদেহিনামন্তরাত্মদৃক্।
বিখনসার্থিতো বিশ্বগুপ্তয়ে
সখ উদেয়িবান্ সাত্বতাং কুলে॥

৪। **অন্বয়** ঃ হে সখে ভবান্ খলু (নিশ্চিতমেব) গোপিকানন্দনঃ ন (নৈব ভবতি, কিন্তু) অখিলদেহিনাং অন্তরাত্মদৃক্ বিশ্বগুপ্তয়ে (বিশ্বপালনার্থং) বিখনসা (ব্রহ্মণা) অর্থিতঃ (প্রার্থিতঃ সন্) সাত্বতাং (যাদবানাং) কুলে উদেয়িবান্ (উদিতো বভূব)।

৪। **মূলানুবাদ** ঃ (এইরূপে ঐশ্বর্যের হেতু অনুমান করা হচ্ছে স্তুতিমুখে—) হে সখে! মনে হয় তুমি সর্বজীবের অন্তর্যামী। গোপীকানন্দন নও। অন্তর্যামী হয়েও মনে হয় তুমি জগজ্জনের পালনের জন্য ব্রহ্মার প্রার্থনায় ভক্তকুলে আবির্ভূত হয়েছ। (আমরা তো জগজ্জনের মধ্যেই অন্যতম, তাই তোমার পাল্য নিশ্চয়ই।

৪। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা** ঃ তদেবং প্রভাবত্বাদিদমনুমিমীমহ ইতি স্তুত্যর্থমাহুঃ—ন খল্বিতি। শ্রীগোপেশ্বর্য্যা অপি স্বকুলশ্রেষ্ঠত্বেন স্বান্তঃপাতং বিধায় স্বদৈন্যেনৈব ন্যূনতয়োক্তির্ দোষায়, অতোঽস্মাকমিদং হৃত্তাপবৃত্তং ভবান্ জানাত্যেব, কিন্তস্য বহুবর্ণনেনেতি ভাবঃ। অবতারকারণমনুমীয়তে—বিখনসেতি। অতঃ স্বভক্ত-বরপ্রার্থনয়া ভক্তকুলেঽস্মিন্নুদিতমাত্রত্বেনাপি ভবতা ভক্তা অনবসরেঽপি পরিপাল্যা এবেতি ত্বৎপ্রিয়াণামস্মাকমপ্যবসরাপেক্ষা ন যুক্তা। সোঽয়ন্তু পরম এবাবসর ইতি ভাবঃ। নন্বু যূয়ং ন মদ্ভক্তা ইতি চেত্তথাপি পরিপাল্যাঃ, শ্রীব্রহ্মণা কিল সর্ব্বেষামেব পালনস্য প্রার্থনাদিত্যাহুঃ—বিশ্বগুপ্তয় ইতি। বস্তুতস্তু ভক্তেষ্বপি ভাববিশেষভাজো বয়ং বিশেষতঃ পরিপাল্যা ইত্যাশয়েনাহুঃ—সখেতি। যদ্বা; ঐশ্বর্য্যজ্ঞানমিদং মুন্যাদিমুখতঃ তন্মাহাত্ম্যশ্রবণেন, ততো নিজভাবানুরূপ্যেণ শ্রীগোপিকানন্দনতাময়-কেবলমাধুর্য্যানুভবেঽপি তদেতদৈশ্বর্য্যং যাচকরীত্যা নিজাভীষ্টসাধনমাত্রায় প্রযোজিতমিতি জ্ঞেয়ম্। এবমুত্তরত্রাপি। অন্যত্তৈঃ। যদ্বা, খল্বিতি প্রতিষেধে, খল্ক্তেতিবৎ। অন্তরাত্মদৃগপি ভবান্ গোপিকানন্দনো ন ভবতি, খল্বপি তু ভবত্যেবেত্যর্থঃ। কথম্? তদাহুঃ—বিখনসেতি। অতো বয়ং পাল্যা এবেতি ভাবঃ। যদ্বা, সের্য্যমাহুঃ—গোপিকায়াঃ পরমদয়ালুতয়া অস্মৎপালিকায়া শ্রীব্রজেশ্বর্য্যা নন্দনো ভবান্ন ভবতি, কিন্তু পরমাত্মৈব, স্বতঃ সর্ব্বত্রৌদাসীন্যাৎ। এবং নূনমপি ব্রহ্মভক্তিবশীকৃতত্বাদেব ভবান্ এতন্নন্দনন্দনতা-ব্যাজেন বিশ্বগুপ্তয়ে প্রকটোঽস্তি, তত্র চ বাল্যক্রীড়াময়াদ্যনুবৃত্ত্যাস্মাকং সখিতাঞ্চ প্রাপ্তোঽস্তীতি ভবতা প্রতিপাল্যা এব বয়মিত্যাহুঃ—বিখনসেতি। অথবা নঞঃ প্রাড়্নির্দ্দেশাৎ সর্ব্বপদৈরেবান্বয়ঃ। তেন হে অসখে প্রতিকূল! খলু বিতর্কে, ভবান্ শ্রীযশোদানন্দনো ভবতি, তত্র তৎসম্বন্ধেনাস্মাকমুপেক্ষানুপপত্তেঃ। তথাখিলদেহিনামন্তরাত্মদৃগপি ন ভবতি, তত্রাস্মদ্দুঃখ-জ্ঞানসম্ভবাৎ। ন চ ব্রহ্মণা বিশ্বগুপ্তয়েঽর্থিতস্তত্রাস্মাকমপি রক্ষায়া যোগ্যত্বাৎ। সাত্বতাং ভক্তানাং কুলে চ নোদেয়িবান্। তত্র তৎসম্বন্ধেন নিরুপাধি-কৃপালুতা-সম্ভবাদিতি। জী॥

৪। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদ** ঃ তোমার এইরূপ ঐশ্বর্য থাকা হেতু অনুমান করছি —এই অনুমান কি, তাই স্তুতিমুখে বলা হচ্ছে—ন খলু। হে সখে! মনে হয় তুমি সর্বজীবের অন্তর্যামী, গোপীকানন্দন নও। এখানে কৃষ্ণ সম্বন্ধে ঐশ্বর্যবুদ্ধিতে নিজ গোয়ালাকুলের শ্রেষ্ঠরূপে শ্রীগোপেশ্বরীকে

নিজেদেরই অন্তর্ভুক্ত মনে করে নিজেদের দৈন্যেই তাঁর সম্বন্ধে ক্ষুদ্রবুদ্ধিতে উক্তি দোষের হল না। যেহেতু তুমি অন্তর্যামী, তাই বলছি, আমাদের এই হৃত্তাপ-বৃত্যান্ত তুমি নিশ্চয়ই জান। তোমার কাছে আর বেশী বলবার কি আছে। অন্তর্যামী হয়েও এ জগতে যে আবির্ভাব, তার কারণ অনুমান করা হচ্ছে—**বিখ্নসা ইতি**—মনে হয় তুমি আবির্ভূত হয়েছ 'বিখানসা' ব্রহ্মার প্রার্থনায়। সুতরাং তোমার নিজ শ্রেষ্ঠ ভক্ত ব্রহ্মার প্রার্থনায় ব্রজে এই ভক্তকুলে আবির্ভাব মাত্র হেতুতেও তোমার ভক্তকুলের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি বুঝা যায়, অনবসরেও ভক্তকুলের পরিপালন করায়, তবে কেন তোমার প্রিয়া আমাদের পক্ষে এই অবসর অপেক্ষা, এ যুক্তিযুক্ত হয় না। অধিকন্তু এই জ্যোৎস্নাময়ী রাত্রি পরম অবসর। যদি বল তোমরা আমার ভক্ত নও, এর উত্তরে বলছি শোন, ভক্ত না হলেও আমরা তোমার পরিপাল্য, কারণ **বিশ্বগুপ্তয়ে**—ব্রহ্মা নিখিল জনেরই পালনের প্রার্থনা করেছেন। প্রকৃতপক্ষে ভক্তকুলের মধ্যেও ভাববিশেষবতী আমরা বিশেষভাবে পরিপাল্য, এই আশয়ে সম্বোধন করলেন—সখে ইতি।

অথবা **খলু ইতি**—নিষেধে, অন্তর্যামী হয়েও তুমি কি গোপীকানন্দন নও? পরন্তু নিশ্চয়ই হও। কি করে? এরই উত্তরে বলা হচ্ছে—'বিখানসা ইতি' বিশ্বজনের পালনের জন্য ব্রহ্মার প্রার্থনায় গোপীগর্ভ থেকে আবির্ভূত হয়েছ। এই বিশ্বের মধ্যে আমরাও আছি, তাই আমরাও তোমার পাল্য নিশ্চয়ই। অথবা ঈর্ষার সহিত বলা হচ্ছে, পরমদয়ালুতায় শ্রীব্রজেশ্বরী আমাদের পালিকা, তুমি তাঁর নন্দন হবে কি করে, হতেই পার না। তবে তুমি পরমাত্মা বটে, তাই সর্বত্রই উদাসীন। এরূপ নিশ্চয় হলেও ব্রহ্মার ভক্তিতে বশীভূত হওয়া হেতু তুমি এই নন্দনন্দনতা ছলে বিশ্বপালনের জন্য আবির্ভূত হয়েছ, এর মধ্যেও আবার বাল্যক্রীড়াময়াদি অনুবন্ধে আমাদিকে সখি ভাবে লাভ করেছ, অতএব আমরা তোমার প্রতিপাল্যই, এই আশয়ে বলা হচ্ছে, বিখনসা ইতি। অথবা, 'ন' অক্ষরটি সর্ব আদিতে দেওয়ায় ইহা শ্লোকের সব পদের সহিতই অন্বয় হতে পারে—সুতরাং সর্বত্র 'ন' যোগে ব্যাখ্যা হচ্ছে—'ন সখে' = 'অসখে' হে প্রতিকূল! 'খলু' বিতর্কে। মনে হয় তুমি শ্রীযশোদানন্দন 'ন' নও, যদি হতে তবে তোমার পক্ষে আমাদিকে উপেক্ষা করা সম্ভব হত না। তথা তুমি অখিল জীবের 'ন অন্তরাত্মদৃক্' অন্তর্যামীও নও, কারণ অন্তর্যামী হলে আমাদের দুঃখ বুঝতে পারতে। ব্রহ্মাও 'ন বিশ্বগুপ্তয়ে' বিশ্বপালনের জন্য প্রার্থনা করেন নি, কারণ করলে আমাদের রক্ষাও সমুচিত হত। 'ন সাত্বতাংকুলে' তুমি ভক্তের কুলেও আবির্ভূত হও নি। কারণ যদি হতে তবে অহৈতুকী কৃপালুতা সম্ভব হত। জী০ ৪॥

৪। **শ্রীবিশ্ব টীকা** ঃ অয়ি শশ্বদসমীক্ষ্যভাষিণ্যোগোপাল্যস্তিষ্ঠত সর্ব্বানন্দকন্দো নন্দনন্দনোঽহং স্ত্রীবধপাতকী বিশ্বস্তঘাতী চ যুষ্মাভির্নির্দ্ধারিতঃ. তদিতো নিঃসৃত্য রহসি ক্বচিদেবং স্থাস্যামি যথা জন্মমধ্যে সকৃদপি মদ্দর্শনং ন প্রাপ্স্যথেতি, তদীয়ভীষণোক্তিমাশঙ্ক্যানুতপ্তা স্তং প্রসাদয়িতুং স্তান্তি—নেতি। ভবান্ গোপিকানন্দনঃ খলু ন ভবতি

কিন্ত্বখিলদেহিনামন্তরাত্মা অন্তঃকরণপ্রেরকঃ দৃগ্ দ্রষ্টা চেত্যন্তর্যামী ভবতীতি। ভাগুরিগার্গি পৌর্ণমাস্যাদি মুখাদশ্রৌষ্ম ইত্যতো যথাস্মান্ প্রেরয়সি তথা ব্রূমহে ইত্যতো মা কুপ্য প্রসীদ। ত্বদাবির্ভাবকারণং চ শ্রুতমিত্যাহুঃ,—বিখনসা ব্রহ্মণা বিশ্বপালনায় প্রার্থিত সন্ সাত্বতাং যদূনাং কুলে উদেয়িবান্ শ্রীযশোদাগর্ভোদয়শৈলাদাবির্ভূতঃ। নন্বেবঞ্চেজ্জানীধ্বে তৎ কিমিতি রূক্ষং ব্রূধ্বে তত্রাহুঃ,—হে সখে ইতি। ত্বয়ৈব সখ্যরসসিন্ধৌ বয়ং নিমজ্জিতা ইতি পরামৃশ্য বিশ্বং পালয়ন্ বিশ্বমধ্যবর্ত্তিনীরস্মানপি পালয় কৃপয়েবেতি ভাবঃ। যদ্বা, স্বপ্রেয়সীনামেবং দুঃখং দ্রষ্টুং নৃ-দেব-তির্য্যগাদিষু মধ্যে কোঽপি ন সমর্থঃ। যথা ত্বং দুঃখং পশ্যন্নপি সুখমাস্তে তস্মাদেবং বিতর্কয়াম ইত্যাহুঃ,—নেতি। গোপিকায়াঃ শ্রীযশোদায়াঃ পরদুঃখলবেঽপি দ্রুতচিত্তায়াস্তস্যাঃ কুক্ষৌ ত্বং ন জাতোঽসি। তৎ কুক্ষেরেকস্যাপি লক্ষণস্য ত্বয্যনুপলম্ভাদিতি ভাবঃ। তর্হি কোঽহং? ত্বং সর্ব্বপ্রাণিনামন্তর্যামীতি বিতর্কন্তে। স এব জীবানাং দুঃখং পশ্যন্নপি তদন্তঃ সুখং বসতি। উদাসীনশিরোমণেস্তবাত্রাবির্ভাবেঽপি কারণং ন জানীম ইত্যাহুঃ,—বিখনসা ব্রহ্মণা স্বসৃষ্টিবৃদ্ধিমভীপ্সুনাবিশ্বগুপ্তয়ে বিশ্বসিন্ জগত্যত্র গুপ্তয়ে ত্বং প্রার্থিতঃ ত্বদুক্ত্যা জীবা মুচ্যন্ত ইত্যতস্তথা ত্বমবতীর্য্য গুপ্তস্তিষ্ঠ যথা কেঽপি ত্বামীশ্বরং ন মন্যন্তে। তদা চ তবেশ্বরত্বমমন্যমানানামীশ্বরানুবর্ত্তিনামপি জরাসন্ধাদিবদসুরত্বমেব ভবিষ্যতি ততএব মে সৃষ্টিবৃদ্ধির্ভবিত্রীতি ব্রহ্মবাঞ্ছিত সিদ্ধ্যর্থং পরদারপরদ্রব্যচৌর্য্য-মাৎসর্য্য-হিংসা-দম্ভাদিকং স্বপ্রতিকূলং ধর্ম্মং স্বগোপনার্থমঙ্গীকরিষ্যন্ দুস্ত্যজং স্বধর্ম্মমৌদাসীন্যঞ্চাজহদেব সাত্বতাং কুলে উদেয়িবান্। সখে, ইতি পরদারগ্রহণাদেবাস্মাকং সখাপ্যভূরিতি ভাবঃ। বি ৪॥

৪। **শ্রীবিশ্ব টীকানুবাদঃ** অয়ি বারবার অসমীক্ষ্যভাষিনী গোয়ালিনীগণ! দাঁড়াও দাঁড়াও সর্বানন্দকন্দ নন্দনন্দন আমি, আর আমাকেই কিনা তোমরা স্ত্রীবধপাতকী ও বিশ্বাসঘাতী বলে স্থির করলে! অতএব এখান থেকে বের হয়ে কোনও একটি এমন গোপন স্থানে লুকিয়ে যাব, যাতে জন্মেও আর আমার দর্শন না পাও—কৃষ্ণের এরূপ কথার আশঙ্কা করে অনুতপ্তা তাঁরা তাঁকে প্রসন্ন করার জন্য স্তব করছেন, নেতি। —তুমি নিশ্চয়ই গোপিকানন্দন নও, তুমি হলে অখিল জীবের **অন্তরাত্মা**—অন্তকরণ-প্রেরক বাসুদেব বিগ্রহ, এবং **দৃগ্**—দ্রষ্টা অর্থাৎ অন্তর্যামী—ভাগুরী-পৌর্ণমাসী প্রভৃতির মুখ থেকে আমরা এ শুনেছি, অতএব তুমি যেরূপ প্রেরণা দিয়েছ, সেরূপই বলেছি, সুতরাং আমাদের উপর রাগ কর না, প্রসন্ন হও। তোমার আবির্ভাব কারণও শুনছি. এই বলছি শোন—**বিখানসা ইতি**—ব্রহ্মার দ্বারা বিশ্বপালনের জন্য প্রার্থিত হয়ে তুমি **উদেয়িবান্**—শ্রীযশোদাগর্ভ-উদয়শৈল থেকে আবির্ভূত। আচ্ছা এতই যদি জান, তবে কেন এমন রূঢ় বাক্য বললে, কৃষ্ণের এরূপ কথার আশঙ্কা করে বলছেন, **হে সখে ইতি**—তুমি আমাদিকে সখ্যরসসাগরে নিমজ্জিত করে রেখেছ, এই বিচারে বিশ্ব পালন করতে করতে বিশ্বের অন্তঃবর্তিনী আমাদিকেও কৃপা করে পালন কর, এরূপ ভাব।

অথবা, নিজ প্রেয়সীদের দুঃখ দেখতে মানুষ-দেবতা-পশুপক্ষী প্রভৃতির মধ্যে কেউ-ই পারে না, যেরূপ তুমি আমাদের দুঃখ দেখেও বেশ আনন্দে আছ, কাজেই এরূপ বিচার করছি, শোন বলছি, 'নেতি'। যাঁর চিত্ত লবমাত্র পরদুঃখে গলে যায় সেই গোপীকা শ্রীযশোদার গর্ভে তুমি জন্মনি। তাঁর গর্ভের একটি লক্ষণও তোমাতে দেখা যায় না। তা হলে আমি কে?

৫। বিরচিতাভয়ং বৃষ্ণিধুর্য্য তে
চরণমীয়ুষাং সংসৃতের্ভয়াৎ।
করসরোরুহং কান্ত কামদং
শিরসি ধেহি নঃ শ্রীকরগ্রহম্ ॥

৫। **অন্বয়** ঃ [হে] বৃষ্ণিধূর্য! (হে যাদবশ্রেষ্ঠ) [হে] কান্ত! সংসৃতের্ভয়াৎ (পুনঃপুনঃ জন্মমরণাদি-রূপসংসারভয়াৎ) তে (তব) চরণমীয়ুষাং (শরণং প্রাপ্তানাং) বিরচিতা ভয়ং (দত্তং অভয়ং যেন তৎ) কামদং (সর্বাভীষ্ট প্রদম্) শ্রীকরগ্রহং (শ্রীয়াঃ লক্ষ্ম্যাঃ করং গৃহ্লাতীতি তথা) করসরোরুহং (তব কর কমলং) নঃ (অস্মাকং) শিরসিধেহি (অর্পয়)।

৫। **মূলানুবাদ** ঃ হে ব্রজরাজ কুলতিলক! হে প্রিয়! সংসার ভয়ে ভীত জন তোমার চরণকমলে শরণাগত হলে যে করের দ্বারা তুমি তাদের অভয় দিয়ে থাক, যদ্দারা তুমি লক্ষ্মীর করদ্বয় গ্রহণ করেছ, সেই করকমল হে অভীষ্টপ্রদ, আমাদের মস্তকে অর্পণ কর।

এরূপ প্রশ্নের আশঙ্কায় বলছেন, আমাদের তো মনে হয়, তুমি নিখিল প্রাণীর অন্তর্যামী। অন্তর্যামীই জীবের দুঃখ দেখেও তাদের অন্তঃকরণ মধ্যে সুখেই বাস করে। উদাসীনশিরোমণি তোমার এই বিশ্বে আবির্ভাবের কারণ আমরা জানি না। **বিশ্বগুপ্তয়ে ইতি**—স্বসৃষ্টির বৃদ্ধি-অভিলাষী ব্রহ্মা তোমার নিকট প্রার্থনা জানালেন—'বিশ্বগুপ্তয়ে' এই জগতে গুপ্তভাবে থাকতে, কেন-না তুমি প্রকাশ্যে থাকলে তোমার ভক্তিদ্বারা সব জীব মুক্তি লাভ করবে, এই সংসার ছেড়ে চলে যাবে; অতএব তুমি আবির্ভূত হয়ে গুপ্তভাবে থাক, যাতে কেউ তোমাকে ঈশ্বর বলে জানতে না পারে। গোপনে থাকলে নরলীল তোমার ঈশ্বরত্ব অমান্যকারী সাধারণ জন এমন কি শ্রীভগবানের শরণাগত জনও জরাসন্ধাদিবৎ অসুরস্বভাব লাভ করবে, তা হলে আমার সৃষ্টিবৃদ্ধি হবে। ব্রহ্মার এই অভিলাষ সিদ্ধির জন্য তুমি নিজগোপনার্থে পরদ্রব্যচুরি-মাৎসর্য হিংসা-দম্ভাদি স্বপ্রতিকূল ধর্ম অঙ্গীকার করে দুস্ত্যজ স্বধর্ম ও ঔদাসিন্য ত্যাগ করত এই গোপকুলে জন্ম নিয়েছ—**হে সখে**—পরদার গ্রহণ করবার জন্যই তুমি আমাদের সখাও হয়েছ। বি°৪ ॥

৫। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা** ঃ পূর্ব্বানুসারেণৈবৈশ্বর্য্যং সম্ভাব্যাহুঃ—বিরচিতেতি বিরচিতাভয়মিতি—মোক্ষপ্রদত্বমুক্তং কামদমিতি—ধর্ম্মাদ্যর্থিনাং সর্ব্বাভীষ্টপ্রদমিতি ত্রিবর্গপ্রদত্বং ভক্তিপ্রদত্বং চ, শ্রীকরগ্রহমিতি—প্রেম্ণা প্রিয়জনবশ্যত্বংরসিকত্বঞ্চ, এষাং যথোত্তরং শ্রৈষ্ঠ্যমূহম্। সরোরুহরূপকেণ সহজশীতলমধুরত্বাদিনা স্বতঃ ফলরূপকত্বং সূচিতম্, তত্র মোক্ষো নাম নির্ব্বিঘ্নপ্রেমসম্পদ্বৃদ্ধয়ে বিবিধদুঃখপরম্পরা-নিবৃত্তিরেব জ্ঞেয়ঃ। ত্রিবর্গোঽয়ং প্রেমসাধনোপযোগ্যেব, অন্যচ্চ ভক্তানামুপেক্ষ্যমেব, এতচ্চ সর্ব্বং তদ্গুণবর্ণনং প্রেমোল্লাসেনৈব জ্ঞেয়ম্। নন্থ তদ্যোগ্যা ন যূয়মিতি চেৎ, সত্যং, নিজমাহাত্ম্যাপেক্ষয়া ধেহীত্যাহুঃ—বৃষ্ণিধূর্য্য হে নিজাশেষমাধুরী-প্রকটনায় যদুবিশেষকুলেঽবতীর্ণেত্যর্থঃ; তচ্চ ভাববিশেষেণৈব তয়া ধ্যেয়মিত্যাশয়েনাহুঃ—কান্ত হে প্রিয়েতি। অন্যতৈঃ। যদ্বা, বিরচিতেত্যাদিনা সংসারসম্বন্ধি-যাবদ্ভয়াপহারিত্বেন শৌর্য্যমুক্তং, কান্তঞ্চ তৎকামদঞ্চেতি—স্বতঃ সুখদত্বেন সর্ব্বাভীষ্টপ্রদত্বেন চ দাতৃত্বং

শ্রীকরগ্রহং শ্রিয়ঃ সম্পদধিষ্ঠাত্র্যাঃ স্বগোকুলে বশীকারাৎ করমিব গৃহ্নাতি যত্তদিত্যনেন সর্ব্বসম্পদাশ্রয়ত্বং, ততোঽস্মাকং বিরহভয়নাশস্তদ্রূপাভীষ্টপ্রাপ্তিঃ। তৎপ্রাপ্ত্যানুষঙ্গিক-সর্ব্বসম্পৎপ্রাপ্তিশ্চ তেনৈব সিধ্যেদিতি ভাবঃ। বৃষ্ণিধূর্য্য বৃষ্ণিবিশেষ-ব্রজ-কুলতিলকেতি—বয়ং স্বাভাবিক-ত্বৎপাল্যা নৈবোপেক্ষ্যা ইতি ভাবঃ। উভয়থাপি শিরসি ধেহীতি তেনাস্মান্ বাঢ়-মঙ্গীকুরুষ্বেতি তাৎপর্য্যম। জী ৫ ॥

৫। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকানুবাদ ঃ** পূর্ব অনুসারেই কৃষ্ণেতে ঐশ্বর্য সম্ভবনায় বলছেন—**বিরচিতাভয়ম্ ইতি**—সংসার ভয়ে তোমার চরণে প্রপন্নকে তুমি অভয় দান করে থাক—এইরূপে মোক্ষপ্রদত্ব উক্ত হল। **কামদং**—কামনা পূরক, ধর্মাদি যারা চায়, তাদের সর্বাভীষ্টপ্রদ—অর্থাৎ 'ধর্ম-অর্থ-কাম' এই ত্রিবর্গপ্রদ এবং ভক্তিপ্রদ। **শ্রী করগ্রহম্ ইতি**— লক্ষ্মীদেবীর করগ্রহণশীল, এ কথার ধ্বনি—কৃষ্ণ প্রেমে প্রিয়জনের বশ্যতা স্বীকার করেন এবং তাঁদের সহিত রসিকতায় উচ্ছল হন। বিশেষণ তিনটির উত্তরোত্তর শ্রেষ্ঠতা বুঝা যাচ্ছে **করসরোরুহং**—কমলের সহিত শ্রীকৃষ্ণের হাতের উপমায়, তাঁর হাত যে সহজশীতলতা-মধুরতা প্রভৃতি গুণে স্বতঃ ফলস্বরূপ, তাই সূচিত হল। প্রেমসম্পদ বৃদ্ধির জন্য বিবিধ দুঃখ পরম্পরা নিবৃত্তিই এখানে মোক্ষ শব্দের বাচ্য, এরূপ বুঝতে হবে। এখানে যে ত্রিবর্গ (ধর্ম-অর্থ-কাম), তা প্রেম-সাধনেরই উপযোগী, সামান্য ত্রিবর্গ নয়, কারণ অন্য ত্রিবর্গ ভক্তদের উপেক্ষ্য। আরও গোপীদের এই সকল কৃষ্ণগুণ-বর্ণন প্রেমোল্লাসেই হয়েছে, এরূপ বুঝতে হবে। যদি বলা হয় তোমরা তো প্রেমসম্পদের যোগ্য নও, এরই উত্তরে গোপীরা বলছেন, ঠিক্ ঠিক্, তবে নিজ মাহাত্ম্য বিচার করে **ধেহি**—আমাদের মস্তকে তোমার করকমল ধারণ কর, এই আশয়ে বলা হচ্ছে, **বৃষ্ণিধুর্য**—হে নিজ অশেষ মাধুরী প্রকাশের জন্য যদুবিশেষকুলে অর্থাৎ ব্রজরাজকুলে অবতীর্ণ। এই যে মস্তকে হস্তধারণ, তা তুমি ভাববিশেষেই করবে. এই আশয়ে বলছেন—**কান্ত**—হে প্রিয়। অথবা, **বিরচিতাভয়ং**—'অভয়দান করে থাক' ইত্যাদি কথায়, সংসার-সম্বন্ধী যাবতীয় ভয় অপহারীরূপ শৌর্য বলা হল। 'কান্ত' কমনীয় অর্থ ধরে ও ইহাকে করকমলের বিশেষণ ধরে অর্থান্তর করা হচ্ছে—'কান্তম্ কামদম্ করসরোরুহং' অর্থাৎ স্বতঃ সুখদরূপে এবং অভীষ্টপ্রদরূপে দানশীল তোমার করকমল (আমাদের মাথায় স্থাপন কর)। শ্রীকরগ্রহং করসরোরুহং' স্বগোকুলে বশ করে রাখার জন্য 'শ্রিয়' সম্পদ-অধিষ্ঠাত্রী দেবীর হস্ত যেন তোমার করকমলে গৃহীত, এর দ্বারা তোমার করের সর্বসম্পদ্-আশ্রয়ত্ব প্রকাশ পেল—সুতরাং আমাদের বিরহভয় নাশরূপ অভিষ্টপ্রাপ্তি নিশ্চিত হল—এই প্রাপ্তির আনুষঙ্গিক রূপেই অন্যসব সম্পৎ-প্রাপ্তিও (নানাবিধ বিহার প্রাপ্তিও) হয়ে যাবে, এরূপ ভাব। **বৃষ্ণিধুর্য**—ব্রজরাজ হলেন যদুবংশবিশেষ—কৃষ্ণ ব্রজরাজকুলতিলক আমরা স্বাভাবিক ভাবেই তোমার পাল্য, উপেক্ষ্য নই, এরূপভাব। এই উভয় কারণেই আমাদের মস্তকে হস্তার্পণ কর—এর দ্বারা আমাদের দৃঢ়ভাবে অঙ্গীকার কর, এরূপ ভাব। জী০৫॥

৬। ব্রজজনার্তিহন্ বীর যোষিতাং
নিজজনস্ময়ধ্বংসনস্মিত।
ভজ সখে ভবৎকিঙ্করীঃ স্ম নো
জলরুহাননং চারু দর্শয়॥

৬। **অন্বয়** ঃ ব্রজজনার্তিহন্ (হে ব্রজজনানাং আর্তিহরণপরায়ণ) বীর (হে সর্বসমর্থ!) নিজজনস্ময়ধ্বংসন স্মিত (নিজজনানাং যঃ 'স্ময়' গর্ব তস্য নাশকং 'স্মিতং' হাস্যং যস্য (হে তথাভূত!) হে সখে! স্ম (নিশ্চিতমেব) ভবৎকিঙ্করীঃ নঃ (অস্মান্) ভজ চারু জলরুহাননম্ (তব বদনকমলং) যোষিতাং দর্শয়।

৬। **মূলানুবাদ** ঃ (পূর্বশ্লোকে অঙ্গীকার মাত্রই প্রার্থনা করবার পর এই শ্লোকে সাধারণ ভাবে সঙ্গ প্রার্থনা করছেন--)

হে ব্রজজনের আর্তিহারি! হে বীর! তোমার নিজজনের সৌভাগ্যোত্থ গর্ব ও তদুত্থ বাম্য লক্ষণ মান তোমার মৃদু হাসি মাত্রেই চলে যায়। হে সখে! তোমার কিঙ্করী আমাদের পরিচর্যা কর, যোষিৎ আমাদের তোমার মনোহর মুখকমল দর্শন করাও।

৫। **শ্রীবিশ্ব টীকা** ঃ নন্বু ভোঃ প্রিয়ভাভিণ্যঃ, যুষ্মাকং প্রণয়কোপোক্তিপীযূষপানার্থমেবান্তর্হিতং তদধুনা লব্ধাভীষ্টোঽস্মি যথেষ্টং বরং বৃণুতেতি তৎপ্রসাদোক্তিং সম্ভাব্য সাশ্বাসং পৃথক্ পৃথগভীষ্টং প্রার্থয়ন্তে—বিরচিতেত্যাদি চতুর্ভিঃ। হে বৃষ্ণিধূর্য্য, নিজকুলকমলপ্রভাকর, নঃ শিরসি করসরোরুহং ধেহি অর্পয়। কিমর্থং তত্রাহুঃ,—কামদং যস্য শরপ্রহারভয়াৎ ত্বাং প্রপন্নাস্তং কামং দ্যুতি খণ্ডয়তীতি তচ্ছেষভঙ্গ্যা কামং দদদপি। ন চাত্র তস্যা শক্তিরিতি বাচ্যম্। যতঃ সংসৃতের্ভয়াৎ চরণমীয়ুষাং প্রপন্নানাং জনানাং বিরচিতমভয়ং যেন তৎ। যেন সংসারভয়াদপি রক্ষিতুং শক্যতে তস্য কামভয়াদ্রক্ষণে কঃ খল্বায়াস ইতি ভাবঃ। নন্বু তর্হি বো বক্ষঃস্থ দধামি তত্রৈব মমাপি ধিৎসা বর্ত্ততে তত্র নেত্যাহুঃ,—শ্রীকরগ্রহমিতি! শ্রিয়া লক্ষ্ম্যা করাভ্যাং গ্রহণং তদ্ধারণার্থং যস্য তদ্বক্ষসি করধিৎসায়াং যথা লক্ষ্ম্যা বার্যতে তথৈবাস্মাভিরপি তদ্ধারণীয়মেবেতি ভাবঃ। বি° ৫॥

৫। **শ্রীবিশ্ব টীকানুবাদ** ঃ পূর্বপক্ষ, ওহে প্রিয় ভাষিণীগণ, তোমাদের প্রণয়কোপোক্তি-পীযুষ পানের জন্যই অন্তর্হিত হয়েছি, অধুনা সেই অভীষ্ট লাভ করেছি, এখন আমার কাছ থেকে ইচ্ছানুরূপ বর চেয়ে নেও—কৃষ্ণের এইরূপ প্রসাদ-উক্তি চিন্তা করে গোপীগণ আশ্বস্ত হয়ে পৃথক্ পৃথক্ অভীষ্ট প্রার্থনা করছেন, 'বিরচিত' ইত্যাদি চারটি শ্লোকে। **হে বৃষ্ণিধূর্য!**—নিজ কুলকমলের পক্ষে সূর্যতুল্য! **নঃ সিরসি ইতি**—আমাদের মস্তকে করকমল **ধেহি**—অর্পন কর। কেন? এরই উত্তরে, **কামদং** যার শরপ্রহার ভয়ে তোমাতে প্রপন্ন হয়েছি, সেই কামদেবকে তুমি বিনাশ করে থাক। অর্থান্তরে, ভঙ্গীতে হৃদয়ে কাম জন্মিয়েও থাক। এ বিষয়ে তার সামর্থ্য নেই, একথাও বলতে পার না, কারণ **সংসৃতেভয়াৎ ইতি**—সংসার ভয়ে তোমার চরণে প্রপন্ন জনদের তুমি অভয় দান করে থাক। যে সংসার ভয় থেকে রক্ষা করতে পারে, তার পক্ষে কামভয় থেকে রক্ষা করা কি এমন পরিশ্রমের ব্যাপার। কৃষ্ণ যেন বলছেন,

আচ্ছা তা হলে কি এই করকমল তোমাদের বক্ষোদেশে স্থাপন করব? আমার মনের বাসনাও তো সেখানেই স্থাপন করা। এরই উত্তরে, না-না—এই আশয়ে বলছেন—**শ্রী করগ্রহম্**,—লক্ষ্মী হাতের দ্বারা তোমার যে করকমল ধরে ফেলেছে—বক্ষে হাত দিতে গেলে, তা প্রতিরোধের জন্য, সেই করকমলআমাদের পক্ষেও প্রতিরোধ করাই সমীচীন, এরূপ ভাব।

৬। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা ঃ** এবং বৈয়গ্র্যেণাদাবঙ্গীকারমাত্রং প্রার্থ্যাভীষ্টবিশেষান্ প্রার্থয়ন্তে ত্রিভিঃ। তত্র প্রথমেন সামান্যতঃ সঙ্গং প্রার্থয়ন্তে—ব্রজেতি। ভজ অস্মদ্দুঃখং প্রতিকুর্ব্বন্নিকটে তিষ্ঠ, অহো আস্তাং তাদৃশোঽপি মনোরথঃ, প্রথমং তাবচ্চারু মনোহরং জলরুহতুল্যমাননমপি দর্শয়। তত্র ব্রজজনার্ত্তিহন্নিতি ভজনস্য যোগ্যত্বমুক্তম্, অন্যথাঽস্মদন্ত্যদশাপত্ত্যা আর্ত্তিহননাসিদ্ধিঃ স্যাৎ। বীরেত্যদেয়স্যাপি দানসামর্থ্যমুক্তং, নিজজনো নিজপ্রিয়াজনঃ, স্ময়ো মানঃ, তব স্মিতমাত্রেণাপি মানো নিরস্যতে, তদর্থমন্তর্দ্ধানেনালমিতি ভাবঃ। অনেনৈব পরমমনোহরত্বমপ্যভিপ্রেতম্। অতস্তদবশ্যং দ্রষ্টুমপেক্ষ্যত ইতি ভাবঃ। সখ ইতি ভজনে প্রকারবিশেষঃ সূচিতঃ। যদ্বা, অভজনে চাস্মাকং দুর্দ্দশয়া পশ্চাৎ ত্বয়াপি কিল দুঃখং লব্ধব্যং, সখ্যেন তুল্যব্যথত্বাৎ; কিংবা বিশ্বাসঘাতদোষপ্রসক্তেরিতি ভাবঃ। অথ সখ্যযোগ্যস্যাপ্যাত্মনো বিরহদৈন্যেনৌদ্ধত্যমাশঙ্ক্যাহুঃ—ভবতঃ কিঙ্করীরিতি। যোষিতামিতি—তত্রাস্মাকং সামর্থ্যাভাবাৎ স্বয়মেব কৃপয়া দর্শয়েতি ভাবঃ। অন্যত্তৈঃ যদ্বা, যোষিতাং মধ্যে যে নিজজনাস্তৎপরিগ্রহাস্তেষাং স্ময়ধ্বংসনস্মিত, অতএব নিজদাসীরস্মান্ ভজ, তৎপ্রকারমেবাহুঃ—জলেত্যাদিনা আপ্যায়য়স্ব ন ইত্যন্তেন; যদ্বা, পরমার্ত্ত্যা প্রণয়কোপেনাহুঃ—ব্রজজনার্ত্তিহন্ হে তথাভূতোঽপি যোষিতাং বীর, যোষিদ্ধে সমর্থেত্যর্থঃ। অতো বয়ং মৃতপ্রায়া এব বৃত্তাস্তথা নিজজন-সুখপ্রাপনকপটস্মিত, তদধুনা অভবৎকিঙ্করীরন্যা অদাসীরেব ভজ, চারুজলরুহাননং চ নো দর্শয় মরণস্যৈব নিশ্চিতত্বাৎ। অন্যৎ সমানম্। জী° ৬॥

৬। **শ্রীজীব বৈ°তো° টীকানুবাদ ঃ** এইরূপে ব্যগ্রতায় প্রথমে অঙ্গীকার মাত্রই প্রার্থনা করে পরে অভীষ্টবিশেষ প্রার্থনা করছেন, তিনটি শ্লোকে। এর মধ্যেও আবার প্রথম শ্লোকে সাধারণ ভাবে সঙ্গ প্রার্থনা করছেন **ব্রজ ইতি**—হে ব্রজজনের আর্তিহারি! **ভজ**—আমাদের দুঃখের প্রতিকার করার জন্য নিকটে বস। অহো, আচ্ছা তাদৃশ মনোরথও থাক্, প্রথমে তোমার 'চারু' মনোহর কমলতুল্য আনন তো দেখাও, যা ব্রজজনার্তিহারী—এইরূপে ভজনের যোগ্যতা বলা হল, অন্যথা আমাদের শেষদশা উপস্থিত হবে, তবে আর তোমার আর্তিদূর করা হবে কি করে? **বীর**—এই পদে অদেয় বস্তুরও দান সামর্থ্য বলা হল। **নিজজন**—নিজ প্রিয়জন। স্ময়ো--মান, তোমার মধুর হাসি মাত্রেই মান চলে যায়। এরজন্য আর এই অন্তর্ধানের কি প্রয়োজন ছিল, এরূপ ভাব। উপর্যুক্ত কথাতেই বুঝা যাচ্ছে, কৃষ্ণানন পরমমনোহর, ইহাই অভিপ্রেত এখানে। অতএব সেই আনন আমাদের অবশ্য দেখা প্রয়োজন এরূপ ভাব। এখানে 'সখা' পদটি ব্যবহারে ঐ ভজনের প্রকার বিশেষ অঙ্গসঙ্গাদি সূচিত হল।

অথবা, 'সখা' পদের ধ্বনি, অভজনেও আমাদের দুর্দশা হেতু পরে তুমিও দুঃখ পাবে—সখ্যতায় তুল্যব্যথার ব্যথী হওয়া হেতু, কিম্বা বিশ্বাসঘাতক দোষ প্রসঙ্গ হেতু, এরূপ ভাব। অতঃপর সখিত্বের যোগ্য হলেও বিরহদৈন্যে নিজেদের ঔদ্ধত্য এসে গেল বুঝি, এই আশঙ্কায়

৭। প্রণতদেহিনাং পাপকর্ষণং
তৃণচরানুগং শ্রীনিকেতনম্।
ফণিফণার্পিতং তে পদাম্বুজং
কৃণু কুচেষু নঃ কৃন্ধি হৃচ্ছয়ম্॥

৭। **অন্বয়** ঃ প্রণতদেহিনাং (সকৃৎপ্রণামকারিণামপি জনানাং) পাপকর্ষণং তৃণচরানুগং (গবাদিপশবঃ তামনুসৃত্য গচ্ছতি ইতি তৎ) শ্রীনিকেতনং (সর্বশোভাসম্পদং) ফণিফণার্পিতং তে (তব) পদাম্বুজং নঃ (অস্মাকং) কুচেষু কৃণু (নিধেহি) হৃচ্ছয়ং (কামং) কৃন্ধি (নাশয়)।

৭। **মূলানুবাদ** ঃ অপর গোপীগণ বললেন— প্রণতজনের পাপনাশন, গবাদি পশুগণের পিছে পিছে চলমান, সর্বশোভানিকেতন ও কালিয় ফণায় অর্পিত তোমার শ্রীপদকমল আমাদের কুচদেশে স্থাপন করে আমাদের কামপীড়া প্রশমিত কর।

বলছেন **ভবৎকিঙ্করীঃ**—আমরা তোমার দাসী। **যোষিতাম্**—এই পদের ধ্বনি, আমরা নারী, দর্শন বিষয়ে আমাদের সামর্থ্যের অভাব, তাই নিজেই কৃপা করে দেখা দেও। অথবা, নারীদের মধ্যে যারা 'নিজজন' বিবাহিতা স্ত্রী তাঁদেরই গর্বধ্বংসকারী মধুর হাসি। আমরা তো দাসী আমাদিকে 'ভজ' সেবা কর অর্থাৎ দর্শন দেও। সেই ভজনের প্রকার বলা হচ্ছে, 'তোমার মুখকমল দর্শন করাও' অতঃপর শেষে ৮ শ্লোকে 'অধরমধু দিয়ে বাচাও'। অথবা, অতিশয় দুঃখিত হয়ে প্রণয়কোপের সহিত বললেন, 'ব্রজজনার্তিহন্' হে ব্রজজনের আর্তিহারি! তুমি এরূপ হয়েও নারীসমাজে বীর অর্থাৎ নারীবধে সমর্থ। তোমার বীরপনায় আমরা মৃতপ্রায় হয়েছি, তথা তোমার হাসি নিজজনের সুখ-নাশী ছলনা মাত্র। অতএব অধুনা 'অভবৎকিঙ্করী' যারা তোমার দাসী নয় তাদের ভজনা কর। আর তোমার মনোহর মুখকমল আমাদের দেখিও না, যেহেতু আমরা মরণেই কৃতনিশ্চয় হয়েছি। জী° ৬॥

৬। **শ্রীবিশ্ব টীকা** ঃ অপরা আহুঃ,—যোষিতাং মধ্যে যে ব্রজজনাস্তেষামার্তিং কন্দর্পশরপ্রহারজনিতাং হন্তীতি তথা তেন দেব্যাদীনামপ্যন্যযোষিতাং তাং ন হরসি। যদ্বক্ষ্যতে "ব্যোমযানবনিতাঃ কশ্মলং যযুরপস্মৃতনীব্য" ইতি। হে বীর, দুর্ব্বারমারসংপ্রহারমহাজিঘ্নো, কিঞ্চাস্মাকং সৌভাগ্যোত্থং গর্ব্বং তদুত্থং বাম্যলক্ষণং মানমপি ন সহসে ইত্যাহুঃ—নিজজনানাং স্ময়ধ্বংসনং মাননাশকং স্মিতমপি যস্য। নন্থ, বরং শীঘ্রং বৃণুত তত্রাহুঃ,—ভবৎকিঙ্করী-রস্মান্ ভজ পরিচর। নন্থ যদি মৎকিঙ্কর্য্য এব যূয়ং তদা মাং স্বপরিচরণে কিমিত্যাজ্ঞাপয়ধ্বে তত্রাহুঃ,—হে সখে, ইতি। তর্হিব্রত কিং বঃ পরিচরণং তত্রাহুঃ—জলরুহেত্যাদি। বি° ৬॥

৬। **শ্রীবিশ্ব টীকানুবাদ** ঃ অপর গোপীগণ বললেন—**ব্রজজনার্তিহন্**—যোষিৎদের মধ্যে যাঁরা ব্রজজন, তাঁদের 'আর্তি' কন্দর্পশরপ্রহার জনিত আর্তি হরণ করে থাক হাসিতে। স্বর্গের দেবী প্রভৃতি অন্যযোষিৎদের কামপীড়া হরণ কর না। ইহা শ্রীমদ্ভাগবতে বলা আছে, "আকাশে রথস্থ দেবীগণ কামপীড়ায় মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ে গেলেন, তাঁদের নীবিবন্ধন

খুলে পড়ল।" **হে বীর**—হে দুর্বার মদন-সংপ্রহারে বিজয়ি! আরও আমাদের সৌভাগ্যজনিত গর্ব তদুত্থ বাম্যলক্ষণ মানও তুমি সহ্য কর না, এই আশয়ে বলছেন—**নিজজনস্ময় ইতি**—তোমার মৃদুহাসিও নিজজনদের মাননাশক। কৃষ্ণ যেন বলছেন, এই নেও, শীঘ্র বর নেও, এরই উত্তরে—তোমার কিঙ্করী আমাদের **ভজ** – পরিচর্যা কর আগে। কৃষ্ণ যেন বললেন, যদি আমার কিঙ্করীই তোমরা, তবে কেন আমাকে নিজেদের পরিচর্যা করার জন্য আজ্ঞা করছ, এরই উত্তরে – **যোষিৎ**—আমাদিকে তোমার মনোহর মুখকমল দর্শন করাও, ইহাই আমাদিকে পরিচর্যা। বি° ৬॥

৭। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা ঃ** অথ দ্বিতীয়েন হৃদয়ান্তরঙ্গ-তদ্বিরহতাপ-শান্তয় প্রলেপৌষধমিব প্রথমং হৃদয়বহিরেব তদঙ্গসঙ্গং প্রার্থয়মানা দৈন্যেন তচ্চরণমাত্রস্যৈব সঙ্গং তদ্‌গুণানুবাদ-পূর্ব্বকং প্রার্থয়ন্তে—প্রণতেতি ; চরণপঙ্কজং তে তাবকমসাধারণং, কিংবা ত্বদীয়ানামস্মাকং কুচেষু কৃণু নিধেহি ; নন্থ নির্ভয়াঃ, পাপাদহং বিভেমি তত্রাহুঃ—প্রণতেতি। সকৃৎপ্রণামকারিণামপি যথাকথঞ্চিচ্ছরণাগতাত্তানাপি নলকূবর-কালিয়াদীনাং প্রাণিনাং পাপহন্তুঃ কুতস্তব পাপশঙ্কেতি, কিংবা মদাদিনা সাগঃসু যুষ্মাসু তদাচরণমযুক্তমিতি চেত্তত্রাহুঃ—প্রণতেতি। কালিয়াদিবৎ ত্বৎপ্রণতানামস্মাকমাগো নশ্যেদেব। নন্থ তথাপি পরমক্রূরেষু মৃদুলতরং তৎ কর্ত্তুং ন শক্যতে, তত্রাহুঃ—তৃণেতি। পশুসঙ্গত্যা বনে বনে ভ্রমণাদিকং নাধিকং দুঃখমিতি। যদ্বা, অনভিজ্ঞাভির্যুষ্মাভিঃ সঙ্গোঽনর্হ এব, তত্রাহ—তৃণেতি, তৃণাদ্যেব, নন্বগ্রতো ন্যস্তানি শর্করাদীনি অপি চরন্তীতি পরমাজ্ঞতা সূচিতা। পশব ইব বয়মনুকম্প্যা ইতি ভাবঃ। নন্থ সুশোভনেষু যুষ্মাকং স্তনেষু কথং পদার্পণং কর্ত্তুং যুজ্যতে ? ইত্যত আহুঃ— শ্রীতি ; সর্ব্বাতিশায়িশোভাস্পদত্বাদলঙ্করণবর্য্যমেব ভাবীত্যর্থঃ। নন্থ ভীরুস্বভাবত্বাৎ যুষ্মৎপতিভ্যো বিভেমি, তত্রাহুঃ—ফণীতি ! এতেন বিষাদ্যনর্থধ্বংসনত্বাৎ বিষোপমহৃচ্ছয়ধ্বংসনযোগ্যতাপ্যুক্তা। এবং চতুর্ভির্বিশেষণৈঃ পাপহন্তৃত্বাদিকমুক্তম্। নন্থ তত্তদর্থমেবেষ্যতে নেত্যাহুঃ—হৃচ্ছয়ং কুন্ধীতি। অস্মাকমেতদেব প্রয়োজনমিতি ভাবঃ। 'যত্তে সুজাত' (শ্রীভা ১০।৩১।১৯)—ইতি রীত্যা হৃচ্ছয়োঽপ্যয়ং স্নেহময়ত্বেনৈব স্থাপয়িষ্যতে। শিরসীতি—পূর্ব্বমেকবচনং দৈন্যেনৈকস্মিন্নপি করধারণাৎ সর্ব্বা এব বয়মঙ্গীকৃতাঃ স্যামেতি। অধুনা তু কুচেষ্বিতি বহুত্বং প্রত্যেকং লোভেন কিয়ৎ কিঞ্চিৎ-সম্বন্ধেন পর্য্যাপ্তত্বাদ্দৈন্যস্য তেনাপর্য্যাপ্তত্বাৎ প্রত্যেকং লোভস্যেতি। জী° ৭॥

৭। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদ ঃ** পরপর তিনটি শ্লোকে অভীষ্টবিশেষ প্রার্থনা—৬ সংখক শ্লোকে প্রথম প্রার্থনা বলা হয়েছে – অতঃপর এই দ্বিতীয় শ্লোকে হৃদয়ের ভিতরের তদ্বিরহ তাপ শান্ত করার জন্য হৃদয়ের বহির্দেশে প্রলেপ-ঔষধ সম কৃষ্ণাঙ্গ-সঙ্গ প্রার্থনা করতে গিয়ে গোপীগণ দৈন্যে কৃষ্ণচরণ মাত্রেরই সঙ্গ প্রার্থনা করছেন তাঁর গুণানুবাদ মুখে—প্রণতেতি। 'তে' তোমার পাদপদ্ম প্রণতজনের কলুষনাশন—ইহা এরূপই অসাধারণ—কিম্বা 'তে' তদীয়জন 'নঃ' আমাদের কুচে তোমার পাদপদ্ম **কৃণু**—ধারণ কর। কৃষ্ণ যেন বলছেন, ও হে নির্ভয় নারীগণ! আমিতো পাপের ভয় করি, এরই উত্তরে, **প্রণত ইতি**—একবার প্রণাম করলেও, যথাকথঞ্চিৎ শরণাগত হলেও নলকূবর-কালিয়াদি প্রাণীদের পাপহারী তুমি, তোমার আবার পাপের ভয় কোথায় ? কিম্বা যদি বলা হয়, মদ প্রভৃতি পানে কলুষিত তোমাদের সম্বন্ধে সেইরূপ আচরণ যুক্তিযুক্ত হয় না, এরই উত্তরে বললেন 'প্রণত ইতি' তোমাতে প্রণত আমাদের পাপ কালিয়াদিবৎ

নাশ হয়ে যাবে। কৃষ্ণ যেন বললেন, তথাপি পরমকঠিন তোমাদের কুচোপরি আমার অতি মৃদুল পদকমল ধারণ করতে পারব না, এরই উত্তরে, **তৃণচরানুগং**—অহো কি বলছ, পশুসঙ্গে বনে বনে ভ্রমণাদি কি এর থেকে অধিক দুঃখ নয়। বা কৃষ্ণ যেন বললেন, অনভিজ্ঞ তোমাদের সঙ্গ করা মোটেই যুক্তিযুক্ত নয়, এরই উত্তরে 'তৃণচরানুগং'—এমন যে অজ্ঞ পশু, যাদের সম্মুখে মিষ্ট জাতীয় দ্রব্য একরাশ ফেলে রাখলেও উহা ত্যাগ করে ঘাসের দিকে চলে যায়, সেই তাদেরও অনুগমন করে থাক তুমি, তবে কেন অজ্ঞতা দোষে আমরা বঞ্চিত হবো, ঐ পশুদের মতই আমরা তোমার অনুকম্পার যোগ্য কেন-না হব। অতঃপর কৃষ্ণ যেন বললেন, অহো অতি রমণীয় তোমাদের স্তনমণ্ডলে কি করে আমি পদার্পণ করবো? এরই উত্তরে, **শ্রীনিকেতনম্**—এ কি বলছ, তোমার পদকমল হল সর্বাতিশায়ি শোভাসম্পদের আশ্রয় স্থল, সুতরাং আমাদের স্তনে উহা সর্বশ্রেষ্ঠ অলঙ্কার রূপেই শোভা পাবে। আবার যেন কৃষ্ণ প্রশ্ন উঠালেন—ওহে দেখ, আমি বড় ভীরু স্বভাবের লোক, তোমাদের পতিদের ভয় করছি, এরই উত্তরে **ফণিফণার্পিতং**—কালিয়ের মস্তকে অর্পিত তোমার পদকমল, তোমার ভয় কি? —এর দ্বারা বিষাদি অনর্থ ধ্বংসন-গুণ প্রকাশিত হল, আর বিষোপম কামধ্বংসন যোগ্যতাও উক্ত হল। এইরূপে চারটি বিশেষণে পদকমলের পাপহারিতা প্রভৃতি গুণ উক্ত হল। জী° ৭॥

৭। **শ্রীবিশ্ব টীকা** ঃ অপরা আহুঃ,—কুচেষু পদাম্বুজং কুরু অর্পয়, কিমর্থং? হৃচ্ছয়ং কামং কৃন্ধি ছিন্ধি। অত্রাভিঃ সমর্থরতিমত্ত্বেন মহাপ্রেমবতীভিঃ স্বীয়দুঃখাপায়সুখপ্রাপ্তিজ্ঞানরহিতাভিঃ শ্রীকৃষ্ণসুখৈকপ্রয়োজনক-কায়িক-বাচিক মানস-ব্যাপারাভিস্তস্যৈব সৌরতসুখোদ্দীপনার্থমেব স্বীয়রূপযৌবনকামপীড়াং বিবৃন্বতীভিঃ পরমবিশ্বাভিঃ প্রায়ঃ প্রেম্নো বাঙ্নিষ্ঠতালাঘবং ন ক্রিয়তে, কিন্তু কামস্যৈব যথা ভোজনলম্পটং কঞ্চিৎ স্বমিত্রং বুভুক্ষুমভিলক্ষ্য স্নেহেন তং ভোজয়িতুকামঃ চতুর্ব্বিধমিষ্টান্নসাধনে প্রবৃতমানো জনস্তেন, পৃষ্টোঽপি স্বার্থমেবাহং প্রযাস্যামি ন ত্বদর্থমিতি ব্রূতে, তদৈব প্রেম্না গুরুর্ভবতিযদিত্বেতাবান্ মমায়াসস্ত্বৎসুখার্থমেব মমতু স্বার্থং নিষ্কামত্বাদিতি ব্রূতে তদা প্রেমলঘু ভবতি। যদুক্তং প্রেমসম্পুটে,—"প্রেমা দ্বয়োরসিকয়োরপি দীপ এব হৃদ্দেশ্ম ভাসয়তি নিশ্চলমেব ভাতি। দ্বারাদয়ং বদনতস্তু বহিষ্কৃতশ্চেন্নির্ব্বাতি শীঘ্রমথ বা লঘুতামুপৈতি" ইতি। তত্রাসাং স্বসুখতাৎপর্য্যাভাবো "ন পারয়েঽহ"মিতি ভগবদ্বাক্যাদেব স্ববশীকার ব্যঞ্জকাদবসীয়তে। তস্য প্রেমৈকবশ্যত্বমেব সর্ব্বশাস্ত্রদৃষ্টং নতু কামবশ্যত্বমিতি জ্ঞেয়ম্। নন্থ, পাপাদ্বিভেমি তত্রাহুঃ,—প্রণতানাং দেহিনাং পাপনাশকং তব কুতঃ পাপশঙ্কেতি ভাবঃ। নন্থ চ কঠোরেষু সুকুমারং মৎপদাম্বুজং ব্যথিষ্যতে তত্রাহুঃ,—তৃণচরানুগং তৃণচরা গাবস্তাসামপ্যনুগচ্ছতি গাবো হি কঠোরস্থলেঽপি ঘাসং চরন্তি। যদি তত্রাপি ত্বচ্চরণস্য সহিষ্ণুতা তর্হি কিমুতাস্মৎ কুচেষু কুচকাঠিন্যং প্রত্যুত তস্য সুখদমিতি ভাবঃ। নন্থ, নানারত্নালঙ্কারমণ্ডিতানাং যুষ্মৎকুচানামুপরি পাদার্পণমনুচিতং তত্রাহুঃ,—শ্রিয়ঃ শোভায়া নিকেতনমিতি কুচানামলঙ্কারবর্য্যমেবৈ তদ্ভবিষ্যতীতি ভাবঃ। নন্থ, যুষ্মৎপতিভ্যো বিভেমি তত্রাহুঃ—ফণিনঃ ফণেষু অর্পিতং ত্বং কালিয়নাগাদপি ন বিভেষি কিমুত তেভ্য ইতি ভাবঃ বি° ৭॥

৮। মধুরয়া গিরা বল্গুবাক্যয়া
বুধমনোজ্ঞয়া পুষ্করেক্ষণ।
বিধিকরীরিমা বীর মুহ্যতী-
রধরসীধুনাপ্যায়য়স্ব নঃ ॥

৮। **অন্বয়** ঃ পুষ্করেক্ষণ (হে কমল নয়ন) বীর (হে নিজজনার্তিহরণসমর্থ!) মধুরয়া বল্গুবাক্যয়া (মনোহরপদলালিত্যাদি সমন্বিতয়া) বুধমনোজ্ঞয়া গিরা (তব বাণ্যা) মুহ্যতীঃ ইমাঃ বিধিকরীঃ (কিঙ্করীঃ) নঃ (অস্মান্) অধরসীধুনা আপ্যায়য়স্ব (সংজীবয়)।

৮। **মূলানুবাদ ঃ** (শুধু প্রলেপে কাজ হবে না আশঙ্কা করে পেয় ঔষধ অধরামৃত প্রার্থনা করছেন) হে কমলনয়ন! পণ্ডিতদের আনন্দপ্রদ তোমার সুন্দর কথায় আমরা মোহ প্রাপ্ত হয়েছি, অতএব এই দাসী আমাদিকে তুমি অধরামৃত দানে আপ্যায়িত কর।

৭। **শ্রীবিশ্ব টীকানুবাদ ঃ** অপর গোপীগণ বললেন—আমাদের কুচের উপর তোমার পদাম্বুজ **কৃণু**—স্থাপন কর। কিসের জন্য? **হৃচ্ছয়ং**—কামপীড়া **কৃন্ধি**—প্রশমিত কর। সমর্থারতিমতী বলে মহাপ্রেমবতী, স্বীয়দুঃখ নাশের ও সুখপ্রাপ্তির জ্ঞান রহিত, একমাত্র কৃষ্ণের সুখের প্রয়োজনেই কায়িক-বাচিক-মানসিক চেষ্টাশালিনী, কৃষ্ণেরই সৌরতসুখ উদ্দীপনের জন্যই স্বীয় রূপ-যৌবন-কামপীড়া বিস্তারকারিণী পরমবিদগ্ধা ব্রজরমণীগণ বাক্‌চাতুর্যে প্রেমের লাঘব করেন না, কিন্তু কামেরই লাঘব করেন। কোনও ব্যক্তি তার ভোজনলম্পট নিজ বন্ধুকে ভোজনেচ্ছু দেখে তাকে স্নেহে ভোজন করাতে ইচ্ছুক হয়ে চতুর্বিধ মিষ্টান্ন জোগারে তৎপর হলে, সেই বন্ধু যদি জিজ্ঞাসাও করে কোথায় যাচ্ছ হে, তা হলে যেমন বলে, 'আমার নিজের জন্যই যাচ্ছি, তোমার জন্য নয়।' —এরূপ বাক্‌চাতুর্যে বন্ধুর প্রতি যে প্রেম, তা উৎকর্ষতাই লাভ করে—কিন্তু যদি বলে, আমার এই পরিশ্রম তোমার সুখের জন্যই, আমার কোনও স্বার্থ নেই কারণ আমি নিষ্কাম, তাতে প্রেমের ঘাট্‌তি হয়। প্রেমসম্পুটে উক্ত আছে—"প্রেমদীপ যে পর্যন্ত মুখ দিয়ে বেরিয়ে না আসে, সেই পর্যন্তই রসিক-দ্বয়ের হৃদয়গুহাকে নিশ্চলভাবে আলোকিত করে রাখে, কিন্তু বের হলেই সত্বর নিভে যায় কিম্বা ছোট হয়ে আসে।"

ব্রজগোপীদের স্বসুখতাৎপর্য শূন্যতা নিশ্চিত হয়েছে শ্রীভগবানেরই স্ববশীকার ব্যঞ্জক এই কথায়, যথা 'নপারয়েঽহং' অর্থাৎ আমি তোমাদের ঋণ শোধ করতে পারছি না। কৃষ্ণের প্রেমৈক-বশ্যতাই সর্বশাস্ত্রে দৃষ্ট হয়, কামবশ্যতা নয়, এরূপ বুঝতে হবে। পূর্বপক্ষ, কুচে পা দিতে আমি পাপের ভয় করছি, কৃষ্ণের এরূপ কথার আশঙ্কায় বলছেন **প্রণতদেহিনাং পাপকর্ষনং**—তুমিই হলে প্রণতজনের পাপনাশক, তোমার আবার পাপের ভয় কি, এরূপ ভাব। কৃষ্ণ যেন আরও প্রশ্ন উঠাচ্ছেন, তোমাদের কঠোর কুচে আমার সুকুমার পদকমল ধারণ করলে, ব্যথা করবে যে, এরই

উত্তরে, **তৃণচরানুগং**—গোগণের পিছু পিছু চলে বেড়ায় তোমার চরণ, গোগণ তো কঠোর স্থলেও ঘাস খেয়ে বেড়ায়—যদি সেস্থানেও তোমার চরণের সহিষ্ণুতা, তা হলে আমাদের কুচদেশ সম্বন্ধে কাঠিন্যের কথা উঠতেই পারে না। কৃষ্ণ যেন বললেন, ওহে নানা অলঙ্কার মণ্ডিত তোমাদের কুচদেশোপরি পদার্পণ অনুচিত, এরই উত্তরে **শ্রীনিকেতনম্**,—শোভার নিকেতন তোমার পাদপদ্ম কুচের অলঙ্কারশ্রেষ্ঠই হবে, এরূপ ভাব। তোমাদের পতি থেকে ভীত হচ্ছি—এরূপ কৃষ্ণর কথার আশঙ্কায় বলছেন—**ক্ষণিক্ষণার্পিতম্**,—কালিয় নাগের ফণার উপর যখন পদকমল ধারণ করেছিলে তখনই ভীত হও নি, আমাদের তুচ্ছ পতির কথা আর বলবার কি আছে? বি০ ৭॥

৮। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকা**ঃ অথ তন্মুখসৌরভনিভ-তদ্ভাষিতবিশেষজনিততৎপানেচ্ছাত্মকস্য মোহপর্য্যন্তদশাগামিনস্তাপস্য পুনরন্যদদুশ্চিকিৎস্যতামাশঙ্কমানাস্তস্মিন্নেবাঙ্গসঙ্গে পেয়ৌষধমিবান্তরঞ্চ সঙ্গমনীয়ং, তন্মুখসুধাকর-সুধারসমপি প্রার্থয়ন্তে—মধুরয়েতি। অধরসীধুনাস্মানাপ্যায়স্ব, অন্যথা সদ্য এব ম্রিয়মহীতি ভাবঃ। কুতঃ? তব গিরা স্মর্য্যমাণয়া, 'স্বাগতং বো মহাভাগা' (শ্রীভা ১০।২৩।২৫) ইত্যাদিলক্ষণয়া। 'কঠোরা ভব মৃদ্বী বা প্রাণাস্ত্বমসি রাধিকে। অস্তি নান্যা চকোরস্য চন্দ্রলেখাং বিনা গতিঃ॥" ইত্যাদি লক্ষণয়া বা, যয়া কয়াচিদ্বা মুহ্যতীঃ অন্য-দদানুগং মোহং প্রাপ্তবতীঃ। কীদৃশ্যা গিরা? মধুরয়া স্বরবিশেষেণ বর্ণবিন্যাসবিশেষেণ প্রেমমৃদুতয়া চ প্রাণিমাত্রাণাং রুচিরতয়া। তথা বল্গূনি আকাঙ্ক্ষাযোগ্যতাসত্তিসৌষ্ঠববন্তি বাক্যানি সুপ্তিঙন্তবর্গা যত্র তাদৃশ্যা; তথা বুধানামথ জ্ঞানাং মনোজ্ঞয়াঽভিধালক্ষণাব্যঞ্জনাদিবৃত্তিপ্রতিপাদিতবস্তুরসভাবালঙ্কারার্থগাম্ভীর্য্যেণানন্দপ্রদয়া। ইমা ইতি প্রত্যক্ষত্বাদিনা অসন্দিগ্ধত্বং তৎকালীনত্বং চ মোহস্যোক্তং, কথমদেয়ং দাতব্যম্? ইত্যত আহুঃ—হে বীর, দয়াবীর, দানবীরেতি বা। পুষ্করেক্ষণেতি উক্ত্যবসরে সস্মিতবিলাস-সুন্দরদৃষ্ট্যাদিনা গির এব বিমোহনত্বমধিকমভিপ্রেতম্। তথা চ কর্ণামৃতে—'পর্য্যাচিতামৃতরসানি পদার্থ-ভঙ্গী,-বল্গূনি বল্গিতবিশালবিলোচনানি' ইতি। অন্যত্তৈঃ। যদ্বা, গিরা মুহ্যতীঃ, অতএব বিধিকরীঃ দাসীত্বং গতাঃ, মোহেন বিবেকাপগমাৎ। যদ্বা, গিরৈব বিধিকরীঃ অধুনা বিরহার্ত্ত্যা ইমা মুহ্যতীরিতি। জী' ৮॥

৮। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকানুবাদ**ঃ অনন্তর কৃষ্ণের মুখসৌরভসদৃশ তদীয় মধুর বাক্যে চিত্ত এই সুধা পানেচ্ছারূপ মোহ পর্যন্ত দশাগামী তাপে জ্বলছে, পুনরায় ইহা অন্য কিছুতে দুশ্চিকিৎস, এরূপ আশঙ্কান্বিত হয়ে গোপীগণ অঙ্গসঙ্গরূপ প্রলেপ ঔষধের সহিত পেয় ঔষধও সেবন প্রয়োজন বোধে কৃষ্ণমুখ-সুধাকরের সুধারসও প্রার্থনা করছেন—মধুরয়া ইতি—তোমার মধুর বাক্য শুনে আমরা মোহিত হয়েছি, তোমার অধরামৃত পান করিয়ে আমাদের আপ্যায়িত কর, অন্যথা এই এখনই মরে যাব, এরূপ ভাব। মোহিত হলে কেন? এরই উত্তরেও পূর্বে তুমি যে বললে "স্বাগতং বো মহাভাগা" অর্থাৎ 'তোমাদের সুখে আগমন হয়েছে তো' ইত্যাদি প্রকার মধুর কথা, বা "হে রাধে! তুমি কঠোরই হও, আর কোমলই হও তুমিই আমার প্রাণ। চকোরের চন্দ্রকিরণ ভিন্ন বাঁচবার উপায় নেই" ইত্যাদি প্রকার কথা, বা অন্য যা কিছু কথা, তা স্মরণে **মুহ্যতীঃ**—মোহপ্রাপ্ত হয়েছি অর্থাৎ চরমদশার অনুবর্তী

৯। তব কথামৃতং তপ্তজীবনং
কবিভিরীড়িতং কল্মষাপহম্ ।
শ্রবণমঙ্গলং শ্রীমদাততং
ভুবি গৃণন্তি তে ভূরিদা জনাঃ ॥

৯। **অন্বয়** ঃ [যে] জনাঃ তপ্তজীবনং (ত্বদ্বিরহতপ্তান্ জীবয়তি তৎ) কবিভিঃ (ধ্রুবপ্রহ্লাদাদিভিঃ) ঈড়িতং (স্তুতং) কল্মষাপহম্ (সর্বদুঃখ নিবারকং) শ্রবণমঙ্গলং (শ্রবণমাত্রেণৈব মঙ্গলকরং) শ্রীমৎ (প্রেমপর্যন্ত সম্পত্তিপ্রদং) আততং (বক্তৃভিঃ বিস্তৃতং) তব কথামৃতং ভুবি গৃণন্তি (কীর্তয়ন্তি) তে ভূরিদাঃ (সর্বতএব শ্রেষ্ঠদাতারো ভবন্তি ।

৯। **মূলানুবাদ** ঃ অতঃপর তা হলে বেঁচে আছ কি করে, এরূপ প্রশ্নের আশঙ্কায় কথামৃতকে কারণরূপে দেখাচ্ছেন—)

তোমার কথামৃত তপ্তজনের জীবন, প্রহ্লাদাদির কীর্তিত, নিখিল পাপনাশক, শ্রবণমাত্রেই মঙ্গলপ্রদ, প্রেমপর্যন্ত সম্পত্তিপ্রদ ও বক্তামুখে প্রচারিত—এই কথামৃত যাঁরা কীর্তন করেন ও প্রচার করেন তাঁরাই সর্বশ্রেষ্ঠ দাতা।

মোহ প্রাপ্ত হয়েছি। কিরূপ বাক্যে ? **মধুরয়া গিরা**—স্বরবিশেষে, বর্ণবিন্যাসবিশেষে, প্রেম-আর্দ্রতায় প্রাণীমাত্রেরই রুচিকর বাক্যে। তথা **বল্গুনি**—সুন্দর, আকাঙ্ক্ষা, যোগ্যতা এবং আসত্তি-যুক্ত হওয়ায় বিশেষ সৌষ্টব সমন্বিত। তথা **বুধমনোজ্ঞয়া**—অর্থজ্ঞ ব্যক্তিদের মনোজ্ঞ অর্থাৎ অভিধা-লক্ষণা-ব্যঞ্জনা বৃত্তি দ্বারা প্রতিপাদিত সার, রস, ভাব, অলঙ্কার অর্থগাম্ভীর্য প্রভৃতি দ্বারা আনন্দপ্রদ। **ইমাঃ**—এই (আমরা), এইরূপ অঙ্গুলি-নির্দেশে বলাতে প্রত্যক্ষতাদি দ্বারা মোহের তৎকালীনত্ব ও অসন্দিগ্ধত্ব প্রতিপাদিত হল। অদেয় দ্রব্য কি করে দেওয়া যেতে পারে ? এরই উত্তরে, **হে বীর**—তুমি হলে দয়াবীর বা দানবীর সুতরাং তোমার অদেয় কি থাকতে পারে ? **পুষ্করেক্ষণ**—হে কমলনয়ন ! কথা বলতে বলতে মধুর হাসিবিলসিত সুন্দর দৃষ্টি প্রভৃতি দ্বারা কথারই অধিক মোহনতা বলা এই পদের উদ্দেশ্য কর্ণামৃতেও এরূপ দেখা যায়, গোপাঙ্গনাগণের কথোপকথন অমৃতরসে পরিপূর্ণ, পদভঙ্গী ও অর্থভঙ্গীতে অতিশয় মনোরম এবং সুন্দর বিশাল লোচনযুগলের চঞ্চলতায় মনোহর।" অথবা কথার মাধুর্যে মোহিত হয়েছি, তাই-না দাসী হয়েছি, মোহের দ্বারা আমাদের বিবেক শক্তি বিনষ্ট হওয়া হেতু। অথবা বাক্যের মাধুর্যেই আকৃষ্ট হয়ে দাসী হলাম, অধুনা বিরহার্তা এই আমরা মোহ প্রাপ্ত হয়েছি। জী০ ৮ ॥

৮। **শ্রীবিশ্ব টীকা** ঃ ভো ভো মৎপ্রাণৈকবল্লভা, রত্নবল্লভাঃ জীবাতুভূতাসু ভবতীষু নাহমুদাসে দাসে ময়ি সন্ততহেমপ্রেমহেমশৃঙ্খলানিবদ্ধে কথমবিশ্বস্তা বিশ্বস্তা ভবত ভাবৎকং কঙ্কণমিব শস্তাং হস্তাঙ্কগতমেব মাং জানীতেতি স্ফূর্তিপ্রাপ্তং তদ্বাক্যমাকর্ণ্যাপরা আহুঃ,—মধুরয়া মাধুর্য্যব্যঞ্জকবর্ণঘটিতত্বাৎ সুশ্রবয়া বল্গুনি মঞ্জুলপদার্থবৈচিত্রীকাণি বাক্যানি যস্যাং তয়া বুধানাং বিদগ্ধানাং মনোজ্ঞয়া মনো জানত্যা গিরা বিধিকরীঃ কিঙ্করী র্ন ইমা মুহ্যতীস্তন্মাধুর্য্যা-

স্বাদভরাদানন্দমোহং প্রাপ্নুবতীং পুনরধরসীধুনা আপ্যায়য়স্ব। যদ্বা, মোহং প্রাপ্নুবতীর্নঃ অধর সীধুনাপি পায়য়স্ব পুনর্মোহং প্রাপয়স্বেত্যর্থঃ। বি° ৮॥

৮। **শ্রীবিশ্ব টীকানুবাদ ঃ** ওহে ওহে আমার প্রাণবল্লভা রত্নবল্লভাগণ! তোমরা আমার জীবনস্বরূপ, তোমাদের প্রতি আমি উদাসীন নই, সতত হেমপ্রেম-হেমশৃঙ্খলে নিবদ্ধ এই দাসকে কেনই বা অবিশ্বাস করছ, বিশ্বাস কর, আমাকে তোমাদের কল্যাণময় হাতের কঙ্কণের মতোই জানো—স্ফূর্তিতে কৃষ্ণের এইরূপ বাক্য শুনে অপর গোপীগণ বললেন—**মধুরয়া**—মাধুর্যব্যঞ্জক বর্ণঘটিত হওয়া হেতু সুশ্রাব্য, **বল্গু**—অতি সুন্দর প্রতিপদে বৈচিত্রীময় অর্থপ্রকাশক বাক্‌বিলাসে ললিত **বুধমনোজ্ঞয়া**—বিদগ্ধগণের মনোভাব প্রকাশক তোমার কথায় কিঙ্করী এই আমরা **মুহ্যতি**—একথার মাধুর্য আস্বাদন ভরে আনন্দ-মোহ প্রাপ্ত হলাম। **অধরসীধুনা ইতি**—এই মোহপ্রাপ্ত জনদের পুনরায় অধরমধু দানে আপ্যায়িত কর। অথবা মোহপ্রাপ্ত আমাদের অধরমধুও পান করাও, পুনরায় মুহ্যমান কর। বি° ৮॥

৯। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা ঃ** অথ কথং তর্হি জীবথেত্যাশঙ্ক্য প্রেমময় স্বানুভবপ্রমাণনির্ণীততৎকথা-মহিমবর্ণনেন তত্র কারণমাহুঃ—তবেতি। কথৈবামৃতং অমৃতবৎ স্বতঃফলং, ফলান্তরসাধনঞ্চ। তত্র দ্রূপত্বং দর্শয়ন্তি—তপ্তান্ ত্বদ্বিরহতাপখিন্নান্, কিমুত সংসারতাপখিন্নান্ জীবয়তি, মৃত্যুপর্য্যন্তদুর্দ্দশাতো রক্ষতীতি তৎ। পূর্ব্বেষাং জীবনরূপঞ্চেতি তথা 'বন্দ্যমানচরণঃ পথি বৃদ্ধৈঃ' (শ্রীভা ১০।৩৫।২২) ইত্যাদেঃ; 'শক্রশর্ব্বপরমেষ্ঠিপুরোগাঃ, কশ্মলং যযুঃ' (শ্রীভা ১০।৩৫।১৫) ইত্যাদেশ্চ দর্শনাৎ। কবিভির্ব্রহ্মশি-চতুঃসনাদিভিরাত্মারামৈঃ, কিমুতান্যৈরীড়িতম্। বর্ত্তমানে ক্তঃ। অস্মদ্ব্রজবাসিভির্দ্বর্ণ্যতে, তদেবানূদ্য শ্লাঘ্যতে, ন তু স্বয়ং বর্ণয়িতুং শক্যত ইত্যর্থঃ, রহস্যাজ্ঞানাৎ। তথা কল্মষং সর্ব্বরোচকত্বাদি-প্রভাবময়ত্বাৎ স্বান্তরায়মপি, কিমুত সংসারহেতুপুণ্যপাপরূপং হন্তীতি তৎ। এবমেবম্ভূতমপি শ্রবণমাত্রেণৈব মঙ্গলং তত্তৎসর্ব্বার্থসাধকং, কিমুতার্থবিচারেণ। অতত্রব শ্রীমৎ সর্ব্বত উৎকর্ষযুক্তম্। আততং সর্ব্বব্যাপকঞ্চেতি প্রসিদ্ধামৃতাদ্বৈলক্ষণ্যমপ্যুক্তম্। তদীদৃশং কথামৃতং ভুবি যত্র কুত্রাপি যে গৃণন্তি, কথনরূপেণ দদতি তে ভূরিদাঃ, সর্ব্বেভ্যোঽপি সর্ব্বার্থপ্রদাতারঃ। কিমুত গোকুলে তত্রাপ্যস্মাসু তু ত্বদ্বিরহতপ্তাসু জীবনমেব দদতীতি ভাবঃ। তে চান্যত্র পূর্ব্বোক্তা ব্রহ্মাদয়ো ব্রজে সর্ব্ব এবাস্মাসু তু বিশেষতঃ সখ্য ইতি জ্ঞেয়ম্। যদ্বা, অহো পরমব্যগ্রা যাবদাপ্যায়য়েয়ং, তাবৎ ক্ষণং মিথো মদ্বার্ত্তয়া কালো নীয়তামিতি চেত্তত্র সত্রাসমাহুঃ—কথৈব মৃতং মৃতিঃ, কথৈব মারয়তীত্যর্থঃ। কুতঃ? তপ্তং জীবনং যস্মাৎ। তপ্তে তৈলাদৌ জলমিবেতি শ্লেষঃ। কবিভিস্তাবকৈরেব কল্মষাপহং যথা স্যাত্তথেড়িতং, তন্নাশকতয়া শ্লাঘিতমিত্যর্থঃ। কিঞ্চ, শ্রবণেনৈব মঙ্গলং মঙ্গলমিতি শ্রূয়তে, ন ত্বনুভূয়ত ইত্যর্থঃ। শ্রীমদাততং শ্রিয়া সৌন্দর্য্যাদিনা তৎকৃতেন মদেন নিজজনানাদরাদি-লক্ষণেন চাততং সর্ব্বতঃ প্রস্থতম্। অতো যে তদ্গৃণন্তি, তে ভূরিদা মহাপ্রাণঘাতকা ইত্যর্থঃ। এষা পরামার্ত্ত্যুক্তিরেব। দো অবখণ্ডনে; অতোঽধুনা ত্বদাশয়া ক্ষণং জিজীবিষুণাং তেনালমিতি ভাবঃ। জী° ৯॥

৯। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদ ঃ** অতঃপর তা হলে বেঁচে আছ কি করে, এরূপ প্রশ্নের আশঙ্কায় নিজ অনুভব-প্রমাণের দ্বারা নির্ণীত কৃষ্ণকথার মহিমা বর্ণনের দ্বারা এ সম্বন্ধে কারণ বলছেন, **তব কথামৃতম্**—তোমার কথাই অর্থাৎ নামরূপগুণলীলাই অমৃত—অমৃতবৎ স্বতঃ ফলস্বরূপ এবং

অন্যফলের সাধক। স্বতঃফল ও ফলান্তর সাধন যে কি, তাই বলা হচ্ছে **তপ্ত জীবনম্**—কৃষ্ণবিরহ-তাপক্লিষ্ট জনের জীবনস্বরূপ, সংসারতাপক্লিষ্ট জনের কথা আর বলবার কি আছে। এদের মৃত্যু পর্যন্ত দুর্দশা থেকে রক্ষা করে এই কথামৃত। ইহা ব্রহ্মাদি প্রাচীন জনদেরও জীবনস্বরূপ। **কবিভি-রীড়িতং**—কৃষ্ণের নামরূপগুণলীলাদি কথা ব্রহ্মাশিবচতুঃসনাদি আত্মারামগণের দ্বারা নিত্যকাল কীর্তিত। অন্যের কথা আর বলবার কি আছে? এখানে 'কবি' বলতে ব্রহ্মাশিবাদিকে ধরবার কারণ দৃষ্টান্তের দ্বারা দেখান হচ্ছে, যথা—"ব্রহ্মাদি বৃদ্ধগণ কৃষ্ণের ব্রজে ফেরার পথে বন্দনা করেন।" —(শ্রীভা° ১০।৩৫।২২)। আরও "কৃষ্ণের বেণুগান শ্রবণে ইন্দ্রশিবব্রহ্মাদি দেবতাগণ আনন্দমূর্চ্ছা প্রাপ্ত হন।" —(শ্রীভা° ১০।৩৫।১৫)। ব্রজবাসী আমরা যা কিছু বর্ণনা করি, ব্রহ্মা-শিবাদি সেই কথারই অনুবাদমাত্র করে নিয়েই বন্দনা করে থাকে। নিজেরা কিন্তু বর্ণন করতে পারে না, রহস্য-জ্ঞান না থাকায়। **কল্মষাপহম্**—পাপ অপরাধ নাশক। সর্বজনরোচকতাদি প্রভাবময় হওয়া হেতু অমৃতস্বরূপ নামাদি কীর্ত্তনে যে অন্তরায়, তাও এই নামাদিই যে নাশ করে থাকে, তাতে আর বলবার কি আছে? **শ্রবণমঙ্গলম্**—শ্রবণমাত্রেই মঙ্গল, সেই সেই সর্বপ্রয়োজন সাধক। অর্থ বিচার করলে যে মঙ্গল দান করবে, তাতে আর বলবার কি আছে? অতএব **শ্রীমদাততং**—'শ্রীমৎ' সর্বতোভাবে উৎকর্ষযুক্ত; 'আততং' সর্বব্যাপক। কৃষ্ণকথা প্রসিদ্ধ অমৃত বলে নানা বিশেষণে তাঁর বৈলক্ষণ্য উক্ত হল। ঈদৃশ নামরূপলীলাদি কথামৃত 'ভুবি' পৃথিবীতে যে কোনও স্থানে যাঁরা 'গৃণন্তি' ভাষণরূপে দান করেন, তাঁরা **ভূরিদা**—নিখিলদাতার থেকেও উত্তম সর্বার্থদাতা—গোকুলে, তার মধ্যেও আবার কৃষ্ণবিরহতপ্ত আমাদের নিকট যাঁরা কীর্ত্তন করেন, তাঁরা যে জীবন দান করেন, তাতে আর বলবার কি আছে? এরূপভাব। এই ভূরিদা জন কারা? ব্রজের বাইরে অন্যত্র ব্রহ্মাদি সকলে, আর ব্রজে ব্রজবাসী সকলেই, বিশেষতঃ সখীগণ ভূরিদা।

অথবা, কৃষ্ণ যেন বললেন, অহো পরমব্যগ্র রমণীগণ যতক্ষণ-না তোমাদের সঙ্গদানে আপ্যা-য়িত করি ততক্ষণ পরস্পর আমার কথায় সময় কাটাও, এ কথায় তারা ত্রাসের সহিত বলছেন --**তব কথামৃতং**—তোমার কথাই নামাদিই 'মৃতং' আমাদিকে মেরে ফেলে। কি করে? **তপ্ত-জীবনং**—এই নামাদি শ্রবণে আমাদের জীবন বিরহতাপে উত্তপ্ত হয়ে উঠে। অর্থান্তরে তপ্ত তৈলাদিতে জলের ছিটা দিলে তা যেমন আরও উগ্র হয়ে উঠে সেইরূপ আমাদের বিরহতাপ আরও উগ্র হয়ে উঠে তোমার নামাদি অমৃত শ্রবণে। **কবিভিরীড়িতং কল্মষাপহম্**—তোমার স্তাবকরাই এই নামাদি অমৃতকে পাপাদি নাশক বলে প্রশংসা করে থাকে, অন্যে করে না। আরও **শ্রবণমঙ্গলম্**—মঙ্গল যে তা শোনাই যায়, অনুভূত হয় না। **শ্রীমদাততং**—এই নামাদি অমৃত নিজ সৌন্দর্যজনিত নিজজন-অনাদরাদিরূপ গর্বে ফেটে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ছে। সুতরাং যাঁরা এই ছড়িয়ে যাওয়া অমৃত তুলে নিয়ে দান করে তে **ভুরিদা**—তারা মহাপ্রাণঘাতক [দো = অবখণ্ডনে]।—এইসব গোপীগণের পরম আর্তি-

জনিত উক্তি। সুতরাং তোমার আশায় ক্ষণকাল বেঁচে থাকার জন্য ইচ্ছুক আমাদের কি প্রয়োজন তোমার এই মারক কথামৃতের, এরূপ ভাব। জী০৯॥

৯। **শ্রীবিশ্ব টীকা ঃ** তৎকর্তৃককথায়াঃ মাধুর্যমহিমা কৈর্বাচ্যঃ। ত্বৎসম্বন্ধিকথা অন্যবক্তৃকাপ্যমৃতদ্বয়াৎ স্বাদ্বী শ্রেষ্ঠা চেত্যাহুঃ—তব কথৈব অমৃতং,—কেন সাধর্ম্মেণ ? তপ্তান্ মহারোগাদিসন্তপ্তান্ সংসারতপ্তাংশ্চ জীবয়তীতি তত্তদ্বিরহতপ্তাংশ্চ জীবয়তীতি স্বর্গীয়ান্মোক্ষরূপাচ্চামৃতাদাধিক্যঞ্চ কবিভির্ধ্রুবপ্রহ্লাদাদিভিঃ যা নির্বৃতিশ্চনুভূতামিত্যাদি-পদ্যৈরীড়িতম্॥ অন্যদমৃতদ্বয়ং,—"সা ব্রহ্মণি স্বমহিমন্যপি নাথ! মাভূৎ। কিন্ত্বন্তকাসি-লুলিতাৎ পততাং বিমানাৎ" ইত্যাদ্যুক্তিভির্ন রোচিতম্। কল্মষাণি প্রারব্ধপর্য্যন্তানি পাপানি অপহন্তি, স্বর্গীয়ামৃতন্তু তানি ন হন্তি কামাদিবর্দ্ধকত্বাৎ, প্রত্যুত তান্যুৎপাদয়ত্যেব। মোক্ষামৃতমপি প্রারব্ধপাপং ন হন্তি শ্রবণেনৈব স্বাদ্যমানত্বাদভীষ্টসাধকত্বাচ্চ মঙ্গলং তদ্দ্বয়ন্তু নৈবম্ভূতম্। শ্রীমৎপ্রেমপর্য্যন্তসম্পত্তিপ্রদং আততং প্রতিক্ষণমেব বক্তৃভির্বিস্তৃতং তদুভয়ন্তু ন তথা, যে গৃণন্তি কীর্ত্তয়ন্তি তে এব ভূরি বহুতরং দদতি তেভ্যঃ সর্ব্বস্বং দদানা অপি তৎ পরিশোধয়িতুং ন ক্ষমন্ত ইতি ভাবঃ। যদ্বা, তব গীস্তদৈব মধুরা যদি ত্বদ্দর্শনসহিতা স্যাৎ অন্যথা তু মহানর্থকরীত্যাহুঃ,—তব কথৈবমৃতং মরণকারণমিত্যর্থঃ। কুতঃ তপ্তং জীবনং যতঃ। তপ্ততৈলাদৌ জলমিবেতি শ্লেষঃ। ননু তর্হি কথং পুরাণাদিষু শ্লাঘ্যতে তত্রাহুঃ,—কবিভির্ব্যাসাদিভিরীড়িতং কবীনাং বর্ণনমাত্রস্বভাবেন তস্যাপি বর্ণনাদিতি ভাবঃ। কল্মষাপহমিতি দুঃখভোগেন প্রাচীনং কল্মষং নশ্যত্যেবেতি ভাবঃ। লোককর্তৃকশ্রবণেনৈব মঙ্গলং স্বস্ত্যয়নমবিনাশো যস্য তৎ যদি জনাঃ সুধিয়স্তৎশ্রবণ-পরিণামং দুঃখং বিচার্য্য ন তৎ শ্রোষ্যন্তি তদা তদপি নক্ষ্যত্যেবেতি ভাবঃ। শ্রীমদৈর্ধনমদান্ধৈর্দুর্জ্জনৈরেব লোকা ম্রিয়ন্তামিত্যভিলষ্য ধনব্যয়েনাপি আততং দেশে দেশে গ্রামে গ্রামে পুরাণবাচকান্ সংস্থাপ্য বিস্তারিতং, অতএব ভুবি যে গৃণন্তি তে ভূরিদাঃ ভূরীন্ শ্রোতৃলোকান্ ত্বন্তি খণ্ডয়ন্তি মারয়ন্তি তস্মাত্তে কথাজালং বিতত্য সৌম্যা ইবোপবিষ্টা মনুষ্য মারকাং ব্যাধাদপ্যধিকা দূরত এব সুধীভিরুপেক্ষ্যা এবেতি ভাবঃ। যদ্বক্ষ্যতে যদনুচরিতলীলেত্যাদি। বস্তুতঃ কথায়াঃ কথকস্য চ সর্ব্বোৎকর্ষব্যঞ্জিকেয়ং ব্যাজস্তুতিঃ। বি০ ৯॥

৯। **শ্রীবিশ্ব টীকানুবাদ ঃ** তোমার মুখের কথার মাধুর্য-মহিমা কে বলতে পারে? ইহা অনির্বাচ্য। অন্যবক্তার মুখনিঃসৃত তোমার যে কথা অর্থাৎ নামরূপাদি, তাও স্বর্গীয় অমৃত ও মোক্ষামৃত থেকে অধিক স্বাদু ও শ্রেষ্ঠ, এই আশয়ে বলা হচ্ছে—**তব কথামৃতং**—তোমার কথাই অমৃত; কোন্ সাদৃশ্যে অমৃত? এরই উত্তরে **তপ্তজীবনং**—মহারোগাদিতে সন্তপ্ত ও সাংসারিক জ্বালায় সন্তপ্ত জনকে জীবন দান করে, কৃষ্ণবিরহ তাপে তাপিত জনকেও জীবন দান করে,—তাই স্বর্গীয় অমৃত ও মোক্ষামৃত থেকে এর আধিক্য। **কবিভিরীড়িতং**—তোমার কথা নামরূপাদি ধ্রুব-প্রহ্লাদাদি দ্বারা কীর্তিত "যা নির্বৃতি তনুভৃতাম্" অর্থাৎ 'আপনার চরিত কথা শ্রবণে যে আনন্দ লাভ হয়, ব্রহ্মানন্দেও তা হয় না'—(ভা৩ ৪।৯।১০) ইত্যাদি শ্লোকে কীর্তিত। অন্য অমৃতদ্বয় যে রুচিকর নয়, তা ঐ ৪।৯ শ্লোকেই বলা হল। **কল্মষাপহম্**—প্রারব্ধ পর্যন্ত নিখিল পাপ (প্রারব্ধ-অপ্রারব্ধ-কূট-বীজ) নাশ করে থাকে। স্বর্গীয় অমৃত পাপ নাশ করে না, কারণ ইহা কামাদিবর্ধক। প্রত্যুত পাপ উৎপাদনই করে থাকে। আর মোক্ষামৃত প্রারব্ধ পাপ নাশ করে না— [অপ্রারব্ধ-কূট-বীজরূপ পাপমাত্র নাশ করে]। তোমার কথামৃত **শ্রবণমঙ্গলং**—

১০। প্রহসিতং প্রিয়প্রেমবীক্ষিতং
বিহরণঞ্চ তে ধ্যানমঙ্গলম্।
রহসি সংবিদো যাহৃদিস্পৃশঃ
কুহক নো মনঃ ক্ষোভয়ন্তি হি॥

১০। **অন্বয়** ঃ [হে] প্রিয় [হে] কুহক তে (তব) প্রহসিতং (মৃদুহাস্যং) প্রেমবীক্ষিতং ধ্যানমঙ্গলং বিহরণং চ (বিহারঃ চ) যা হৃদিস্পৃশঃ রহসি সংবিদ (সঙ্কেত নর্মাণি তাশ্চ) নঃ (অস্মাকং) মনঃ ক্ষোভয়ন্তি।

১০। **মূলানুবাদ** ঃ (যদি বল আমার কথা শুনে তোমরা শান্তিলাভ করতে পার না কেন? — এরই উত্তরে, কি করবো শান্তি যে হয় না, এতে দোষ তো তোমার পূর্বরাগময় চরিত্রেরই। এই কথাই তিনটি শ্লোকে গোপীগণ বলছেন—) হে প্রিয়! হে কুহক! তোমার হৃদয়স্পর্শী প্রেমকটাক্ষ, সহজ মধুময় উৎভট হাসি, ধ্যানমঙ্গল বিহরণ ও নির্জন নর্মোক্তি স্মরণে আমাদের হৃদয় আকুল হচ্ছে।

শ্রবণমাত্রেই স্বাস্থ্যদান ও অভীষ্টসাধক হওয়া হেতু মঙ্গলদায়ী—স্বর্গীয় অমৃত ও মোক্ষামৃত সেরূপ নয়। **শ্রীমদাততং**—কথামৃত হল 'শ্রীমৎ' প্রেম পর্যন্ত সম্পত্তিপ্রদ, বক্তা দ্বারা প্রচারিত। ঐ দুই অমৃত সেরূপ নয়। যারা এই কথামৃত নামাদি অমৃত **গৃণন্তি**—কীর্তন করেন তাঁরাই **ভূরি**—বহুতর দান করেন—এই দাতাকে সর্বস্ব দিলেও তাঁর ঋণ পরিশোধ করা যায় না, এরূপ ভাব।

অথবা, তোমার কথা তখনই মধুর হয়, যদি তোমার দর্শনের সহিত হয়। অন্যথা তো মহা অনর্থকারী হয়ে থাকে, এই আশয়ে বলা হচ্ছে—তোমার **কথামৃতং**—(কথা + মৃতং) তোমার কথাই (অর্থাৎ নামরূপগুণলীলা) মরণকারণ। কি করে? কারণ **তপ্তজীবনং**—এই কথায় জীবন বিরহ-সন্তপ্ত হয়। অর্থান্তরে এ যেন 'তপ্তং' তপ্ততৈলাদিতে 'জীবনং' জল নিক্ষেপ। পূর্বপক্ষ, তবে কেন পুরাণাদিতে প্রশংসা দেখা যায়, এরই উত্তরে **কবিভিরীড়িতং**—কবিরাই প্রশংসা করে, অন্যে করে না তাঁরাও বর্ণনামাত্র স্বভাববশেই করে থাকেন, এরূপ ভাব। **কল্মষাপহম্**—কথায় বিরহদুঃখ জাত হয়, সেই দুঃখভোগে প্রাচীন পাপ-অপরাধ নাশ হয়, এরূপ ভাব। —**শ্রবণমঙ্গলম্**—কৃষ্ণ নামাদি অমৃত লোকের দ্বারা শ্রবণেই 'মঙ্গলম্' স্বস্ত্যয়ন= বেদানুগ অনুষ্ঠান অক্ষয় হয়। যদি পণ্ডিতেরা কথামৃত শ্রবণের পরিণাম দুঃখ, এরূপ বিচারে ইহা না শুনে, তা হলে এমন যে কথামৃত তাও শূন্যে মিলিয়ে যায়, এরূপ ভাব। **শ্রীমদাততং**—ধনমদে অন্ধজনগণই 'লোকের মরক লাগুক' এইরূপ অভিলাষে অর্থ ব্যয় করেও 'আততং' দেশে দেশে গ্রামে গ্রামে পুরাণপাঠক প্রতিষ্ঠা করে কথামৃত প্রচার করে থাকে। অতএব পৃথিবীর মধ্যে যে কোনও জন ঐ কথামৃত কীর্তন করে **তে ভূরিদা**—তাঁরা শ্রোতাকে (ছান্তি-খণ্ডয়ন্তি) মেরে ফেলে; সুতরাং কথাজাল বিস্তার করত পাঠের আসরে সৌম্যের মতো উপবিষ্ট মানুষের মারক হওয়া হেতু ব্যাধেরও অধিক, কাজেই ঐ পাঠকগণ সুধীগণের দ্বারা উপেক্ষ্যই হয়ে থাকে। বি°৯॥

১০। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা** ঃ তত্র প্রথমেঽর্থে—নন্থ বিচারলুব্ধাঃ দুর্ল্লভে ময়ি কথমেতাবন্তং অনুরাগং কুরুথ? যদি কুরুত, তদা মৎকথাশ্রবণেনৈব নির্বৃতা ভবত ইত্যাদিকমাশঙ্ক্য তেনানির্বৃতৌ তস্যৈব পূর্ব্বানুরাগময়ং চরিতং দূষয়ন্তি ত্রিভিঃ। দ্বিতীয়েঽর্থে—আশয়াপি চিরং জীবিতুং ন শক্নুম ইত্যাহুঃ—প্রহসিতমিতি, ভাবে ক্তঃ। বীক্ষিতমিত্যত্র বীক্ষণমিতি তু ক্বচিৎ পাঠঃ। প্রথমতঃ প্রহসিতং তাসাং দর্শনমাত্রেণ ভাবোল্লাসাৎ প্রকৃষ্টং, সহজস্মিতাৎ কিঞ্চিদুদ্ভটং হসিতম। কীদৃশম্? ততঃ প্রেম্ণা বীক্ষিতং যত্র তাদৃশং, ততো বিহরণং সখিভিঃ সহ ক্রীড়াবিশেষঃ, তচ্চ কীদৃশম্? ধ্যানে মঙ্গলং, তদনুচিন্তনে আশাবন্ধকারকং, নিজভাবাভিব্যঞ্জনাময়ত্বাৎ। ততশ্চ রহসি সন্দিদঃ, দূরতঃ স্বয়ং নির্জনে গত্বা বেণ্বাদিনা নর্ম্মোক্তয়ঃ; তাশ্চ কীদৃশ্যঃ? হৃদিস্পৃশো হৃদয়ঙ্গমা ইতি সর্ব্বতোঽন্তরঙ্গত্বং দর্শিতম্। যচ্ছব্দোঽত্র চমৎকার-বিশেষার্থঃ। ততো লিঙ্গবিভক্তিবিপরিণামেন পূর্ব্বপূর্ব্বত্রাপ্যনুষঙ্গনীয়ঃ। তেষু যথোত্তরং শ্রৈষ্ঠ্যম্। কুহকেতি উদর্কে দুঃখময়ত্বাৎ, তদুচ্চতরকুহকানাময়মেবেতি ভাবঃ। ন ইতি তত্র বহূনামনুভবং প্রমাণয়ন্তি, ক্ষোভয়ন্তি আকুলয়ন্তি, হি নিশ্চিতং, ক্ষোভণে হেতুঃ—প্রিয় হে লোভনেত্যর্থঃ। এবং ত্বদেকপ্রিয়ত্বেন বয়ং সদা মনঃ ক্ষোভদুঃখং লভামহে, ত্বং পুনরস্মান্ বত বঞ্চয়স ইত্যাশয়েন চ সম্বোধয়ন্তি—হে কুহকেতি। জী° ১০॥

১০। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদ** ঃ এই শ্লোকের প্রথম অর্থ—হে বিচার-লুব্ধাগণ! দুর্লভ আমার প্রতি কেন এত অনুরাগ করছ? আর যদি করলেই তবে আমার নামলীলাদি কথা-শ্রবণের দ্বারাই শান্তি লাভ করবে তো—এরূপ কথার আশঙ্কায় গোপীগণ এই অশান্তি বিষয়ে প্রিয়তমেরই পূর্বানুরাগময় চরিতের উপরেই দোষারোপ করলেন তিনটি শ্লোকে। দ্বিতীয় অর্থে—আশায় আশায় চিরকাল বেঁচে থাকতে পারি না. এই আশয়ে বলছেন—**প্রহসিতম্ ইত্যাদি**—তোমার হৃদয়স্পর্শী হাসিতে আমাদের চিত্ত ক্ষুব্ধ হয়েছে। প্রথমতঃ প্রহসিতম্' গোপীদের দেখামাত্রেই কৃষ্ণের ভাবোল্লাস—এর থেকে 'প্র' প্রকৃষ্ট অর্থাৎ সহজ মধুর হাসি আবার এর থেকে উদয় হল কিঞ্চিৎ উদ্ভট হাসি। কিরূপ? এই হাসি অতঃপর প্রেমকটাক্ষের মিলনে অভিনব রূপ ধারন করে অতঃপর **বিহরণম্**—সখিদের সহিত ক্রীড়াবিশেষ। ইহাই বা কিরূপ? **ধ্যান-মঙ্গলম্**—এই ক্রীড়া নিরন্তর চিন্তনে মঙ্গল হয় অর্থাৎ মিলনের আশাবন্ধ কারক হয়, কারণ ইহা কৃষ্ণের নিজ ভাব অভিব্যঞ্জনাময়। অতঃপর **রহসি সংবিদো**—নির্জনে সঙ্কেত নর্ম উক্তি যা কৃষ্ণ নিজে নির্জনে গিয়ে দূর থেকে বেণু প্রভৃতি দ্বারা করলেন। ইহাই বা কিরূপ? **যা** (চমৎকার সূচক) **হৃদিস্পৃশঃ**—যে সকল উক্তি আমাদের বোধগম্য হয়েছে—এইরূপে সর্বতোভাবে সর্বত্র অন্তরঙ্গত্ব দেখান হল। এই 'হৃদস্পৃশঃ' পদটির লিঙ্গ-বিভক্তি যথোচিত পরিবর্তন করে 'প্রহসিতং' প্রভৃতি পদের সহিত অন্বয় করতে হবে, যেহেতু এই সব পদ প্রত্যেকটিই হৃদয়স্পর্শী, তবে তাদের মধ্যে পূর্বপূর্ব অপেক্ষা উত্তরোত্তর শ্রেষ্ঠ। **কুহক**—হে কপট, এরূপ সম্বোধনের কারণ—তোমার মধুর হাস্যাদি পরিণামে দুঃখময়! এরূপ ব্যবহার অতি চতুর কোনও কুহকের পক্ষেই সম্ভব, এরূপ ভাব। **ন ইতি**—আমাদের মন ক্ষুভিত করছে—এই বিষয়ে প্রমাণ বহুবহু গোপী আমাদের অনুভব। **ক্ষোভয়ন্তি**—আকুল করেছ। **হি**—নিশ্চয়ে। আকুল করণে হেতু—**প্রিয়**—হে লোভন, আমাদের অনুরাগ

১১। চলসি যদ্‌ব্রজাচ্চারয়ন্‌ পশূন্‌,
নলিনসুন্দরং নাথ তে পদম্‌।
শিলতৃণাঙ্কুরৈঃ সীদতীতি নঃ
কলিলতাং মনঃ কান্ত গচ্ছতি ॥

১১। **অন্বয়** ঃ নাথ (হে প্রাণবল্লভ!) কান্ত! (হে মনোহর!) যৎ (যদা) পশুন্ চারয়ন্ ব্রজাৎ চলসি তদা নলিনসুন্দরং তে (তব) পদং শিলতৃণাঙ্কুরৈঃ সীদতি (ক্লিশ্যেৎ) [ইতি হেতোঃ] নঃ (অস্মাকং) মনঃ কলিলতাং (অস্বাস্থ্যং) গচ্ছতি (প্রাপ্নোতি)।

১১ **মূলানুবাদ** ঃ হে নাথ! তুমি যখন গবাদি পশু চরাতে চরাতে ব্রজ থেকে বনে যাতায়াত কর, তখন কমল থেকেও পরম কোমল তোমার শ্রীচরণ ধান্যাদি-শীষ, তৃণ, বীজাঙ্কুরে ব্যথিত হচ্ছে ভেবে আমাদের মন ব্যথায় আকুল হয়।

একমাত্র তোমাতেই থাকা হেতু, আমরা সদা মনের উদ্বেগে দুঃখ পাচ্ছি। তুমি পুনরায় হায় হায় আমাদের বঞ্চনা করছ, এই আশয়ে সম্বোধন করছেন—হে কুহক। জী° ১০॥

১০। **শ্রীবিশ্ব টীকা** ঃ অস্মাকন্তু ত্বদ্দর্শনং বিনা ত্বৎসম্বন্ধি বস্তুমাত্রমতিদুঃখদমিত্যাহুঃ,—প্রহসিতমিতি। বিহরণং সম্প্রয়োগঃ। যাশ্চ সংবিদঃ সংলাপনর্ম্মাণি হৃদিস্পৃশ ইতি ত্বং দুঃখদত্বাদ্বিস্মর্ত্তুমিষ্টা অপি ন বিস্মর্ত্তুং শক্যন্ত ইতি ভাবঃ। ধ্যানেনাপি মঙ্গলং পরমসুখদমিতি চতুর্ণামপি বিশেষণং মনঃ ক্ষোভয়ন্তি ব্যাকুলয়ন্তি। এতানি মনসি প্রবিশ্য সদ্যঃ সুখং দত্ত্বা তদ্দ্বিতীয় ক্ষণ এব মহাদুঃখং দদত্যতএব হে কুহক, কুহকদত্তবটকান্যপি সদ্যঃ পরমস্বাদূন্যপ্যায়ত্যাং পরমদাহকানি প্রাণঘাতকানীত্যর্থঃ। বি° ১০॥

১০। **শ্রীবিশ্ব টীকানুবাদ** ঃ তোমার অদর্শন সময়ে তোমার সম্বন্ধী বস্তুমাত্রেই আমাদের অতি দুঃখদ, এই আশয়ে বলা হচ্ছে, **প্রহসিতম্**,—ভাবপূর্ণ মধুর হাসি। **বিহরণং**- সম্প্রয়োগ এবং যে সব **সংবিদঃ**—সংলাপ নর্ম সমূহ। **হৃদিস্পৃশঃ ইতি**—'হাসি' ইত্যাদি দুঃখদ হওয়া হেতু তোমাকে ভুলতে চেষ্টা করলেও ভুলতে পারি না, এরূপ ভাব। **ধ্যানমঙ্গলম্**, ধ্যানের দ্বারা মঙ্গল হয় অর্থাৎ ধ্যান পরমসুখ দান করে। হৃদয়স্পর্শী হাসি-বিহার ইত্যাদি চারটি বিশেষণই মনকে **ক্ষোভয়ন্তি** ব্যাকুল করে। এই সব মনে প্রবেশ করে সদ্য সদ্য সুখ দেয় বটে কিন্তু তার পরের মুহূর্তেই মহাদুঃখ দান করে, তাই কুহক বলে সম্বোধন করা হল—কুহকদত্ত বড়ি খাওয়ার পরপরই পরম স্বাদু লাগলেও, ভবিষ্যতে পরমদাহক-প্রাণঘাতক হয়ে থাকে। বি°১০॥

১১। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা** ঃ তচ্চ ভবতা ক্ষোভদানং সংযোগ-বিয়োগয়োরবিশেষমেব, ন তু কাদাচিৎকমিত্যাহুঃ—চলসীতি দ্বাভ্যাম্। ব্রজাদিতি—ততশ্চলনমারভ্যাগমনপর্য্যন্তমেব কলিলতা সূচিতা। পশূংশ্চারয়ন্নিতি—বিবিধানামনন্তানাং তেষাং চারণার্থং বর্ত্মপরিত্যাগেনেতস্ততো ভ্রমণাচ্ছিলাদিভিরবসাদঃ সম্ভাবিতঃ। তথা পশুতয়া, নির্ব্বুদ্ধিত্বেন তে ত্বৎপাদাব্জদুর্গমপথেঽপি বত ভ্রমন্তীতি শ্লেষেণ সূচিতম্। শিলং পতিত-সশৃঙ্গবন্যধান্যাদিকম্; 'অঝিল্লিকণ্টককবনম্' ইত্যাদি হরিবংশোক্তেঃ। সর্ব্বত্র কণ্টকাভাবাত্তু ন তদুল্লেখঃ। নাথ হে ব্রজেশ্বরেতি তত্তবা-

যুক্তমিবেতি। কান্তেতি—অস্মৎকোমলকর-স্পৃশ্যমেব তদিতি প্রেমসম্বোধনদ্বয়ম্, কলিলতায়াং হেতুবিশেষঃ। যদ্বা, নাথত্বেন সর্ব্বেষাং ব্রজজনানাং কান্তত্বেন চ বিশেষতোঽস্মাকমিতি ভাবঃ। যদ্বা, নাথ, এবং প্রিয়জনোপতাপক। নন্থ বিবেকিন্যস্তর্হি অবসাদহেতুমদ্বিষয়কচিন্তা ত্যজ্যতাং, তত্রাহুঃ—কান্তেতি, প্রিয়জনচিন্তায়া বিবেকেঽপ্যপরিহার্য্যত্বাৎ। যদ্বা, কলিলতাগমনে হেতুঃ—নাথ হে প্রাণেশ্বর ইতি। নন্থ 'যাবতঃ কুরুতে জন্তুঃ সম্বন্ধান্মনসঃ প্রিয়ান্। তাবন্তোঽস্য নিখন্যন্তে হৃদয়ে শোকশঙ্কবঃ॥' ইত্যাদিবচনেন প্রীতের্দোষত্বপ্রতিপাদনাৎ। প্রীতিরেব নিরস্যতাম্, তত্রাহুঃ—মনো গচ্ছতীতি, সঙ্কল্পমাত্রাত্মকং তন্নাস্মাকং বুদ্ধিবৃত্তিং বিবেকমপেক্ষত ইতি ভাবঃ। নন্থ মনোঽপি যুষ্মাকমেবেত্যাশঙ্ক্য তস্যাপি ন দোষ—ইত্যাহুঃ— কান্ত হে মনোহর ইতি। অতো বনভ্রমণং বিহায়াত্র দ্রুতমেহীতি ভাবঃ। জী ১১॥

১১। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদ** ঃ এই যে আমাদিকে দুঃখ দান, ইহা বিরহ-মিলন অবিশেষেই হয়ে থাকে, কখনও-সখনও যে হয়, তা নয়। এই আশয়ে বলছেন—চলসীতি দুটি শ্লোক। **চলসি ইতি**—তুমি যখন চলে যাও **ব্রজাৎ**—ব্রজ থেকে, এই 'ব্রজাৎ' পদে, ব্রজ থেকে গমনের আরম্ভ থেকে ফিরে আসা পর্যন্ত সব সময়েই যে চরণে ব্যথা লেগেছ তাই সূচিত হল। **চারয়ন্ পশূন্ ইতি**—বিবিধ ধরণের অসংখ্য সেই গো-মহিষাদি চারণার্থ পথ ছেড়ে দিয়ে ইতস্ততঃ যথা-তথা চলা হেতু কঠিন কঙ্করাদি দ্বারা চরণে ব্যথা লেগে যাওয়া সম্ভব হয়। তথা পশু বলে নির্বুদ্ধিতা হেতু ঐ পশুসকল কৃষ্ণচরণের পক্ষে দুর্গম পথেও হায় হায় ঘাসের লোভে চলে যায়, ইহাও সূচিত হল এই 'পশু' পদে। **শিলং**—ঝড়ে পড়া শীর্ষযুক্ত বন্যধান্যাদি। "সূর্যকিরণ প্রবেশ রহিত ঘন বনটুকুই মাত্র কণ্টকাকীর্ণ" এরূপ উক্তি হরিবংশে থাকা হেতু বুঝা যায়, সর্বত্র কণ্টক ছিল না, তাই এখানে তার উল্লেখ করা হয় নি। **নাথ**—হে ব্রজেশ্বর, এই ঐশ্বর্যদ্যোতক সম্বোধন এখানে যেন যুক্তিযুক্ত নয়, তাই পুনরায় সম্বোধন হল **কান্ত ইতি**—তোমার শ্রীচরণ আমাদের কোমল করেরই স্পর্শন যোগ্য, কঙ্করাদির নয়—এটি প্রেম-সম্বোধন—শ্লোকের নাথ ও কান্ত, এই প্রেম-সম্বোধনদ্বয় গোপিদের যে **কলিলতাং**—হৃদয়-ব্যথা, তার হেতু বিশেষ। অথবা, 'নাথ' ব্রজেশ্বর রূপে সকল ব্রজজনেরই হৃদয় ব্যথা জন্মে, আর কান্তরূপে বিশেষভাবে আমাদের হৃদয় ব্যথা, এরূপ ভাব।

অথবা, **নাথ**— [নাথ = উপতাপক] প্রিয়জনের দুঃখদায়ক। পূর্বপক্ষ, ওহে বিবেকবতীগণ তা হলে অবসাদের হেতু যে আমাবিষয়ে চিন্তা, তা ছেড়ে দেও-না—এরই উত্তরে, **কান্ত ইতি**—সে যে আমাদের প্রাণপ্রিয়তম—বিবেক থাকতে প্রাণপ্রিয়তমের চিন্তা ছাড়াও যায় না, তাই ছাড়ছি না। অথবা, ব্যথা-আগমনের হেতু রূপে বলা হল **হে নাথ**—হে প্রাণেশ্বর। প্রভুর ব্যথায় ভৃত্যের ব্যথা, এরূপ ভাব। পূর্বপক্ষ, "পরস্পর সম্বন্ধ বশতঃ প্রাণীগণ যত জনকে প্রিয় বলে মনে করে ততগুলিই শোকশেল হৃদয়ে প্রোথিত করে থাকে।" এই সব বচন প্রীতিরই দোষ প্রতিপাদন করা হেতু প্রীতিকেই নির্বাসিত করে দেও-না হৃদয় থেকে, এরই উত্তরে বললেন—

১২। দিনপরিক্ষয়ে নীলকুন্তলৈ-
র্বনরুহাননং বিভ্রদাবৃতম্।
ঘনরজস্বলং দর্শয়ন্ মুহু-
র্মনসি নঃ স্মরং বীর যচ্ছসি ॥

১২। **অন্বয়ঃ** [হে] বীর! দিনপরিক্ষয়ে (স্বায়ংকালে) নীলকুন্তলৈঃ আবৃতম্ ঘনরজস্বলং (গোরজশ্ছুরিতং) বনরুহাননং (অলিমালাকুলপরাগশ্ছুরিতপদ্মতুল্যমাননং) বিভ্রৎ (ধারয়ৎ তচ্চ) মুহুঃ দর্শয়ন্ নঃ (অস্মাকং মনসি স্মরং কামং) যচ্ছসি (অর্পয়সি)।

১২। **মূলানুবাদঃ** স্বায়ংকালে নীল কুঞ্চিত কেশদামে আবৃত, গোরজশ্ছুরিত কমলের সদৃশ তোমার মুখ আমাদের নয়ন সম্মুখে উঠিয়ে ধরে বারবার দেখিয়ে হে বীর! তুমি আমাদের চিত্তে কাম জাগিয়েই থাক মাত্র, সঙ্গ দেও না

মনঃকলিলতাং গচ্ছতি—আমাদের মন আপনা-আপনি বিকল হয়ে পড়ে মন হল সঙ্কল্পমাত্রাত্মক, এ আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিকে অর্থাৎ বিবেককে অপেক্ষা করে না, এরূপ ভাব। যদি বলা যায়, মন তো তোমাদেরই, তবে তোমাদের বিবেকের অপেক্ষা করে না মানে? এরূপ কথার আশঙ্কায় বললেন, মনেরও দোষ নয়, এই আশয়ে সম্বোধন **হে কান্ত**—হে মনোহর, দোষ মন-চোরা তোমারই। অতএব বনবিহার ত্যাগ করে এখানে আমাদের কাছে ঝটিতি এসে যাও, এরূপ ভাব। জী°১১ ॥

১১। **শ্রীবিশ্ব টীকাঃ** কিঞ্চ, ত্বং ন কেবলমধুনৈব দুঃখয়স্যপি তু অন্যদপি স্বমপিদুঃখয়িত্বা অস্মভ্যং দুঃখং দাতুং যতসে ইত্যাহুঃ—চলসীতি। যৎ যদা তদা নলিনাদপি সুন্দরং সুকুমারং শিলৈঃ কণিশৈঃ তৃণৈরঙ্কুরৈশ্চ সীদতি ক্লিশ্যেদিতি সম্ভাব্য মনঃ, কলিলতাং অস্বাস্থ্যং প্রাপ্নোতি। যদ্বা, কলিং কলহং লাতি গৃহ্লাতীতি কলিলং তদ্ভাবঃ কলিলতা, তাং অস্মাভিরেব সহাস্মন্মনঃ কলহং করোতীত্যর্থঃ। সচ কলির্যথা,—অরে মনঃ, স যদি বনে ভ্রমণাৎ খিদ্যতি তদা ব্রজান্নিঃসৃত্য নিত্যমেব তত্রৈব কিং যাত্যতস্ত্বং কিমিতি বৃথা খিদ্যসি। অয়ি নির্বুদ্ধয়ো গোপালিকাঃ, তস্য চরণতলদ্বয়ং স্থলকমলাদপি সুকুমারং ভবত্যেবং বনে চ শিলাতৃণাঙ্কুরশর্করাঃ সন্ত্যেব কথং পীড়া ন স্যাৎ? অরে মুগ্ধ, স সুকোমলবালুকে পথি পথ্যেব ভ্রমতি। অয়ি নির্ব্বিবেকাঃ, গাবঃ কিং পথি পথ্যেব ঘাসং চরন্তি। অরে প্রেমান্ধ, স চক্ষুষ্মান্ শিলতৃণাদ্যুপরি কথং পাদাবর্পয়েৎ। অয়ি প্রেমগন্ধেনাপি রহিতা, যদ্যাবেগবশাদ্ভ্রমাদ্বা তদুপরি পাদঃ পতেৎ তদা কিং স্যাৎ। ভো ভ্রাতশ্চেতঃ, সত্যং ব্রূষে। এতাবদ্দুঃখমনুভবিতুমেব জীবন্ত্যো বিধাত্রা বয়ং সৃষ্টাঃ। ভো দুঃখিন্যঃ, খলু জীবত যূয়ং, অহন্তু যুষ্মৎপ্রাণৈঃ সার্দ্ধং যুষ্মদ্দেহেভ্যো নিঃসৃত্যাধুনৈব যামীতি॥ বি° ১১ ॥

১১। **শ্রীবিশ্ব টীকানুবাদ** ঃ আরও, তুমি যে কেবল এখনই দুঃখ দিচ্ছ, তাই নয়; কিন্তু আরও বলবার আছে, তুমি নিজেকেও দুঃখ দিয়ে আমাদিকে দুঃখ দেওয়ার চেষ্টা করে থাক, এই আশয়ে বলছেন—চলসি ইতি। **যৎ**—যদা [তদা] **নলিন সুন্দরং**—পদ্ম থেকেও সুকুমার তোমার শ্রীচরণ **শিল**—ধান্যাদির শীষ, কঠিন তৃণ ও অঙ্কুর সমূহে **সীদতি**—ব্যথিত হচ্ছে ভেবে আমাদের মন **কলিলতাং**—অত্যাধিক কাতর হচ্ছে। অথবা, আমাদের মন **কলিলতাং**—'কলিং' কলহ 'লাতি' স্বীকার করে থাকে, এই কলিলের ভাবকে বলে 'কলিলতা' অর্থাৎ আমাদের

সঙ্গে আমাদের মন এরূপ কলহ করে থাকে, যথা—আমরা যদি বলি আরে মন, সে যদি বনভ্রমণে ব্যথাই পায়, তবে কেন সে ব্রজ থেকে বের হয়ে নিত্যই বনে যায়, অতএব তুমি কেন বৃথা খেদ করছ। এর উত্তরে মন বলে আরে নির্বোধ গোয়ালিনীগণ! তার চরণতল স্থলকমল থেকেও সুকুমার, আর এই বনেও ধান্যাদির শীষ, তৃণাঙ্কুর, কঙ্করাদি ছড়িয়ে আছে চতুর্দিকে, তবে ব্যথা লাগবে না কেন? এর উত্তরে আমরা—আরে মুগ্ধ মন। সে সুকোমল বালুকাময় পথে পথেই ঘুরে বেড়ায়। এর উত্তরে মন—আরে বিবেকহীন গোয়ালিনীগণ গরুরা কি পথে পথেই ঘাস খেয়ে বেড়ায়। এর উত্তরে আমরা, আরে প্রেমান্ধ মন, সেই চক্ষুষ্মান্ কেন শিলতৃণাদির উপরে পা ফেলবে? এর উত্তরে মন—আরে, প্রেমগন্ধেও বঞ্চিতা গোয়ালিনীগণ! যদি আবেগ বশে বা ভ্রমে তার উপরে পা পড়েই যায়, তা হলে কি হবে? এর উত্তরে আমরা, ওহে ভাই মন. তুমি ঠিকই বলেছ, এতাবৎ দুঃখ ভোগের জন্যই আমরা বেঁচে আছি, এর জন্যই বিধাতা আমাদের সৃষ্টি করেছেন। এর উত্তরে মন—ওহে দুঃখিনী গোয়ালিনীগণ! তোমরা বেঁচে থাক, আমি তো তোমাদের প্রাণের সহিত তোমাদের দেহ থেকে নির্গত হয়ে এখন চলেই যাচ্ছি। বি° ১১ ॥

১২। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা ঃ** দিনস্য পরিতঃ ক্ষয়ে অত্যন্তপ্রান্তে সতীতি দুঃখাধিক্যং সূচিতং, নীলাঃ কুন্তলা অলকাস্তেষাং ললাটোপরি শ্রীমুখস্যাবরণেন শোভাভরাপাদনাৎ তৈরাবৃতমিতি সহজপরমসৌন্দর্য্যমভিপ্রেতম্, অতএব ধনরজস্বলং, 'ধনং গোধনবিত্তয়োঃ' রিতি বিশ্বপ্রকাশাদ্গোরজশ্ছুরিতমিতি। রজসাপি তদুল্লাসোঽভিপ্রেতঃ, পঙ্কাঙ্গরাগরুচিরাবিতিবৎ। বিশেষতস্তু গোপোচিতবেশস্য তস্য গোপীজাতিষু স্বেষ্ দ্দীপনত্বাদনুবাদঃ। ততশ্চ সামান্যতঃ স্মরার্পণে হেতুঃ, বিশেষতস্তু দিনপরিক্ষয়ে নীলকুন্তলৈরিতি দর্শয়ন্নিতি চ পূর্ব্বস্য কামোদয়বেলাত্বাৎ, উত্তরস্য চ ভারাতিশয়সূচকত্বাৎ। যদি চাদর্শয়ন্ স্বগৃহান্তঃ প্রবিশসি, তথাপি তাদৃশং কামার্পণং ন স্যাদাতি ভাবঃ, তত্রাপি মুহুরিতি। গোসন্তালনাদিচ্ছলেন পুনঃ পুনঃ পরিতো বহুধা নিরীক্ষণেন স্মরার্পণস্যাপি পৌনঃপুন্যং দর্শিতম্। তচ্চ কথঞ্চিৎ বিচারভরেণ সম্বরীতুমীষ্যমাণস্যাপি তস্য মুহুরুদ্ভটীকরণং, মনসীতি স্মরস্যাত্যন্তমনোব্যাপকত্বমপ্রতিকার্য্যত্বঞ্চ, শ্লেষেণ স্মরমিতি যঃ কান্তজন-স্মরণমাত্রেণ ক্ষোভকঃ, তং সাক্ষাদ্যচ্ছসীতি তস্য মহত্ত্বং সূচিতম্। তত্র সামর্থ্যং দর্শয়ন্তি—হে বীরেতি; অত্রৈব তব বীরত্বং, ন ত্বন্যত্রেতি সপ্রণয়রোষনর্ম্ম ধ্বনিতম্। বস্তুতস্তু তাদৃশত্ব-স্বীয়ভাবোদ্দীপনমিতি ভাবস্য ভাবনৈব মুহুরনুদ্যতে। অহো ব্রজান্তর্নিশিরত্যর্থনাগরবেশন, তত্রাপি বিরহে স্মরণবিশেষেণাসৌ বর্দ্ধৈতেবেতি বিলম্বং মা কুরু ইতি ভাবঃ। এবং শ্লোকদ্বয়েঽস্মিন্নিদমপি ব্যজ্যতে—নিত্যমেবাস্মদভীষ্টপূরয়িত্বাপি গচ্ছসি, ত্বয্যস্মাকং মনঃ স্নেহমেব বহতি, ন তু তদভাবেনৌদাসীন্যম্; যং স্মরং বহতি, তন্তু ত্বৎপ্রেরিততয়ৈব, ন তু স্বতঃ। তথা ত্বৎস্নেহময়তয়ৈব, ন তু রূক্ষতয়া স্নেহস্য স্বভাবজত্বাৎ; ত্বং পুনরস্মাসু সঙ্গেচ্ছয়া সঙ্গচ্ছমানাসু স্মরমেব দদাসি, ন তু মিথঃ স্নেহোচিতং সঙ্গং, তস্মাদস্মাকং সর্ব্বং স্নেহময়মেব, ভবতান্তু কপটময়মেবেতি। জী° ১২ ॥

১২। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদ ঃ** দিনপরিক্ষয়ে—দিনের সর্বতোভাবে ক্ষয় হলে অর্থাৎ দিনের সম্পূর্ণ অবসানে, এই পদের ধ্বনি হল সমস্ত দিনের বিরহে গোপীদের অধিক অধিক

দুঃখের উদয় হলে। **নীলকুন্তলৈঃ+আবৃতং**--নীল কোঁকড়ানো চুল কপালের উপর এসে শ্রীমুখকে ঢেকে দিয়ে তাঁর অতি শোভা সম্পাদন করেছে, সুতরাং 'নীলকুন্তলে আবৃত' এ কথা দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের সহজ পরম সৌন্দর্য বলাই গোপীদের অভিপ্রেত ; অতএব **ধনরজস্বলম্**—'ধন' শব্দে গোধন ও বিত্ত এই দুই অর্থ 'বিশ্বপ্রকাশে' পাওয়া যায়--অতএব সমস্ত পদটির অর্থ আসছে [গোরজ +স্বলম্] 'গোরজশ্ছুরিত'—এখানে ধূলা-কাদা মাখাতেও মুখসৌন্দর্যের যে উল্লাস হয়, তা বলাই অভিপ্রায়, যেমন না-কি(১০।৮।২৩) শ্লোকে বলা হয়েছে, "পঙ্করূপ অঙ্গরাগে কৃষ্ণ-বলরামের অপূর্ব শোভা হয়েছে।" বিশেষতঃ তাঁর এই গোধূলীমাখা গোপোচিত বেশ নিজ গোপজাতি-জনদের নিকট ভাবের উদ্দীপন-স্বরূপ হওয়া হেতু এই বেশের উল্লেখ এখানে। এবং মুখের এই গোধূলী মাখানো অবস্থা সামান্যভাবে গোপসুন্দরীদের চিত্তে কাম-উদয়ের হেতু। বিশেষভাবে কাম-উদয়ের হেতু তো 'দিনের শেষ বেলায় নীল কুন্তলে আবৃত মুখ দেখিয়ে যাওয়া' কথার মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে—কারণ দিনের শেষ বেলা কামোদয়-বেলা, আর পরের 'নীলকুন্তলে আবৃত মুখ দেখানো' ভাবাতিশয় সূচক। আরও যদি এরূপ সর্ব সৌন্দর্যের আধার মুখখানি না দেখিয়ে ঘরে চলে যেতেন, তবে তাদৃশ কামার্পণ হত না, এরূপ ভাব। এরমধ্যেও আবার বলা হল 'মুহুঃ' বারবার গো-মহিষাদিকে সামলানোর ছলে বারবার ভাল করে চেয়ে দেখলেন, এর ফলে কামার্পণও বারবারই হয়েছে, 'মুহুঃ' পদে ইহাই দেখান হল। আরও এই 'মুহুঃ' পদের ধ্বনি হল, বিচারভরে কোনও প্রকারে কাম-সম্বরণের ইচ্ছা করলেও ইহা বার বার উদ্ভটরূপ ধারণ করে। **মনসি**—আরও 'মনে অর্পণ কর' এই বাক্যে সূচিত হচ্ছে, এই কাম পীড়া মনোরাজ্য জুড়ে বসে যায় এবং সমস্ত প্রতিকারের বাইরে চলে যায়। **স্মরম্**—যে কাম কান্তজন-স্মরণমাত্র মনস্তাপদায়ী, সেই কামকে সাক্ষাৎ অর্পণ করছ, এই কথায় কৃষ্ণের কীর্তি সূচিত হল। এ বিষয়ে যে তাঁর সামর্থ্য আছে, তাই দেখাচ্ছেন 'বীর' পদে—তোমার বীরত্ব এ বিষয়েই, অন্য কোথাও নয়, এইরূপে সপ্রণয় রোষনর্ম ধ্বনিত হল। প্রকৃতপক্ষে তো কুঞ্চিত কেশদামে ও গোখুরোত্থিত ধূলিজালে আবৃত মুখ, যা গোপীরা পূর্বে উত্তর গোষ্ঠপথে দেখেছিলেন—তাই এখন তাদের ভাবকে উদ্দীপ্ত করে তুলছে—ভাবের ভাবনাই ভাবকে উচ্ছলিত করে তোলে। অহো দিনান্তে ব্রজের মধ্যে তাদৃশ বেশে দর্শনেই কামবেগে ক্ষুভিত হয়েছিলাম, তবে কেন এখন বনের মধ্যে রাত্রি বেলায় নাগরবেশে সজ্জিত তোমাকে দেখে আমাদের চিত্তের কাম উচ্ছলিত হয়ে উঠবে না? তার মধ্যেও আবার বিরহ অবস্থায় স্মরণ বিশেষে। অতএব বিলম্ব কর না দেখা দেও।

আরও এই শ্লোকদ্বয়ে এরূপ অর্থও ব্যঞ্জিত হচ্ছে—যথা—তুমি নিত্যই আমাদের অভীষ্ট পূরণ না করে চলে গেলেও মন আমাদের তোমাতে স্নেহই ধারণ করে থাকে, উদাসীনতা ধারণ করে না। মন-যে কামধারণ করে, তাও তোমার দ্বারা প্রেরিত বলেই, আপনা হতে করে না। তথা তোমার প্রতি

১৩। প্রণতকামদং পদ্মজার্চ্চিতং
ধরণিমণ্ডনং ধ্যেয়মাপদি।
চরণপঙ্কজং শন্তমঞ্চ তে
রমণ নঃ স্তনেষ্বর্পয়াধিহন্॥

১৩। **অন্বয়** ঃ আধিহন্ (হে সর্বদুঃখহারিন্) [হে] রমণ প্রণতকামদং (শরণাগতানাং সর্বাভীষ্টপূরকং) পদ্মজার্চ্চিতং (ব্রহ্মণা অর্চ্চিতং) প্রণতকামদং (সেবাকানাং বাঞ্ছাপ্রদং) ধ্যেয়মাপদি (ধ্যানমাত্রেণাপন্নিবর্ত্তকং) শন্তমঞ্চ (সেবাসময়েঽপি সুখতমং) ধরণিমণ্ডনং তে চরণপঙ্কজং নঃ (অস্মাকং) স্তনেষু অর্পয়॥

১৩। **মূলানুবাদ** ঃ (অঙ্গসঙ্গের আসক্তি বিষয়ে কৃষ্ণের প্রতিই দোষারোপ করে, তথা সেই বিষয়ে প্রার্থনাদ্বয় উপসংহার পূর্বক নিজেদেরই গীতে জাত কামে ক্ষুভিত হয়ে পুনরায় প্রার্থনা করছেন—)

হে মনোদুঃখ-বিনাশন! হে রমণ! প্রনতজনদের অভীষ্টপ্রদ, ব্রহ্মার দ্বারা অর্চিত, ধরণীর অলঙ্কার স্বরূপ, বিপদে ধ্যেয়, সর্বকল্যাণ ও সুখস্বরূপ তোমার পাদপদ্ম আমাদের স্তনে অর্পণ কর।

স্নেহময়ভাবেই করে, রুক্ষভাবে নয়, কারণ আমাদের স্নেহ স্বভাবজ। পুনরায় তুমি সঙ্গ-ইচ্ছায় মিলিত আমাদের প্রতি 'কামই' অর্পণ করে থাক, কিন্তু পরস্পর স্নেহোচিত সঙ্গ দেও না; সুতরাং আমাদের সব কিছুই স্নেহ-ময়, আর তোমার তো পুরোপুরী কপটময়। জী° ১২॥

১২। **শ্রীবিশ্ব টীকা** ঃ কিঞ্চ, ত্বং সংযোগেঽপি নৈব সুখং দিৎসসীত্যাহুঃ,—দিনপরিক্ষয়ে সায়ংকালে, নীলকুন্তলৈঃ কুটিলালকৈর্মন্দমারুতলোলৈরাবৃতং। ধনরজস্বলং "ধনং গোধনবিত্তয়ো" রিতি বিশ্বপ্রকাশাদ্গোরজশ্ছুরিতং। বনরুহাননং লোলানি মালাললিতপরাগভর-শ্ছুরিত-সরসিজ-সদৃশমাননং বিভ্রৎ তচ্চমুহুর্দর্শয়ন্ গোসন্তালনপ্রিয়সখান্বেষণ-চ্ছলেনেতস্ততঃ পরিবৃত্যাস্মন্নয়নগোচরীভবন্ স্বদর্শনস্য সর্ব্বজনানন্দকং স্বভাবং জ্ঞাত্বা এতাঃ কষ্টসিন্ধাবেব নিমজ্জয়া-মীতি বিমৃশ্য নোঽস্মভ্যং স্মরং যচ্ছসি। য এব কুলধর্ম্মপদবীং বিষজ্বালামিবানুভাব্যাস্মানুন্মাদ্য বনেষ্বানীয়ৈবং রোদয়-তীতি ভাবঃ। হে বীর, ব্রজস্ত্রীণাং ধর্ম্মধ্বংসনার্থমেব প্রবর্ত্তিত স্মারশরপ্রহার। বি° ১২॥

১২। **শ্রীবিশ্ব টীকানুবাদ** ঃ আরও, মিলনেও তুমি আমাদের সুখ দেও না, এই আশয়ে বলছেন, **দিন পরিক্ষয়ে**—সায়ংকালে। **নীলকুন্তলৈঃ** মন্দ মন্দ বাতাসে আন্দোলিত কুটিল নীল অলকে আবৃত, **ধনরজস্বলং**—গোরজশ্ছুরিত [বিশ্বপ্রকাশ দৃষ্টে—'ধন' গোধন, বিত্ত] ও **বনরুহাননং**—কমল সদৃশ মুখ - চঞ্চল মালার ললিত পরাগভর উড়ে উড়ে গিয়ে পড়াতে কৃষ্ণমুখ-কমলের সাদৃশ্য ধারণ করেছে, এই সুন্দর মুখ **বিভ্রৎ** উঠিয়ে ধরে এবং আমাদের **দর্শয়ন্**—বার বার দেখিয়ে আমাদের দুঃখ দিচ্ছ—যেহেতু তুমি জান, তোমার দর্শন সর্বানন্দ জনক, তাই গো প্রভৃতিকে আগলানো ও প্রিয় সখাদের অন্বেষণচ্ছলে ইতস্ততঃ ঘুরে ফিরে আমাদের নয়নের গোচরীভূত হয়ে আমাদিকে কষ্ট সিন্ধুতে নিমজ্জিত করবে, এরূপ চিন্তা করে আমাদের চিত্তে **স্মরং যচ্ছসি**—কামই মাত্র জন্মিয়ে থাক, সঙ্গ দেও না। কুলধর্মপদবী যা কিছু তা বিষজ্বালার মতো অনুভব করিয়ে আমাদিকে

উন্মাদ করত বনে নিয়ে এসে রোদন করাচ্ছ, এরূপ ভাব। বি° ১২॥

১৩। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা ঃ** তদেবং প্রহসিতমিত্যাদিভিস্তাসামেব প্রেমোক্তিদ্বারা পূর্ব্বমবর্ণিতঃ শ্রীকৃষ্ণস্য তাসু পূর্ব্বরাগঃ শ্রীমুনীন্দ্রেণ স্পষ্টীকৃতঃ, তাসু তদীয়রাগস্য তাভিরনুভূয়মানতয়া বর্ণনেনৈব মহা-রসাবহত্বাদিতি জ্ঞেয়ম্। এবং তদঙ্গসঙ্গানুরাগে তস্যৈব দোষং বিন্যস্য তথৈব তৎপ্রার্থনাদ্বয়মুপসংহরন্ত্যঃ স্বয়ং গীতেন জাত-স্মরক্ষোভাঃ পুনঃ প্রার্থয়ন্তে—প্রণতেতি দ্বাভ্যাম্। প্রণতানাং নলকূবর-নাগ-তৎপত্ন্যাদীনামভীষ্টদমিতি সর্ব্বার্থপ্রদত্বমুক্তম্, অতএব বালবৎসান্ হত্বা জাতত্বেন 'বন্দ্যমানচরণঃ পথি বৃদ্ধৈঃ' (শ্রীভা ১০।৩৫।২২) ইত্যনুসারান্নিত্যমেবাগচ্ছতা বা বিধনসার্থিত ইত্যস্য ব্যাখ্যানুসারেণ বা পদ্মজেনার্চ্চিতমিতি পারমৈশ্বর্য্যং, ধরণিং ভূতলং সুন্দরাসাধারণলক্ষণৈর্ধ্বজাদিভির্মণ্ডয়তীতি তথা তদিতি সৌন্দর্য্যং কৃপালুত্বঞ্চ, ধ্যেয়মাপদি ইতি ইন্দ্রকৃতবৃষ্ট্যাদাবনুভবাৎ সর্ব্বাপন্নিবর্ত্তকত্বম্; এবং সর্ব্বার্থসাধনত্বমুক্ত্বা স্বতঃ পরমফলত্বমাহুঃ—শন্তমঞ্চেতি। এবং দুঃখহানিসুখাবাপ্তিহেতুত্বং যদুক্তং, তদনুসার্য্যেব সম্বোধনদ্বয়ং বিবেচনীয়ম্, অতোঽস্মাকং বিরহাদিব্যথাং নাশয়, বিচিত্রক্রীড়াদিনা সুখঞ্চ সম্পাদয়েতি ভাবঃ। জী° ১৩॥

১৩। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদ ঃ** এইরূপে 'প্রহসিতম্' ইত্যাদি শ্লোকে গোপীদের যে প্রেমোক্তি তার দ্বারাই পূর্বে অবর্ণিত তাঁদের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের পূর্বরাগ শ্রীমুনীন্দ্রের দ্বারা স্পষ্টীকৃত হল—গোপীদের প্রতি কৃষ্ণের যে অনুরাগ, তার বর্ণন তাদেরই অনুভব রীতিতে হলেই মহারসজনক হয়ে থাকে—এইরূপে অঙ্গসঙ্গের আসক্তি বিষয়ে কৃষ্ণের প্রতিই দোষারোপ করবার পর সেই প্রকারেই ১৩-১৪ শ্লোকে প্রার্থনাদ্বয় উপসংহার করতে গিয়ে নিজেদের গীতেই জাত কামে ক্ষুভিত হয়ে পুনরায় প্রার্থনা করছেন—প্রণত ইতি দুইটি শ্লোকে—

প্রণতকামদং—প্রণত নলকুবের, কালিয়নাগ, নাগপত্নী প্রভৃতির অভীষ্টপ্রদ,—এইরূপে প্রণতদের সর্বার্থ-প্রদত্ত বলা হল। **অতএব পদ্মজার্চিতম্**—ব্রহ্মার দ্বারা অর্চিত পদ—বনভোজন লীলায় কৃষ্ণের গোধন ও সখাদের হরণ করবার পর কৃষ্ণের মঞ্জুমহিমা দেখে ব্রহ্মা স্তব করতে লাগলেন, বা কৃষ্ণ যখন সন্ধ্যায় সখাগণ সঙ্গে বন থেকে ঘরে ফিরছেন, সেই সময় ব্রহ্মাদি দেবগণ নিত্যই আকাশপথে এসে তাঁর পাদবন্দনা করছেন—(শ্রীভা° ১০।৩৫।২২), বা ব্রহ্মা বিশ্বরক্ষার জন্য কৃষ্ণের নিকট প্রার্থনা করেছেন, এই ধরাতলে অবতরণের জন্য—এইরূপে ব্রহ্মার দ্বারা অর্চিত পদ—এর দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের পরমমৈশ্বর্য প্রকাশিত হচ্ছে। **ধরণিমণ্ডনং**—সুন্দর অসাধারণ লক্ষণ ধ্বজাদি দ্বারা ভূতল ভূষিতকারী (পাদপদ্ম)—এর দ্বারা পাদপদ্মের সৌন্দর্য ও কৃপালুতা ধ্বনিত হল। **ধ্যেয়মাপদি**—আপদ্ সময়ে ধ্যেয়—ইন্দ্রকৃত ঝড়জলের সময় ব্রজবাসিদের অনুভব হয়েছে যে এই পাদপদ্ম সর্ব আপদ্ নিবর্তক। **শন্তমং**—সেবা কালেও পরমসুখতম এই পাদপদ্ম যে সর্বার্থ সাধনস্বরূপ, তা বলবার পর এখন এই 'শন্তমা' পদে বলা হচ্ছে, পরমফলস্বরূপও। এইরূপে এখানে পাদপদ্মকে দুঃখহানি ও সুখপ্রাপ্তির কারণরূপে যে কথা বলা হল, সেই অনুসারেই 'হে রমণ, হে আধিহন্' এই সম্বোধন দ্বয়কে বিচার করতে হবে—অতএব আমাদের বিরহাদি ব্যথা নাশ কর ও বিচিত্র বিহারাদি দ্বারা সুখও সম্পাদন কর, এরূপ ভাব। জী° ১৩॥

১৪। **সুরতবর্দ্ধনং শোকনাশনং**
স্বরিতবেণুনা সুষ্ঠু চুম্বিতম্।
ইতররাগবিস্মারণং নৃণাং
বিতর বীর নস্তেঽধরামৃতম্॥

১৪। **অন্বয়ঃ** [হে] বীর! সুরতবর্দ্ধনং শোকনাশিনং স্বরিতবেণুনা সুষ্ঠু চুম্বিতং নৃণাং (মনুষ্যমাত্রাণাং ইতররাগ বিস্মারণং তে (তব) অধরামৃতং বিতর (দেহি)।

১৪। **মূলানুবাদঃ** (আরও ওহে বৈদ্যশিরোমণে! কামরোগে মূর্চ্ছিত আমাদিকে কোনও কিছু ঔষধ প্রদান কর, এই আশয়ে বলছেন—) হে দানবীর! তোমার অধরামৃত স্ত্রী আমাদিকে প্রদান কর, যা সম্ভোগের পুষ্টিকারক, বিরহপীড়াহারী, ধ্বনিত বাঁশের বাঁশিদ্বারা সুষ্ঠুচুম্বিত, ইতররাগ-ভ্রান্তিকারক।

১৩। **শ্রীবিশ্ব টীকা ঃ** নন্থ, যদ্যহং সদা দুঃখয়াম্যেবেতি নিশ্চিনুধ্বে তর্হি নং ময়া যুষ্মাকমিতি তৎকোপমাশঙ্ক্য হন্ত হন্ত স্বকর্ম্মফলদুঃখান্ধাভিস্বয্যপি দোষ আরোপিত ইত্যনুতপ্য তং প্রসাদয়িতুং সর্ব্বসুখদত্বেন স্তবন্ত্যস্তয়ৈবাস্মাকং প্রয়োজনমিতি দ্যোতয়ন্ত্যঃ স্বদুঃখোপশমনং প্রার্থয়ন্তে। প্রণতেতি দ্বাভ্যাম্। প্রণতানামপরাধীভূয়াপি নম্রাণাং কালিয়তৎপত্ন্যাদীনাং কামদং প্রদ্মজেন ব্রহ্মণা স্বাপরাধোপশমনার্থমর্চ্চিতমতোঽস্মাকমপরাধঃ ক্ষম্যতামিতি ভাবঃ। ধরণিমণ্ডনমিত্যস্মৎ কুচানপি তেষু চরণার্পণেন মণ্ডয়েতি ভাবঃ। ধ্যেয়মাপদীতি "অনেন সর্ব্বদুর্গাণি যূয়মঞ্জস্তরিষ্যথে"তি গর্গোক্তেরিতি, আপদোঽস্মাংস্ত্রায়স্বেতি ভাবঃ। সর্ব্বত্র হেতুঃ। শন্তমং সর্ব্বকল্যাণরূপং সর্ব্বসুখরূপঞ্চ। আধিহন্, আধিং হন্তমিত্যর্থঃ নচ স্তনেষু চরণার্পণে তব কোঽপি শ্রমঃ প্রত্যুত সুখমেবেত্যাহুঃ—হে রমণ, রিরংসোস্তব তেনৈবাভীষ্টসিদ্ধির্ভাবিনীতি ভাবঃ। বি° ১৩॥

১৩। **শ্রীবিশ্ব টীকানুবাদঃ** কৃষ্ণ যেন বলছেন, যদি আমি সর্বদা তোমাদের দুঃখই দিচ্ছি এরূপ মনে করে থাক, তবে আমাকে দিয়ে তোমাদের কি প্রয়োজন? —এরূপ কোন আশঙ্কা করে গোপীগণ অনুতাপ করতে লাগলেন, হায় হায় স্বকর্মফল-দুঃখে অন্ধ আমরা প্রিয়তমের উপরও দোষ রোপ করছি- এইরূপে অনুতাপ করে তাঁকে প্রসন্ন করার জন্য স্তব করতে লাগলেন সর্বসুখদরূপে—তোমাকে দিয়েই আমাদের প্রয়োজন, এরূপ ভাব প্রকাশ করত নিজেদের দুঃখ উপশমের জন্য প্রার্থনা করছেন প্রণত ইতি দুইটি শ্লোকে। **—প্রণতানাম্ কামদং**- অপরাধী হয়েও নম্র কালিয় ও তার পত্নী প্রভৃতিদের অভীষ্টপ্রদ (পাদপদ্ম)। **পদ্মজার্চ্চিতং**—নিজ অপরাধ উপশমের জন্য ব্রহ্মা এই পাদপদ্ম অর্চন করে ক্ষমা লাভ করেছিলেন; অতএব প্রার্থনা, আমাদের অপরাধও ক্ষমা কর, এরূপ ভাব। **ধরণিমণ্ডনং**—এখানে কথার ধ্বনি হল, ধরণীর অলঙ্কার স্বরূপ তোমার পাদপদ্ম আমাদের কুচে অর্পণ কর। **ধ্যেয়মাপদি**—বিপদে ধ্যেয়—"এই বালক তোমাদের সকল বিপদ থেকে অনায়াসে উদ্ধার করবে।" এই গর্গোক্তি অনুসারে আমরা প্রার্থনা করছি এই আপদ থেকে আমাদের ত্রাণ কর, এরূপ ভাব। সর্বত্র হেতু হল **শন্তমং**—তোমার

পাদপদ্ম সর্বকল্যাণরূপ ও সুখরূপ। **আধিহন**—হে মনোদুঃখ বিনাশন—স্তনে শ্রীচরণ-অর্পণে তোমার কোনও শ্রমও নেই, পরন্তু সুখই হয়, এই আশয়ে বলা হচ্ছে, হে রমণ! এই পাদপদ্মের অর্পণের দ্বারাই রমণেচ্ছু তোমার অভীষ্ট সিদ্ধি হবে, এরূপ ভাব। বি° ১৩॥

১৪। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা :** অধরামৃতং অধর এবামৃতং তৎ সুরতং প্রেমবিশেষময়সম্ভোগেচ্ছাং বর্দ্ধয়তীতি তথা তৎ ইতি মধ্বাদিবন্মাদকত্বমুক্তা মুহুর্লব্ধেঽপি তস্মিন্নতৃপ্তিঃ সূচিতা। নিজধার্ষ্ট্যাদিকঞ্চ পরিহৃতং, শোকং ত্বদপ্রাপ্তিদুঃখস্যানুভবমপি নাশয়তি, বিস্মারয়তীতি তথা তদিতি চোক্তম্। ইতররাগবিস্মারণন্তু নৃণামপি, কিমুত নারীণাং, তাস্বপ্যস্মাকন্তু তদ্বিস্মারণমিতি কিং বাচ্যং, শাশ্বতস্পৃহয়া তদত্যন্তাভাবস্যাপি সম্পাদকমিত্যর্থঃ। তদেব প্রমাণয়ন্তি—স্বরিতেতি। বেণোঃ পুংভাবেন খ্যাতত্বাত্তেষাং তৎপ্রাপ্তিস্তাম্বূলচর্ব্বিতাদি-সম্বন্ধেন তদীয়রসে তদুপচারাৎ ক্রমতস্ত্রয়েণ স্বেচ্ছাবর্দ্ধন-দুঃখান্তরস্ফূর্ত্তিনাশন-বিষয়ান্তরবিস্মরণানি উক্তা তস্য পরমপুরুষার্থত্বং দর্শিতম্; এবমর্থত্রয়মেব পূর্ব্বপদ্যেঽপি দর্শিতমিত্যেকার্থঞ্চ জ্ঞেয়ম্, ন চ তবাদেয়ং কিঞ্চিদস্তীত্যাশয়েনাহুঃ—বীর হে দানশূরেতি। অন্যৈস্তৈঃ। তত্র নাদামৃতবাসিতমিতি বেণুদ্বারা সুষ্ঠু গায়কমিত্যর্থঃ। ইদঞ্চ লোভবিশেষোৎপাদকতাগমকম্। সুগায়নস্য শ্রোতৃষু সুখাদিনা স্পর্শাদীচ্ছাজনকত্বাৎ, তত্র চামৃতস্যাপ্যমৃতবাসিতত্বং গন্ধযুক্তিন্যায়েন পরস্পর-কিঞ্চিদ্বৈলক্ষণ্যাদিতি জ্ঞেয়ম্; যদ্বা, স্বরিতেন সংজাত-ষড়জাদিস্বরেণ বেণুনা চুম্বিতমিতি তস্য মাদকত্বমেব দর্শিতম্। বেণোস্তচ্চুম্বনং গানপৌনঃপুন্যেন বৈজাত্যাভিব্যক্তেস্তৎসম্পর্কজস্বরেণাপি জগতোঽপ্যুন্মাদকত্বাভিব্যক্তেশ্চ। জী° ১৪॥

১৪। **শ্রীজীব বৈ°তো° টীকানুবাদ :** **কৃষ্ণ অধরামৃতম্**—[অধর = উপর-নীচ দুই ওষ্ঠ] অধরই অমৃত। **সুরতবর্দ্ধনং**—এই অধরামৃত প্রেমবিশেষময় সম্ভোগেচ্ছা বাড়িয়ে তোলে, এইরূপে ইহার মদ্য প্রভৃতির মতো মাদকতা বলা হল, আরও এই অমৃত বার বার লাভ হলেও এতে যে অতৃপ্তি থেকে যায়, তাই সূচিত হল। আরও এই কথায় গোপীদের নিজের বাক্‌চাতুর্যও পরিহৃত হল। **শোকনাশন**—কৃষ্ণ-অপ্রাপ্তি দুঃখের অনুভবও নাশ করে অর্থাৎ ভুলিয়ে দেয় এই অমৃত। **নৃনাং ইতরাগবিস্মারণম্**—পুরুষদেরই ইতর বিষয়ে আসক্তি ভুলিয়ে দেয়, নারীদের কথা আর বলবার কি আছে? নারীমাত্রকেই ভুলিয়ে দেয়, আমাদের যে ভুলাবে এতে আর বলবার কি আছে? অর্থাৎ তোমার নিজ বিষয়ে আমাদের চিত্তে যে নিত্যস্পৃহা বর্তমান, তা ইতররাগের অত্যন্ত অভাবেরও সম্পাদক। পুরুষদের যে ভুলিয়ে দেয়, তাই প্রমাণ করা হচ্ছে, 'স্বরিতবেণুনা সুষ্টুচুম্বিতম' [অর্থাৎ ধ্বনিত বেণুদ্বারা সুষ্ঠু আস্বাদিত] বাক্যে—বেণু পুরুষ জাতি বলে খ্যাত হওয়া হেতু তার অন্য পুরুষের অধরামৃত প্রাপ্তি তাম্বূল-চর্বিতাদি সম্বন্ধেই হয়ে থাকে এই তাম্বূলরসে অধরামৃতের আরোপ হেতু। ক্রমানুসারে সুরতবর্ধন, শোকনাশন, নরগণের ইতররাগ-বিস্মারণ অর্থাৎ স্বীয় ইচ্ছার বর্ধন, দুঃখান্তর স্ফূর্তি নাশন ও বিষয়ান্তর বিস্মারণ—এই তিনটি বিশেষণে অধরামৃতের পরমপুরুষার্থতা দর্শিত হল। এইরূপ অর্থত্রয় পূর্ব পদ্যেও দেখান হয়েছে—সুতরাং এ-দুই একার্থবাচক, এরূপ বুঝতে হবে। এই অধরামৃত দান সবটুকুই হয়, অবশেষ কিছু থাকে না, তাই বলা হল **বীর**—হে দানশূর।

আর যা কিছু স্বামীপাদ বলছেন।

স্বামিপাদের টীকায় অধরামৃতকে বেণুনাদরূপ অমৃতে সুবাসিত বলা হয়েছে—এর অর্থ, এই অধরামৃত বেণুদ্বারে হয়ে উঠে সুষ্ঠু গায়কস্বরূপ, আরও এই অধরামৃত লোভবিশেষ উৎপাদকস্বরূপে এই গানের 'গমক' অর্থাৎ স্বরকম্পনের ভাবও ধারণ করে, কারণ সুগায়কের স্বরকম্পনাদিতে শ্রোতাদের হৃদয়ে সুখাদি উদ্গমে স্পর্শাদির ইচ্ছা-জনক ভাব থাকে। এ বিষয়ে আরও বলবার কথা এই যে অধরামৃত নাদরূপ অমৃতের দ্বারা বাসিত হলেও পরস্পরে কিঞ্চিৎ বিলক্ষণতা প্রভৃতি ধরা পড়ে গন্ধযুক্তি ন্যায়ে। অথবা, স্বামিপাদের টীকার 'স্বরিতেন' অর্থাৎ 'সংজাত-ষড়জাদি স্বরযুক্ত বেণুদ্বারা চুম্বিত' বাক্যে অধরামৃতের মাদকতা দেখান হল। বেণুর সেই চুম্বন গান-প্রবাহদ্বারা বৈজাত্য অভিব্যক্তি হেতু তার সম্পর্কিত স্বরে জগতেরও উন্মাদক ভাব অভিব্যক্ত হয়। জী° ১৪॥

১৪। **শ্রীবিশ্ব টীকা** ঃ কিঞ্চ, ভো ধন্বন্তরিপ্রতিম, ভিষক্‌শিরোমণে কামরোগমূর্চ্ছিতাভ্যোঽস্মভ্যং কিমপ্যৌষধং দেহীত্যাহুঃ,—সুরতবর্দ্ধনমিতি। পুষ্টিকরত্বং শোকনাশনমিতি পীড়াহরত্বং তস্যোক্তম্। নচ তদপি মহার্ঘ্যং মূল্যং বিনৈব কথং দেয়মিতি বাচ্যং দানবীরেণ ত্বয়া তদপি নিকৃষ্টায় নিষ্প্রাণায়াপি সপ্রাণীকর্ত্তুং বিনৈব মূল্যং দীয়ত এবেত্যাহুঃ,—স্বরিতেন নাদিতেন বেণুনা কীচকেনাপি সুষ্ঠু সম্যক্‌তয়া চুম্বিতং স্বাদিতম্! নন্থ ধনজনকুটুম্বাদ্যাসক্তিরেবাত্র কুপথ্যং তদ্বতে জনায়ৈতন্ন দীয়তে তত্রাহুঃ,—ইতররাগবিস্মারণম্। ইতরবস্তুষ্বেতদেব রাগমাসক্তিং বিস্মারয়তীতদ্ভেুতমৌষধমিদং যৎ কুপথ্যান্নিবর্ত্তয়তীত্যস্মাভিরনুভূয়ৈব দৃষ্টমিতি ভাবঃ। নৃণাং মনুষ্যজাতি স্ত্রীণাং বিতর দেহি হে বীর, দানবীর দয়াবীরেতি বা। বি° ১৪॥

১৪। **শ্রীবিশ্ব টীকানুবাদ** ঃ আরও ওহে ধন্বন্তরি সম বৈদ্যশিরোমণে, কামরোগে মূর্চ্ছিত আমাদিকে কোনও অনির্বচনীয় ঔষধ প্রদান কর, এই আশয়ে বলা হচ্ছে **সুরতবর্দ্ধনম্ ইতি**—সম্ভোগের পুষ্টিকারক, **শোকনাশনম্**—বিরহপীড়াহারী। তোমার এ অধরামৃত যে মহার্ঘ, তাও নয়—মূল্য বিনাই কি করে দিব, এ বলতে পার না—**বীর**—দানবীর তুমি বিনামূল্যেই ইহা দিয়ে থাক, অতি নিকৃষ্ট নিষ্প্রাণদেরও প্রাণ উচ্ছলিত করে তুলবার জন্য, এই আশয়ে বলা হচ্ছে, **স্বরিতবেণুনা**—ধ্বনিত বাঁশের বেণুদ্বারাও **সুষ্ঠু চুম্বিতম্**—'সু' সম্যক প্রকারে আস্বাদিত। কৃষ্ণ যেন প্রশ্ন উঠাচ্ছেন, ধনজন কুটুম্বাদির আসক্তিই এখানে কুপথ্য, এই কুপথ্যকারী জনদের ইহা দেওয়া হয় না, এই আশয়ে বলা হচ্ছে—**ইতররাগ বিস্মারণম্**—ইতর বস্তুতে যে আসক্তি, তা ভুলিয়ে দেয় এই অধরামৃতরূপ ঔষধ, ইহা এক অদ্ভুত ঔষধ, যা কুপথ্য থেকে জীবকে ফিরিয়ে আনে, এ আমরা অনুভব করে দেখেছি, এরূপ ভাব। **নৃণাং**—এই পদটি এখানে মনুষ্যজাতিকে উদ্দেশ্য করে ব্যবহার হয়েছে অর্থাৎ স্ত্রী আমাদের **বিতর**—এই অমৃত প্রদান কর। **হে বীর**—দানবীর, বা দয়াবীর। বি° ১৪॥

১৫। অটতি যদ্ভবানহ্নি কাননং
ত্রুটি যুগায়তে ত্বামপশ্যতাম্‌,
কুটিলকুন্তলং শ্রীমুখঞ্চ তে
জড় উদীক্ষতাং পক্ষ্মকৃদ্‌ দৃশাম্‌ ॥

১৫। **অন্বয়ঃ** যৎ (যদা) অহ্নি (দিনে) ভবান্ কাননং অটতি (গচ্ছতি) তদা ত্বাং অপশ্যতাং [অস্মাকং] ত্রুটিঃ (ক্ষণাংশমপি) যুগায়তে তে (তব) কুটিলকুন্তলং শ্রীমুখং উদীক্ষতাং (উচ্চৈরীক্ষমাণানাং) দৃশাং (চক্ষুষাং) পক্ষ্মকৃৎ [ব্রহ্মা] জড় এব।

১৫। **মূলানুবাদঃ** (আরও, আমাদের মন্দ ভাগ্যই দুঃখপ্রদ, সেখানে তুমি কি করতে পার? এই আশয়ে বলা হচ্ছে,—)

দিনের বেলায় যখন তুমি বৃন্দাবনে যাও তখন তোমাকে না দেখে বিরহ-তীব্রতায় ক্ষণাংশকালও আমাদের নিকট একযুগ বলে মনে হয়। আবার সায়ংকালে ঘরে ফেরার পথে যখন তোমার কুটিলকুন্তলাবৃত শ্রীমুখমণ্ডল দর্শন করতে থাকি তখন চোখের পক্ষ্মনির্মাতা বিধাতাকে বিবিকহীন বলে মনে হয়।

১৫। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকাঃ** যুগায়তে দুঃখসময়স্য দুরতিক্রমত্বেনেতি পরমদুঃখমতশ্চিরমদর্শনদুঃখমসহ্যমিতি সত্বরং দর্শনং দেহীতি ভাবঃ। অপশ্যতাং সর্ব্বেষামপি ব্রজজনানাং, কিমুতাস্মাকম্। কুটিলাঃ কুটিলাশ্চূর্ণকুন্তলা-শ্চূর্ণকুন্তলা উপরিভাগে যস্মিংস্তৎ। স্বতএব শ্রীযুক্তং মুখমুদীক্ষতাং চেতি চকারান্বয়ঃ; ভবত্বন্যেষাং পক্ষ্মকৃৎ উদীক্ষমাণানামপীত্যাক্ষেপার্থঃ। অন্যত্তৈঃ। যদ্বা, দুর্বিতর্ক্যপ্রকৃতে, কদাপি ত্বত্তোহস্মাকং ন কিঞ্চিৎ সুখং জাতং, প্রত্যুতাদর্শনকালেহপি দুঃখমেবেত্যাহুঃ—অটতীতি পূর্ব্বার্দ্ধেনাদর্শনকালে দুঃখমুক্তম্। দর্শনকালেহপি দুঃখমাহুঃ—কুটিলেতি; জড়ঃ অনভিজ্ঞঃ, অনিমিষত্বাকারণাৎ শপনীয় ইতি শেষঃ। যদ্বা, উদীক্ষমাণানাং সতাং পক্ষ্মকৃৎ, কৃতী ছেদনে, যঃ পক্ষ্মাণি কৃন্ততি, স এব, অজড়ঃ রসজ্ঞঃ বিদ্বান্ বা। যদ্বা, সুদৃশাং পক্ষ্মচ্ছিদেবাজড়ঃ স এব চ উদীক্ষতাম্ উচ্চৈঃ পশ্যতু বয়ন্ত পক্ষ্মচ্ছন্নদৃশো জড়াঃ সাক্ষদপি কিং পশ্যামেতি ভাবঃ। জী০ ১৫ ॥

১৫। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকানুবাদঃ যুগায়তে**— (ক্ষণাংশকালও) একযুগ বলে মনে হয় —দুঃখ সময়ের দুরতিক্রমণীয়তা হেতু, ইহা পরমদুঃখময়; কাজেই দীর্ঘ অদর্শন দুঃখ অসহ্য —তাই বলছি সত্বর দর্শন দান কর, এরূপ ভাব। **ত্বাং অপশ্যতাম্‌**—তোমাকে দেখতে না-পাওয়া ব্রজজন সকলেরই (বিরহ দুঃখ) —আমাদের কথা আর বলবার কি আছে? **কুটিলকুন্তলং**—উপরিভাগে যাঁর চূর্ণ কুন্তল সেই **শ্রীমুখং**—স্বতঃই সর্বশোভাযুক্ত মুখ **উদীক্ষতাং** —উৎকণ্ঠার সহিত নিরীক্ষণকারিণী (আমাদের চক্ষুর পক্ষ্মনির্মাতা)—অন্যদের পক্ষ্মনির্মাতা হয় তো হোক, কিন্তু তাই বলে উৎকণ্ঠার সহিত নিরীক্ষণকারিণী আমাদেরও হবে? এইরূপ আক্ষেপ ধ্বনিত হচ্ছে। আর যা কিছু তা স্বামিপাদ বলছেন—হে দুর্বিতর্ক প্রকৃতে! তোমার থেকে আমাদের কখনও কিঞ্চিৎ সুখও হয় না, প্রত্যুত দর্শনকালেও দুঃখই হয়ে থাকে, এই আশয়ে বলা হচ্ছে। **অটতি ইতি**— যখন বনে যাও, তখন বিরহে ক্ষণকাল যুগসম হয়—এইরূপে শ্লোকের প্রথম দু

লাইনে অদর্শন কালের দুঃখ বলা হল। আর দর্শন-কালেরও দুঃখ বলা হচ্ছে পরের দু লাইনে, **কুটিল ইতি** —প্রাণভরে যে দেখব, তা জড় অর্থাৎ অনভিজ্ঞ ব্রহ্মা দিলেন চক্ষুর পাতায় লোম, এক আবরণ, এজন্য তাকে শাপ দেওয়াই উচিত। অথবা, উৎকণ্ঠায় নিরীক্ষণকারী সাধুদের **পক্ষ্মকৃৎ**— 'কৃতী ছেদনে' যিনি চোখের পাতার লোম কেটে দেন, তিনি নিশ্চয়ই 'অজড়' রসজ্ঞ বা বিদ্বান। অথবা, যাঁদের চোখের পাতার লোম কাটা হয়েছে, তারা 'অজড়ঃ' বিদ্বান, তাঁরাই যত খুশী দেখুন-না। আমাদের চক্ষু লোমে ঢাকা, প্রিয়তম চোখের সামনে এলেই বা আমরা কি দেখব? এরূপ ভাব। জী° ১৫॥

১৫। **শ্রীবিশ্ব টীকা** ঃ কিঞ্চাস্মাকং দুরদৃষ্টমেব দুঃখদং তত্র ত্বং কিং কুর্য্যা ইত্যাহঃ—যৎ যদা ভবান্ কাননং বৃন্দাবনমটতি গচ্ছতি তদা ত্বামপশ্যতামস্মাকং গোপীজনানাং ত্রুটিঃ ক্ষণস্য সপ্তবিংশতিশততমো ভাগঃ সোঽপি যুগতুল্যো ভবতি। ক্লীবত্বমার্ষম্। দিবসে ত্রৈমাসিকমেব ত্বদ্বিরহদুঃখং সর্ব্বেষাং ব্রজজনানাং অস্মাকন্তু তএব ত্রয়ো যামাঃ শতকোটিযুগপ্রমাণা যদ্ভবন্ত্যত্র দুরদৃষ্টং বিনা কিমন্যৎ কারণং ভবেদিতি ভাবঃ। পুনশ্চ কথঞ্চিদ্দিনান্তে শ্রীমন্মুখং তব উদীক্ষতামুৎকণ্ঠয়া ঈক্ষমাণানাং তেষামেব গোপীজনানাং দৃশাং পক্ষ্মকৃৎ পক্ষ্মস্রষ্টা বিধাতা জড়ো নির্ব্বিবেকো দুঃখং করোতীতি শেষঃ। এবঞ্চ ত্বদদর্শনে দুষ্পার এব দুঃখসিন্ধুঃ, দর্শনে তু পক্ষ্মোদ্ভবো নিমেষ এব যো দর্শন-বিরোধী সোঽপি নবশতত্রুটিপ্রমাণো ভবন্নবশতযুগায়তে ইত্যুভয়থাপি দুঃখং দুরদৃষ্টবশাদেবেতি ভাবঃ। "ত্রসরেণুত্রিকং ভুঙ্‌ক্তে যঃ কালঃ সঃ ত্রুটিঃ স্মৃতঃ। শতভাগস্তু বেধঃ স্যাত্তৈস্ত্রিভিস্তু লবঃ স্মৃতঃ। নিমেষস্ত্রিলবো জ্ঞেয় অম্লাতাস্তে ত্রয়ঃ ক্ষণঃ" ইতি মৈত্রেয়ঃ। যদ্বা, কৃতী ছেদনে। দৃশাং স্বচক্ষুষাং পক্ষ্মকৃৎ পক্ষ্মচ্ছেত্তা অজড়শ্চতুরো জনস্তে শ্রীমুখমুদীক্ষ-তামুৎকর্ষেণ পশ্যতু নতু বয়মচতুরা ইতি ভাবঃ। বি° ১৫॥

১৫। **শ্রীবিশ্ব টীকানুবাদ** ঃ আরও আমাদের মন্দভাগ্যই দুঃখপ্রদ, সেখানে তুমি কি করতে পার? এই আশয়ে বলা হচ্ছে, **অটতি ইতি**—'যৎ' যখন তুমি বৃন্দাবনে যাও তখন তোমাকে না দেখে **ত্রুটি**—ত্রুটিকাল অর্থাৎ ক্ষণকালের ২৭ শততমো ভাগের যে একভাগ সময়, তাও গোপীজন আমাদের নিকট যুগতুল্য হয়ে থাকে। দিবসে ব্রজবাসি সকলের নিকট প্রহরত্রয় সময় তিন মাসের মত মনে হয় তোমার বিরহ-তীব্রতায়, কিন্তু এই প্রহরত্রয়ই আমাদের নিকট যে হয়ে উঠে শতকুটি যুগপ্রমাণ, তাতে মন্দভাগ্য বিনা অন্য কি কারণ হতে পারে, এরূপ ভাব। পুনরায় কোনও প্রকারে দিন-অবসানে তোমার শ্রীমুখ উৎকণ্ঠার সহিত দর্শনকারিণী গোপীদের নেত্রলোমরূপ আচ্ছাদন-স্রষ্টা নির্বিবেক বিধাতা দুঃখ দিয়ে থাকে। — এইরূপে তোমার দর্শনেও দুঃখসিন্ধু দুষ্পারই হয়ে থাকে। নেত্রলোমজনিত নিমেষই দর্শনবিরোধী হয়ে থাকে, এই নিমেষ মাত্র সময়ই নবশত ত্রুটিপ্রমাণ হয়ে নবশত যুগসম হয়ে থাকে। — এইরূপে দর্শন-অদর্শন উভয় প্রকারেই দুঃখ হয়ে থাকে মন্দভাগ্যবশেই, এরূপ ভাব। মৈত্রেয়ের উক্তি—"সূর্যরূপে তিনটি ত্রসরেণুর অতিক্রম কালকে ত্রুটি বলে [ত্রুটি $\frac{1}{1687500}$ সেকেণ্ড] এই ত্রুটির শতভাগ বেধ। তিন বেধে এক লব। তিন লবে এক নিমেষ। তিন নিমেষে একক্ষণ॥" অথবা **দৃশাং পক্ষ্মকৃৎ**—দর্শনকালে যারা

১৬। পতি-সুতান্বয়-ভ্রাতৃ-বান্ধবান্
অতিবিলঙ্ঘ্য তেঽন্ত্যচ্যুতাগতাঃ।
গতিবিদস্তবোদ্‌গীতমোহিতাঃ
কিতব যোষিতঃ কস্ত্যজেন্নিশি॥

অন্বয় ঃ [হে] অচ্যুত! গতিবিদঃ তব উদ্‌গীতমোহিতাঃ (উচ্চৈঃ গীতেন মোহিতাঃ বয়ং) পতি-সুতান্বয়ভ্রাতৃবান্ধবান্ অতিবিলঙ্ঘ্য (অমাদৃত্য) তে (তব) অন্তি (সমীপে) আগতাঃ। কিতব! (হে কপটিন্!) নিশি যোষিতঃ কঃ ত্যজেৎ॥

১৬। **মূলানুবাদ** ঃ (গৃহমধ্যে অবরুদ্ধা গোপীগণ সমস্ত বাধা অতিক্রম করত কৃষ্ণের নিকট এসে বলতে লাগলেন—)

হে অচ্যুত! তোমার বেণুর উচ্চগীতে মোহিত আমরা নিজ নিজ দশমীদশা আগত প্রায় বুঝতে পেরে পতি-পুত্র বন্ধু-বান্ধব সকলের নিষেধ অতিক্রম করত তোমার নিকট এসেছি, আর ফেরার মুখ না রেখে। হে শঠ! এই রাত্রিকালে নিজে নিজে আগতা ভীরু যুবতি নারীকে নির্দয় ছাড়া কে ত্যাগ করে? কেউ করে না।

নিজ চক্ষের নেত্রলোমরূপ আচ্ছাদন ছেদন করেন তাঁরা 'অজড়' চতুরজন, তারাই শ্রীমুখ ভাল করে দেখুন-না, আমরা অচতুরজন তো পারি না, এরূপ ভাব।বি° ১৫॥

১৬। **শ্রীজীব বৈ তো টীকা** ঃ এবঞ্চ সতি তদেতদত্য কৃতমত্যন্তমযুক্তমিত্যাহুঃ—পতীতি। বান্ধবা মাতাপিত্রাদয়ঃ, অতি তেষাং বাক্যাতিক্রমাৎ স্নেহাদি-পরিত্যাগাচ্চাতিশয়েন বিশেষেণ চ ধর্ম্মাদ্যনপেক্ষয়া সমূলত্বেন লঙ্ঘয়িত্বাহতিক্রম্য। আগমনে হেতুঃ—তবোদগীতমোহিতা ইতি হরিণ্য ইবেতি ভাবঃ। ন চ যাদৃচ্ছিকমুদ্‌গীতমপি তু জ্ঞানপূর্ব্বকমেবেত্যাহুঃ—গতিবিদ ইতি, অস্মদাগমনং জানত ইতি ভাবঃ। যদ্বা, নন্থ ভবত্যঃ পরমধীরা গীতমাত্রেন কথং মোহিতাঃ? তত্রাহুঃ—গীতগতিবিশেষান্ জানত ইতি। যৈঃ 'শক্রশর্ব্বপরমেষ্ঠিপুরোগাঃ' (শ্রীভা ১০।৩৫।১৫) ইতি ভাবঃ; যদ্বা, ভবত্যো বিদগ্ধা মমৈতাদৃশং স্বভাবমপি জানন্তীতি কথং ন সাবধানা জাতাঃ? তত্রাহুঃ—ত্বৎস্বভাববিদোঽপি বয়মিতি, মোহনমন্ত্রপ্রায়ত্বাত্তদ্‌গানস্যেতি ভাবঃ। অহো তদপ্যাস্তাং, স্বয়মেব তথানীতা যোষিতঃ পুনর্নিশি কস্ত্যজেৎ? সম্ভাবনায়াং লিঙ্, ন কোঽপীত্যর্থঃ। অতএব হে কিতব, বঞ্চনাশীল, অনেনান্যোঽপি কিতবঃ কস্ত্যজেৎ? সর্ব্বস্যাপি তস্য কৈতবে লব্ধেনৈবার্থেন স্বব্যবহারসাধকত্ব ভবতু, তস্যাপি তিরস্কারিত্বমিতি তত্রাপি বিশেষঃ। অতএব হে অচ্যুত, স্বগুণাদব্যভিচারিন্নিতি সান্বয়ৈব তবৈষা সংজ্ঞেতি ভাবঃ। জী° ১৬॥

১৬। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদ** ঃ দিনের পর দিন যখন এরূপ চলছে, তখন তুমি আজকে যা করছ, তা অত্যন্ত অন্যায়, এই আশয়ে বলা হচ্ছে, পতি ইতি। **বান্ধবান্**—বাপ-মা প্রভৃতিকে। **অতিবিলঙ্ঘ্য**—'অতি' তাদের নিষেধ অতিক্রম হেতু স্নেহাদি পরিত্যাগ হেতু অতিশয়-রূপে এবং 'লঙ্ঘনের' পূর্বে 'বি' শব্দ প্রয়োগে বিশেষভাবে লঙ্ঘন করে অর্থাৎ ধর্মাদি অপেক্ষা না করে সমূলভাবে অতিক্রম করে এসেছি। আগমনে হেতু—তোমার মধুর বেণুগানে মোহিত

হয়ে এসেছি, হরিণীর মতো এরূপ ভাব। এই কর্ণরসায়ন গান যে, যাদৃচ্ছিক ভাবে উঠেছে, তাও নয়, সব জেনে শুনেই তুমি উঠিয়েছ, এই আশয়ে বলা হচ্ছে, **গতিবিদ, ইতি**—আমাদের আগমন কারণ তুমি জান।

অথবা, আচ্ছা ওহে গোপীগণ তোমরা তো পরমধীর, গীতমাত্রেই কি করে মোহিত হলে? এরই উত্তরে—ওহে বেণুধারী, 'গীতমাত্রই' কি বলছ? তোমার বেণুরবের অদ্ভুত ভাব তোমার তো জানাই আছে, 'যার শ্রবণে ব্রহ্মাশিবাদি দেবতাগণ পর্যন্ত মোহিত হয়ে থাকেন'—শ্রীভা০ ১০।৩৫।১৫।

অথবা, ওহে গোপীগণ তোমরা তো বিদগ্ধজন, আমার এতাদৃশ স্বভাব ভালভাবেই জান, তবে কেন সাবধান হওনি। এরই উত্তরে, তোমার স্বভাব জেনে শুনেও তোমার এই বেণুগান মোহনমন্ত্র-প্রায় হওয়া হেতু, তার আকর্ষণেই ছুটে এসেছি। অহো এও থাকতে দেও, নিজে নিজেই তথা আগতা যুবতীকে এই গভীর রাত্রিতে কে ত্যাগ করে, কেউ করে না। অতএব **হে কিতব**—তুমি এক বঞ্চন স্বভাবের লোক—এই সম্বোধনের দ্বারা অন্য অর্থও প্রকাশ করলেন, যথা—কোন্ বঞ্চক রাত্রিতে এমন যুবতী ত্যাগ করে? সকল কপটীরই তার কপটতায় লব্ধ অর্থ নিজ ব্যবহার-সাধক হয়ে থাকে—কপটতায় ডেকে আনা আমরা তোমার কোন কাজেই লাগলাম না—তোমার এই নিরর্থক কপটতা নিন্দনীয়ই, এ বিষয়েও তোমার বিশেষত্ব। অতএব **হে অচ্যুত**—হে স্বগুণ থেকে চ্যুতি রহিত অর্থাৎ নিজ শঠতাগুণে স্থির- নিজস্ব অনুবৃত্তি হেতুই তোমার এই নাম। জী০ ১৬॥

১৬। **শ্রীবিশ্ব টীকা ঃ** যাশ্চ বেণুবাদনসময়ে পতিভিরন্তর্গৃহনিরুদ্ধা আসংস্তাঃ সের্ষ্যমাহুঃ—পতীতি। গতিমন্তিমাং স্বাসাং দশমীং দশাং বিদন্তীতি তা বয়মন্তি ত্বদন্তিকমায়াতাঃ। হে অচ্যুত, অত্রাপি চ্যুতোঽভূস্তৎ কিং বিপরীতলক্ষণয়ৈব ত্বমচ্যুত নামেতি ভাবঃ। তর্হি কিমাগতা ইতি চেদুদগীতেন মোহিতাঃ হতবিবেকীকৃতাঃ। এবঞ্চেত্তর্হি রে মূঢ়াঃ, সহধ্বং বেদনামিতি তত্রাহুঃ,—হে কিতব, শঠ, এবম্ভূতা যোষিতো নিশি স্বয়মাগতা ভীরুস্ত্বাং নির্দ্দয়মৃতে কস্ত্যজেৎ ন কোঽপীত্যর্থঃ। যদ্বা, হে কিতব, হে মত্ত, নিশি আয়াতা যুবতীঃ কঃ খলু যুবা ত্যজেৎ অতস্ত্বং বঞ্চকোঽপি বঞ্চিত এবাভূরিতি ভাবঃ। "কিতবস্তু পুমান্ মত্তে বঞ্চকে কনকাহ্বয়ে" ইতি মেদিনী। বি০ ১৬॥

১৬। **শ্রীবিশ্ব টীকানুবাদ ঃ** যাঁরা কৃষ্ণের বেণুবাদন সময়ে পতিগণের দ্বারা গৃহমধ্যে অবরুদ্ধা হয়েছিলেন তারা সমস্ত বাধা উল্লঙ্ঘন করে কৃষ্ণের নিকট এসে ঈর্ষার সহিত বলতে লাগলেন (প্রণয়ে সন্দেহ জনিত গাত্রদাহ ঈর্ষা)— **গতিবিদঃ**— 'গতি' নিজ নিজ দশমীদশা 'বিদঃ' বুঝতে পেরে 'অন্তি আগতাঃ' তোমার নিকট এসেছি। **হে অচ্যুত**—এ অবস্থাতেও তুমি আমাদিকে দর্শনদান বিষয়ে চ্যুত হলে, তবে কি তুমি বিপরীত লক্ষণাতেই অচ্যুত নামধারী, এরূপ ভাব। যদি বলা হয়, তবে এলেই বা কেন? এরই উত্তরে, **উদ্গীতমোহিতাঃ**—তোমার বেণুর উচ্চগীতে আমরা যে হত-বিবেক হয়ে গিয়েছি। এরূপ যদি হয়েই থাক, তবে রে মূঢ়াগণ বেদনা সহ্য করতে

১৭। রহসি সংবিদং হৃচ্ছয়োদয়ং
প্রহসিতাননং প্রেমবীক্ষণম্।
বৃহদুরঃশ্রিয়ো বীক্ষ্য ধাম তে
মুহুরতিস্পৃহা মুহ্যতে মনঃ॥

১৭। **অন্বয়** ঃ রহসি (একান্তে) তে (তব) সাম্বিদং (সম্ভাষণং) হৃচ্ছয়োদয়ং (কামোদয়ং) প্রহসিতাননং প্রেমবিক্ষণং শ্রিয়োধাম (শোভাস্পদং) বৃহৎ উরঃ (বক্ষঃ) মুহুঃ বিক্ষ্য অতিস্পৃহা (অতিস্পৃহয়া) মনঃ মুহ্যতে।

১৭। **মূলানুবাদ** ঃ হে প্রিয়তম! নির্জন আলাপের দ্বারা উদ্বুদ্ধ, মধুর হাসিমাখা মুখের দ্বারা ও প্রেমনিরীক্ষণের দ্বারা রঞ্জিত তোমার কামোদর দেখে ও অতঃপর লক্ষ্মীর আবাসভূমি তোমার বিস্তীর্ণ বক্ষস্থল বার বার অত্যাবেশে চেয়ে দেখে আমাদের মন অতি লোভে মোহপ্রাপ্ত হচ্ছে।

থাক, এরূপ কথার আশঙ্কা করে গোপীরা বললেন, **হে কিতব**—হে শঠ! এরূপ নিশিতে নিজে নিজে আগতা ভীরু যুবতী নারীকে নির্দয় ছাড়া কে ত্যাগ করে, কেউ করে না, এরূপ অর্থ।

অথবা, **হে কিতব**—হে মত্ত! নিশিতে আগতা যুবতীকে কোন্ যুবা ত্যাগ করে? অতএব বুঝা যাচ্ছে তুমি নিজে বঞ্চক হয়েও আজ বঞ্চিত হলে, এরূপ ভাব। 'কিতব শব্দে মত্ত, বঞ্চক ইত্যাদি'—মেদিনী। বি০১৬॥

১৭। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকা** ঃ তে তব হৃদয়স্থ কামস্য উদয়ং বীক্ষ্য; কীদৃশম্? রহসি সম্বিৎ যত্র তম্। অলুক-সমাসঃ। তথা প্রকৃষ্টং হসিতং যস্মিন্নাননে, তদাননং যত্র, তথা প্রেম্ণা বীক্ষণং যত্র, তত্তাদৃশং তদনন্তরমুরশ্চ বীক্ষ্য তত্র। বৃহদিতি—গাঢ়ালিঙ্গনেচ্ছাকারকঃ সৌন্দর্য্যবিশেষ উক্তঃ। শ্রিয়ঃ সর্ব্বসম্পন্নিধেঃ স্বাভাবিক-পীতরেখারূপায়া ধামেতি চ বীক্ষ্যাস্মাকমতিস্পৃহেত্যস্মচ্ছব্দবাচ্যকর্ত্তৃকবীক্ষণস্পৃহায়াঃ ক্রিয়ায়া বীক্ষণস্য পূর্ব্বকালত্বাৎ ক্তদ্বাপ্রত্যয়ঃ। স্বাতন্ত্র্য-বিবক্ষয়া স্পৃহায়া এব বা বীক্ষণকর্ত্তৃত্বোপচারঃ। অত্রোদ্ভবতীতি শেষঃ। অতিস্পৃহেতি তৃতীয়াপদং বা, সম্পদাদিবদ্ভাবেঽপি ক্বিপ্। অতীস্পৃহয়া মনো মুহ্যতীত্যর্থঃ। অতিস্পৃহমিতি চিৎসুখঃ। অতিস্পৃহা চ তত্তদনুভবায়, তৎসঙ্গম-মাত্রায় বা। তয়া চ মনো মুহ্যতীতি স্পৃহায়াঃ পরমোৎকণ্ঠ্যং দ্যোত্যতে। যদ্বা, বীক্ষ্যেতি পূর্ব্ববৃত্তমিদং পূর্ব্বমপি তথা তথৈব ভবেৎ, অধুনা তত্তদতিশয়েন মরণমেবাসন্নমিতি ভাবঃ। এবং স্পৃহায়া দুর্নিবারত্বাদপ্রতিকার্য্যত্বম্, তেন নিজপরমদৈন্যঞ্চ সূচিতম্। জী ১৭॥

১৭। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকানুবাদ** ঃ **তে হৃচ্ছয়োদয়ং**—তোমার হৃদয়ের কামের উদয়। সেই কামোদয় কিরূপ? **রহসিসংবিদং**—নির্জন আলাপের দ্বারা উদ্বুদ্ধ, তথা **প্রহসিতাননম্**, মধুর হাসিমাখা মুখ যাতে বিরাজিত। তথা প্রেমের সহিত নিরীক্ষণ যাতে বিরাজিত—তাদৃশ কামোদয়। অতঃপর **বৃহদুরঃ**—'উরঃ' বক্ষোস্থল, তার মধ্যেও আবার 'বৃহৎ' গাঢ় আলিঙ্গনেচ্ছাকারক এইরূপে সৌন্দর্যবিশেষ বলা হল। **শ্রিয়ঃ**—স্বাভাবিক পীতরেখারূপ সর্বসম্পদ্-নিধির **ধাম**—

১৮। ব্রজবনৌকসাং ব্যক্তিরঙ্গ তে
বৃজিনহন্ত্র্যলং বিশ্বমঙ্গলম্।
ত্যজ মনাক্ চ নস্ত্বৎস্পৃহাত্মনাং
স্বজনহৃদ্রুজাং যন্নিষূদনম্॥

১৮। **অন্বয়ঃ** অঙ্গ (হে কৃষ্ণ) তে (তব) ব্যক্তি (অবতারঃ) ব্রজবনৌকসাং (ব্রজবনয়োঃ 'ওক' আবাসঃ যেষাং তেষাং) অলং অতিশয়েণ বৃজিনহন্ত্রী (দুঃখনিরসনী) বিশ্বমঙ্গলম্। [অতঃ] ত্বৎস্পহাত্মনাং নঃ স্বজন (অস্মাকম্ স্বজনানাং) হৃদ্রুজাং (হৃদয় রোগাণাং) যৎ নিষূদনং (বিনাশকং তৎ) মনাক্ (ঈষদপি) ত্যজ (বিতর)।

১৮। **মূলানুবাদঃ** (কেবল বিরহাগ্নিতে প্রাণ দহন করাই তোমার অভিপ্রায় নয়, কিন্তু নিজ অঙ্গসঙ্গ দানে প্রাণ-পালনও। এ বিষয়ে হেতু বলা হচ্ছে—) হে কৃষ্ণ! এই জগতে তোমার আবির্ভাব ব্রজবাসিদের অশেষ দুঃখনাশক ও বিশ্বজনের অতি মঙ্গল দায়ক। তোমাকে পাওয়ার লোভেই আমাদের মন পড়ে আছে। তোমার নিজজন আমাদের হৃদ্‌রোগের ঔষধ যৎসামান্য কিছু তো দেও। বি০১৭॥

আশ্রয়স্থল তোমার বক্ষো-নিরীক্ষণ করত আমাদের **অতিস্পৃহা**—অতিস্পৃহা দ্বারা মন মুহুর্মুহু মুগ্ধ হচ্ছে। পূর্বে নির্জনে কৃষ্ণের কামোদয়াদি দর্শন, পরে অতিস্পৃহা। অথবা, নিজেদের স্বাতন্ত্র্য বলবার ইচ্ছায় স্পৃহার উপরই বীক্ষণ-কর্তৃত্ব আরোপ করা হয়েছে। অতঃপর 'উদ্ভবতি' ক্রিয়াপদটির উল্লেখ না থাকলেও ওটিকে নিয়ে এসে অর্থ এরূপ দাঁড়ায়, যথা—অতিস্পৃহা হেতু কামোদয় দর্শন, যা আমাদের বারবার মোহিত করছে। অথবা, 'অতিস্পৃহা' পদটি তৃতীয়ার একবচন ধরে অর্থ এরূপ হয়, যথা অতিস্পৃহায় মন মুগ্ধ হচ্ছে। অতিস্পৃহা সেই সেই অনুভবের জন্য, বা কৃষ্ণসঙ্গম মাত্রের জন্য। এই স্পৃহার দ্বারা মন মোহ প্রাপ্ত হচ্ছে, এইরূপে স্পৃহার পরম উৎকণ্ঠার ভাব ব্যঞ্জিত হচ্ছে। অথবা, 'বীক্ষ্যইতি' অর্থাৎ এই যে নিরীক্ষণ কামোদয়াদি, এ পূর্বের ঘটনা, এতে বুঝতে হবে পূর্বেও কৃষ্ণের কামোদয়াদি হয়েছিল, কিন্তু এখন তার আতিশয্যে মরণই যেন আসন্ন, এরূপ ভাব। এইরূপে স্পৃহার দুর্নিবারতা হেতু গোপীদের এই রোগ দুশ্চিকিৎস্য হয়ে পড়েছে—এর দ্বারা গোপীদের নিজেদের পরমদৈন্যই সূচিত হচ্ছে। জী০ ১৭॥

১৭। **শ্রীবিশ্ব টীকাঃ** কিং কর্ত্তব্যং তব মোহনপঞ্চকং কামশরপঞ্চকমিবাস্মন্নেত্ররন্ধ্রেষু প্রবিশ্য হৃদয়ং জলয়তীত্যাহুঃ—রহসি। সম্বিদং রতিপ্রার্থনব্যঞ্জকসম্ভাষণং প্রথমং। হৃচ্ছয়োদশং অস্মদবলোকন হেতুকং কন্দর্পভাবোদয়ং দ্বিতীয়ং। প্রকৃষ্টং হসিতং যত্র তথাভূতমাননং তৃতীয়ং। প্রেমযুক্তমীক্ষণঞ্চ চতুর্থং। শ্রিয়ো ধামশোভাস্পদং বৃহদ্বিস্তীর্ণমুত্তুঙ্গমুরো বক্ষঃ পঞ্চমং। বীক্ষ্য মুহুঃ পুনঃ পুনর্বিশেষতো দৃষ্ট্বা অতিস্পৃহনং অতিস্পৃহা ভাবক্বিবন্তঃ। স্পৃহিতয়া মনো মুহ্যতে মুহ্যতি। ঔৎকণ্ঠ্যজ্বালয়া মূর্চ্ছতীত্যর্থঃ। বি০ ১৭॥

১৭। **শ্রীবিশ্ব টীকানুবাদঃ** হে প্রিয়তম! তোমার মোহন-পঞ্চক কামশর-পঞ্চকের মতো আমাদের নেত্র-ছিদ্র দিয়ে প্রবেশ করত হৃদয় পুড়িয়ে খাক করে দিচ্ছে, এই আশয়ে মোহন

পঞ্চক বলা হচ্ছে, যথা— (১) **রহসি**—নির্জনে। **সম্বিদং**—রতি প্রার্থনা ব্যঞ্জক সম্ভাষণ। (২) **হৃচ্ছয়োদয়**—আমাদিকে অবলোকন হেতু কন্দর্প ভাবোদয়। (৩) **প্রহসিতাননং**—প্রকৃষ্ট হসিত মুখ অর্থাৎ ভাবব্যঞ্জক মধুর হাসিমাখা মুখ। (৪) প্রেমযুক্ত নিরীক্ষণ। (৫) **শ্রিয়োধাম**—শোভাসম্পদ্ যুক্ত **বৃহৎ**—বিস্তীর্ণ অতি উচ্চ **উরঃ**—বক্ষ। **বীক্ষ্যমুহুঃ**—বারবার বিশেষভাবে দেখে অতিস্পৃহা অর্থাৎ অতিলোভ জন্মাচ্ছে—এই লোভের বেগে মন মোহপ্রাপ্ত হচ্ছে অর্থাৎ উৎকণ্ঠার জ্বালায় মন মূর্ছিত হয়ে পড়ছে।

১৮। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা** ঃ তদেবং ভবতৈব নিজহৃচ্ছয়োদয়স্য ব্যঞ্জনয়াস্মাসু তে তে নানা ভাবা জন্যন্তে, হন্তাস্য হৃচ্ছয়তাপ এবমেবং শান্তঃ স্যাদিতি ভাবনয়া তদ্ভাব-ভাবিতত্বেন তত্তদ্ভাসনোদয়াৎ। যতোঽস্মাকং ত্বয়ি স্নেহঃ স্বভাবজত্বাদ্বলবত্তর ইতি দ্যোতয়ন্ত্যস্তাদৃশস্নেহময়াভিলাষ-বিস্ফূর্তহৃদয়াঃ সদৈন্যং নিবেদয়ন্তি—ব্রজেতি দ্বাভ্যাম্; ব্রজৌকসাং বনৌকসাং চেত্যর্থঃ। ব্যক্তিঃ প্রাকট্যম্, অতোঽন্তর্দ্ধানমযুক্তমিতি ভাবঃ। অঙ্গেতি—প্রেমসম্বোধনে। ন কেবলং তেষাং বৃজিনহন্ত্রী, অশেষস্যাপি মঙ্গলরূপা বৃজিনহন্ত্রী; যদ্বা, তেষামেব সর্ব্বসুখদা চ। অলমতি শয়েনেত্যস্যোভয়তোঽপ্যন্বয়ঃ। অতো নঃ সম্বন্ধে দুঃখশমকং কিমপি দেহি। নন্বু ব্রজৌকস্ত্বেন ভবতীনামপি তত্তদুৎপাতজদুঃখশান্ত্যাদিকং ভবিষ্যত্যেব, কিমন্যৎ প্রার্থয়ধ্বে? তত্রাহুঃ—ত্বয়ি ত্বৎপ্রাপ্ত্যর্থমেব যা স্পৃহা, তস্যামেবাত্মা মনো যাসাং তাসাং নঃ। নন্বু ব্রজবনৌকসোঽপি মৎস্পৃহাঃ, ততঃ কো বিশেষঃ? তত্রাহুঃ—স্বজনেতি। তেষ্বপি স্বজনবিশেষো যোঽস্মদ্বিধস্তস্য হৃদ্রুজাং যন্নিসূদনমিতি মনাগিতি পরমদৌর্ল্লভ্যেন যাচকরীত্যা বা। বস্তুতস্তু হৃদ্রুজামিতি বহুত্বেন নি-শব্দেন চ তথা তদ্বিষয়ক-কামানাম-নির্ব্বর্ত্যত্বেন, প্রত্যুত সদা নবনবতয়া বর্দ্ধিষ্ণুত্বেনৈব নিরন্তর-তদ্দৈবিধ্যমভিপ্রেতম্। জী° ১৮॥

১৮। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদ** ঃ এইরূপে তোমারই নিজ কামোদয়ের প্রকাশের দ্বারা আমাদের সেই সেই নানা ভাবের উদয় করিয়ে দিয়েছ —হায় হায় এই কামের তাপ কি প্রকারে শান্ত হতে পারে,, এই প্রকারে কি ঐ প্রকারে—এইরূপ ভাবতে ভাবতে তোমার ভাবে আমরা ভাবিত হয়ে পড়েছি, সেই সেই বাসনার উদয় হেতু! —যেহেতু তোমার প্রতি আমাদের স্নেহ স্বভাবজ বলে অতিশয় বলবান। — এইরূপ ভাব প্রকাশ করতে গিয়ে তাদৃশ স্নেহময় অভিলাষে গোপীদের হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে যাচ্ছিল, তাঁরা সদৈন্যে নিবেদন করতে লাগলেন—ব্রজ ইতি দুইটি শ্লোকে। **ব্রজবনৌকসাং**—ব্রজবাসী এবং বনবাসী সকলেরই দুঃখনাশের জন্য তোমার **ব্যক্তি**—এই জগতে প্রকাশ, অতএব তোমার এই অদৃশ্য হয়ে যাওয়া যুক্তিযুক্ত নয়, এরূপ ভাব। **অঙ্গ**—প্রেম সম্বোধনে। **বৃজিনহন্ত্রী**—কেবল যে ব্রজবাসী ও বৃন্দাবনবাসীদেরই দুঃখ দূরকারী, তাই নয় - পরন্তু নিখিল জনের দুঃখ দূর করত মঙ্গলের উদয়কারী।

অথবা, বিশ্বের সুখদায়ী বটে কিন্তু সর্বসুখদায়ী তো একমাত্র এই গোপীদেরই। **অলম্**—নিরতিশয়রূপে—অলং পদের অন্বয় 'বৃজিনহন্ত্রি' ও 'বিশ্বমঙ্গল' এই উভয় পদের সহিত অর্থাৎ এই জগতে, তোমার প্রকাশ অতিশয়রূপে দুঃখদূরকারী ও অতিশয়রূপে বিশ্বমঙ্গলদায়ী। সুতরাং আমাদের সম্বন্ধে দুঃখনাশক কোনও কিছু দান কর। ওহে গোপীগণ শোন, তোমরাও তো

ব্রজবাসী, তাই ব্রজে যে মাঝে মাঝে উৎপাতের সৃষ্টি হয় ও তজ্জনিত যে দুঃখ হয়, তার শান্তি প্রভৃতিতে তোমাদেরও তো শান্তি হয়ে যাবে সাধারণ ভাবেই, তোমাদের অন্য আবার কি বিশেষ প্রার্থনা ? এরই উত্তরে, **ত্বৎস্পৃহাত্মনঃ**—তোমাকে পাওয়ার জন্য যে স্পৃহা, সেই স্পৃহাতেই যাদের মন পড়ে আছে, সেই আমাদিকে অল্প কিছু তো দেও। আরে ব্রজবাসী মাত্রেরই তো আমার প্রতিই স্পৃহা—এর থেকে তোমাদের আবার বিশেষ কি ? **স্বজন**—এই ব্রজবাসীদের মধ্যেও যারা আমাদের মতো তোমার স্বজনবিশেষ, সেই তাদের যে হৃদ্‌রোগের নিসূদনম্ ঔষধ, তাই যৎসামান্য আমাদের দেও—এই ঔষধ, পরমদুর্লভ বলে, বা ভিক্ষুকের রীতিতে 'যৎসামান্য' চাওয়া হল। বস্তুতপক্ষে 'হৃদ্‌রুজাং' পদটি বহুবচনে থাকায় হৃদ্‌রোগের বহুত্ব, আর 'সূদন' পদের সহিত নিষেধ সূচক 'নি' শব্দ প্রয়োগে কৃষ্ণবিষয়ক কামাগ্নির প্রতিকার হীনতা, প্রত্যুত নব নবরূপে সদা বেড়ে চলার স্বভাব প্রকাশ পেল—সুতরাং এখানে এই কামের নিরন্তর বিবিধ ভাবে স্থিতি বলাই অভিপ্রায়। জী০ ১৮ ॥

১৮। **শ্রীবিশ্ব টীকা ঃ** কিঞ্চ কুলবধূনাং নিরপরাধানামস্মাকং ত্বয়ৈব সংমোহ্য রাত্রৌ বনমানীতানামৌৎকণ্ঠাগ্নিনা কেবলং প্রাণদাহনমেব ন তবাভিপ্রেতং, কিন্তু স্বাঙ্গসঙ্গদানেন প্রাণপালনমপীত্যত্র হেতুমাহুঃ,—তব ব্যক্তিরভিব্যক্তির্ব্রজবনৌকসাং সর্ব্বেষামেবাবিশেষেণ বিশ্বমঙ্গলাং সর্ব্বাণি মঙ্গলানি যত্র তদ্যথা স্যাত্তথা বৃজিনহন্ত্রী দুঃখনিরসিনী অতস্ত্বৎস্পৃহাত্মনাং ত্বৎকর্ত্তৃকা যা স্পৃহা অস্মদ্দর্শনোত্থা তস্যামেবাত্মা তৎ সম্পূরয়িতুং কামং মনো যাসাং তাসাং নঃ মনাক্ ঈষৎ কিমপি ত্যজ মুঞ্চ কার্পণ্যমকুর্ব্বন্, দেহীত্যর্থঃ। তদেব কিং তত্রাহুঃ,—স্বজনহৃদ্রুজাং যুষ্মজ্জনকুচরোগাণাং যন্নিষূদনং উপশমকমৌষধং কমলমিত্যর্থঃ। তদেব যদি তস্মাভিঃ কুচেষ্বর্পয়িতুং প্রাপ্যতে তদা তেনৈব ত্বৎস্পৃহাং পূরয়িত্বা স্বপ্রাণাঃ পাল্যন্ত ইতি ভাবঃ। বি০ ১৮ ॥

১৮। **শ্রীবিশ্ব টীকানুবাদ ঃ** নিরপরাধ কুলবধূ আমাদের তুমিই সংমোহিত করে এই রাত্রিতে বনে নিয়ে এসেছ, এরূপে আনিত আমাদিকে উৎকণ্ঠা-অগ্নি দ্বারা কেবল প্রাণ দহন করাই তোমার অভিপ্রেত নয়, কিন্তু নিজ অঙ্গসঙ্গ-দানে প্রাণ পালনও—এ বিষয়ে হেতু বলা হচ্ছে—**তে ব্যক্তি**—তোমার এই আবির্ভাব ব্রজবাসী সকলেরই অবিশেষে **বিশ্বমঙ্গলম্**—নিখিল মঙ্গলদায়ক ও দুঃখনিরসিনী, অতএব **ত্বৎস্পৃহাত্মনাং**—আমাদিকে দর্শন করে তোমার মনে যে স্পৃহা জাত হয়েছে, তা সম্পূর্ণরূপে পূরণের জন্য যাঁদের মন আকুল হয়েছে, সেই আমাদের একটু কিছু **ত্যজ**—কৃপণতা না করে দান কর। সেই বস্তু কি ? এরই উত্তরে **স্বজনহৃদ্রুজাং**—তোমার এই নিজজনদের কুচরোগের যা **নিষূদনম্**—উপশমক ঔষধ, সেই তোমার চরণকমল যদি আমাদের কুচোপরি স্থাপিত করবার জন্য পাই, তবে তার দ্বারাই তোমার স্পৃহা পূরণ করে নিজপঞ্চপ্রাণ রক্ষা করতে পারি, এরূপ ভাব। বি০ ১৮ ॥

১৯। যৎ তে সুজাতচরণাম্বুরুহং স্তনেষু
ভীতাঃ শনৈঃ প্রিয় দধীমহি কর্কশেষু।
তেনাটবীমটসি তদ্ব্যথতে ন কিংস্বিৎ
কূর্পাদিভির্ভ্রমতি ধীর্ভবদায়ুষাং নঃ॥

১৯। **অন্বয়** ঃ [হে] প্রিয় তে (তব) যৎ সুজাত চরণাম্বুরুহং (সুকুমারং চরণপদ্মং) কর্কশেষু স্তনেষু ভীতাঃ (সত্যঃ) শনৈঃ দধীমহি (ধারয়েম) [বয়ং] তেন (চরণেন) অটবীং (বনং) অটসি (ভ্রমসি) তৎ (পদাম্বুজং) কূর্পাদিভিঃ (সূক্ষ্ম শিলাদিভিঃ) কিং স্বিৎ (কথন্নু নাম) ন ব্যথতে ভবদায়ুষাং (ভবান্ এব জীবনং যাসাং তাসাং) নঃ (অস্মাকং) ধীঃ (বুদ্ধিঃ) ভ্রমতি (মুহ্যতি)!

১৯। **মূলানুবাদ** ঃ [কৃষ্ণ যেন বলছেন, তোমাদের হৃদ্‌রোগের ঔষধ আমার চরণকমল এখন বন-ভ্রমণসুখে নিমজ্জিত— অবসর নেই তোমাদের কুচে স্থাপনের— এরই উত্তরে গোপীগণ কাঁদতে কাঁদতে বলতে লাগলেন—]

হে প্রিয়! তোমার অতি সুকুমার যে চরণকমল আমাদের কর্কশ স্তনমণ্ডলে ভয়ে ভয়ে ধীরে ধারণ করে থাকি, সেই পদে তুমি বন-বনান্তরে ঘুরে বেড়াচ্ছ। অহো তীক্ষ্ণ সূক্ষ্ম শিলাদিতে কি ঐ চরণে ব্যথা লাগছে না? এই চিন্তায় আমাদের বুদ্ধি-বিভ্রম ঘটছে। তুমিই আমাদের জীবন। তুমি মঙ্গল মত থাকলেই আমাদের জীবন বাঁচে।

১৯। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা** ঃ নন্বু কান্তা হৃদ্রুজঃ? কিংবা তন্নিসূদনম্? ইত্যপেক্ষায়াং রুদত্য এবোদ্দিশন্তি—যদিতি। অম্বুরুহরূপকেণ সিদ্ধেঽপি সুকোমলত্বে সুজাতেতি বিশেষণং, ততোঽপি পরমকোমলত্ববিবক্ষয়া শনৈরিত্যত্র হেতুঃ—ভীতা ইতি। তত্র চ হেতুঃ—কর্কশেষ্বিতি। স্তনেষু দধীমহীত্যত্র হেতুঃ—হে প্রিয়েতি; প্রিয়ত্বেন হৃদ্যেব, তত্রাপি স্তনেষ্বেব ধারণস্য যোগ্যত্বাৎ। তেনাটবীমটসি, অধুনা নিশি বনে ভ্রমসীত্যর্থঃ। স এব চরণস্যৈব ধারণে পুনঃ পুনস্তদুল্লেখে চ হেতুরুক্তঃ। অনিষ্টাশঙ্কয়া তত্রৈব বর্দ্ধিতস্নেহাতিশয়ত্বাৎ, পূর্ব্বং গোচারণায় তৃণময়প্রদেশ এব পরিভ্রমণাৎ প্রায়িকত্বেন শিলেত্যাহুক্তম্; সম্প্রতি তু কর্কশপ্রায়ত্বেন দৃশ্যমানে পুলিনোপরিতনযমুনা-তটে ভ্রমণাৎ কূর্পাদিভিরিতি যদ্যপি তদানীং শ্রীবৃন্দাদেব্যাদিপ্রযত্নেন শ্রীবৃন্দাবনস্য স্বভাবেন চ তেষামপি তত্র তত্রাশঙ্কা নাস্তি, তথাপি 'অনিষ্টাশঙ্কীনি বন্ধুহৃদয়ানি ভবন্তি' ইত্যাদি-ন্যায়েন শঙ্কা, তাসাং সা সঞ্জায়ত এব, ভ্রমতি মুহ্যতি। অত্র হেতুঃ—ভবদায়ুষামিতি। ইত্থমেবোপক্রান্তং ত্বয়ি ধৃতাসব ইতি। মধ্যে চাভ্যন্তং চলসি যদ্ব্রজাদিতি, অতস্তৈর্যা ব্যথা, সাস্মজ্জীবন এবোৎপদ্যতে। তদধুনা প্রাণান্ ধারয়িতুং কথঞ্চিদপি ন শক্নুম ইতি ভাবঃ। তদেব, তাদৃশশঙ্কা এব হৃদ্রুজঃ, তন্নিসূদনঞ্চ স্বয়মেব পরমপ্রিয়তমাঙ্গে সলালন-সুখনিবাসনমেব ইতি দ্রুতমেব সমাগচ্ছেতি ভাবঃ। নয়সীতি পাঠে গচ্ছসীত্যেবার্থঃ। 'নয়-পয়-গতৌ' ইতি ধাতোঃ। তদেবং তাসাং সর্ব্বস্যাপি ভাবস্য প্রেমৈকময়ত্বে স্থিতে শ্রীভগবতোঽপ্যেবমেব জ্ঞেয়ম্। হন্তেমা ময়ি প্রেমৈকময্য ইত্যাদিভ্যঃ পরমসুখময়াত্মদানমেব সমঞ্জসম্। তচ্চ যোগ্যত্বাদেবমেবমিত্যালোচ্য তাদৃশপ্রেমবিলাসময়-তত্তদিচ্ছা জায়ত ইতি। এবমন্যদপি ঊহ্যং, সহৃদয়ৈস্তদেকরসিকৈরিতি। জী° ১৯॥

১৯। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদ** : তোমাদের হৃদরোগই বা কি ? আর তার প্রতিকারই বা কি ? এরূপ প্রশ্নের অপেক্ষাতেই যেন গোপীগণ কাঁদতে কাঁদতে উত্তর দিচ্ছেন—যৎ ইতি। কমলের সঙ্গে তুলনাতেই শ্রীচরণের সুকোমলতা নিশ্চয় হলেও পুনরায় 'সুজাত' 'অতিকোমল' বিশেষণ দেওয়া হল,—এই চরণ যে কমল অপেক্ষাও পরমকোমল, তাই বলবার ইচ্ছায়। **শনৈঃ**—ধীরে ধীরে ধারণে হেতু 'ভীতা'। পুনরায় এই 'ভীতা' হওয়ার কারণ **কর্কশেষু স্তনেষু**—এই স্তনের কঠোরতা। স্তনে ধারণের হেতু হল, তুমি যে আমাদের **প্রিয়**—প্রাণপ্রিয় বলেই হৃদয়ে ধারণ, এর মধ্যেও আবার স্তনোপরি ধারণ—যোগ্যতা আছে বলেই তো এরূপ স্থানে ধারণ। **তেনাটবীমটসি**—সেই চরণে তুমি এখন রাত্রিতে বনে বনে ঘুরে বেড়াচ্ছ। এই চরণের স্তনোপরি ধারণ-বিষয়ে ও পুনঃপুনঃ গোপীগীতে উল্লেখ বিষয়ে কারণ হল, —কঙ্করাদিতে অনিষ্ট আশঙ্কায় চরণের উপর স্নেহাতিশয়। গোচারণের জন্য তৃণময় প্রদেশেই ঘুরে বেড়ানোতে প্রায়শঃ কঙ্করাদির উপর দিয়েই চলতে হয়, এরূপ পূর্বোক্তি থাকায় এখানে গোপীদের চিত্তে শঙ্কা, **কূর্পাদিভি ইতি**—গোপীদের চিত্তের শঙ্কা গীতের মধ্যে এইরূপে প্রকাশিত —এখন এই রাত্রে কর্কশপ্রায়রূপে দৃশ্যমান পুলিনোপরি যমুনাতটে ঘুরে বেড়ানোতে কঙ্করাদির দরুণ তোমার চরণে কি ব্যথা লাগে না ? —যদিও সে সময় বৃন্দাদেবীর প্রযত্নে ও বৃন্দাবনের স্বভাবে গোপীদের সেই সেই স্থান বিষয়ে বস্তুতঃ আশঙ্কার কিছু নেই, তথাপি 'বন্ধুহৃদয়ে সদা অনিষ্টাশঙ্কা লেগে থাকে' এই ন্যায়ে গোপীদের চিত্তে শঙ্কা সঞ্জাত হয়। **ধীঃ** ভ্রমতি—তাঁদের বুদ্ধিভ্রম উপস্থিত হল। এখানে বুদ্ধিভ্রমের হেতু—**ভবদায়ুষাম্**,—তুমি আমাদের জীবন, তাই তোমার ব্যথা আমাদের জীবনেই ব্যথা দেয়—এই রূপই এই অধ্যায়ে উপক্রম শ্লোকে বলা হয়েছে, 'ত্বয়ি ধৃতাসব' অর্থাৎ তোমাতেই আমাদের প্রাণ ধৃত হয়ে আছে। — অধ্যায় মধ্যেও বলা হয়েছে 'চলসি যদ্ব্রজাৎ' 'যখন তুমি ধেনু চরাতে ঘর থেকে বনে যাও তখন কঙ্করাদিতে তোমার চরণে ব্যথা লাগে ভেবে আমাদের চিত্ত ব্যথিত হয়'—অতএব অধুনা আমরা আর কোনও প্রকারেই প্রাণধারণ করতে পারছি না, এরূপ ভাব।

সুতরাং তাদৃশ শঙ্কাই হৃদ্‌রোগ এবং এই রোগের ঔষধও ঐ শ্রীচরণই—পরমপ্রিয়তমা রাধার অঙ্গে তাঁর সলালন সুখ অবস্থান। তাই বলছি, শিগ্‌গির আমাদের নিকট চলে আস. এরূপ ভাব। এরূপে গোপীদের সকল ভাবই প্রেমময় বলে সিদ্ধান্ত স্থির হলে বুঝতে হবে যে, শ্রীকৃষ্ণও এইরূপ প্রেমময়ই। কৃষ্ণ মনে করেন—হায় হায় এই গোপীগণ আমাতে প্রেমৈকময়ী—এদিগকে পরমসুখময় আত্মদানই সমীচীন। এই এই রূপে সেই আত্মদান সম্পাদিত হলে যথোপযুক্ত হতে পারে—এইরূপ মনে মনে আলোচনা থেকে তার হৃদয়ে তাদৃশ প্রেমবিলাসময় সেই সেই বিহার-ইচ্ছার উদয় হল। সহৃদয় তদেকপ্রাণ রসিকগণ এইরূপেই অন্য যা কিছু সব বিচার করে থাকেন। জী° ১৯॥

১৯। **শ্রীবিশ্ব টীকা** ঃ নন্বু, ভো রসিকাঃ, যৎ প্রার্থয়ধ্বে তন্মে চরণকমলং সম্প্রতি বনভ্রমণসুখে নিমজ্জত্যতো যুষ্মৎকুচেষু স্থাতুং নাবকাশং লভতে, তত্র সরোদনমাহুর্যত্তে ইতি। তব সুজাতমতিসুকুমারং যচ্চরণাম্বুরুহং স্তনেষু দধীমহি তেনাপি ভীতা এব বয়ং, তেন চরণাম্বুরুহেণ অটবীং অটসীতি কাকুক্ত্যা, হন্ত হন্ত কীদৃশমনর্থমসমসাহসং করোষীতি ভাবঃ। নন্বু, কথং ভীতাঃ স্থ তত্র বিশিংষন্তি,—কর্কশেষ্বিতি। স্তনানাং কঠোরত্বমেব ভয়হেতুরিত্যর্থঃ। কিমিতি তর্হি ধদ্ধে? অত্রাহুঃ —হে প্রিয়েতি। ত্বং তেষ্বেব স্বচরণার্পণে প্রীণাসীতি ত্বৎসুখমালক্ষ্যৈবেতি ভাবঃ। কিঞ্চ, তদানীং চরণেন. স্তনপীড়নে ত্বৎসুখে সাক্ষাদ্দৃষ্টেঽপি চরণসৌকুমার্য্যদৃষ্ট্যৈব ব্যথাবশ্যং সম্ভবেদেবেতি শঙ্কয়া অস্মাকং খেদো জায়ত এবেত্যত আহুঃ—শনৈর্দধীমহীতি। ত্বৎসখ্যেপ্যার্ত্তিশঙ্কয়া খিন্নত্বমিতি মহাভাবলক্ষণমিদং তেন ত্বৎসংযোগেঽপ্যস্মাকং দুঃখং বিধাত্রা ললাটে লিখিতমেবেতি ধ্বনিঃ। কিং কর্ত্তব্যং তপোভির্বিধিং প্রতি স্তনানাং কোমলত্বে প্রার্থ্যমানে তব সুখং ন স্যাৎ, কর্কশত্বে চ ত্বচ্চরণানাং ব্যথেত্যুভয়থৈব সঙ্কটমস্মাকমিত্যনুধ্বনিঃ। ভবত্বস্মাকমেবং সংযোগবিয়োগয়োঃ কষ্টম্। ত্বন্তু স্বৈরিত্বেঽপি কিং কষ্টং সহসে যত্তেনাটবীমটসি কিং চরণাম্বুরুহমেতদটব্যটনযোগ্যমিত্যুপালম্ভো ব্যঞ্জিতঃ। নন্বু, যদা যন্মে মনস্যায়াতি তদা তদহং করোম্যত্র ভবতীনাং কিমিত্যত আহুঃ—তচ্চরণং ন ব্যথতে কিং স্বিদপি তু ব্যথেতৈব। কিন্তু ত্বমেবাস্মাস্বিব স্বাঙ্গেষ্বপি নির্দ্দয় এব। কিম্বা এতা মদ্দুঃখেনাতিদুঃখিন্যো ভবন্তি তস্মাদেতা . দুঃখয়িতুং প্রবৃত্তেন ময়া স্বদুঃখমপি কর্ত্তব্যং সোঢ়ব্যঞ্চেত্যাশয়েন তাং ব্যথামপি সহসে? কিম্বা অস্মদ্দুঃখদর্শন এব তব মহাসুখমতস্তাং ব্যথামপি ত্বং সুখমেব মন্যসে? কিম্বা "সংসর্গজা দোষগুণা ভবন্তী"তি ন্যায়েন যৎ পূর্ব্বং তে হৃদয়ং কুসুমসুকুমারমাসীত্তদেবাস্মৎকঠোরস্তনসঙ্গেন সম্প্রতি কঠোরমভূৎ যথা তথৈব ত্বচ্চরণমপি স্তনসঙ্গেনৈব কঠোরমভূদতঃ কূর্পাদিভিরপি ন ব্যথতে কিম্বা ত্বচ্চরণস্পর্শমাহাত্ম্যাৎ কূর্পাদয়োঽপি কোমলা এব ভবন্তি। কিম্বা ধরণ্যৈবাতিকারুণ্যাৎ ত্বন্মাধুর্য্যাস্বাদলোভাদ্বা ত্বচ্চরণন্যাসস্থলে স্বজিহ্বা উত্থাপ্যতে। কিম্বা ত্বমস্মত্তোঽপি প্রেমসিন্ধুর্দৈববশাদস্মদ্বিরহসন্তপ্তো ভ্রমন্নুন্মাদদশাং প্রাপ্তঃ স্বচরণব্যথামপি নানুসন্ধৎসে, ইত্যেবং নানা কারণানি পরামৃশন্তীনামস্মাকং ধীর্ভ্রমতি। নতু ক্বাপি নিশ্চয়ং লভতে ইতি ভাবঃ। নন্বেতৎ কিয়ৎ স্বদুঃখং ব্যঞ্জয়থ, অহন্তু তৎদুঃখং দুঃখং ন মন্যে যেন প্রাণাস্তিষ্ঠন্তীতি চেদতআহুর্ভবদায়ুষামিতি, ভবতি ত্বয্যেবায়ুংষিভবানেব বা আয়ুংষি যাসাং তাসাম্। কল্যাণবতি ত্বয়ি স্থিতে ত্বেতাবদ্ভিরপি কষ্টৈরস্মদায়ুষাং ন নাশ ইত্যর্থঃ। অয়ং ভাবঃ—ভবানিবাস্মান্ দুঃখয়িতুং প্রবৃত্তো বিধিরেতদ্বিচারয়তি স্ম। যদ্যাসামায়ুংষি সম্প্রত্যাস্বেব স্থাপয়িষ্যামি তদা মদ্দত্তৈঃ রতিসন্তাপৈর্দ্দগ্ধায়ুষঃ ইমাঃ সদ্যো মরিষ্যন্তি। ততোঽহং পুনঃ কাভ্যো দুঃখং দাস্যামি তস্মাদাসামায়ুংষি মৎসধর্ম্মণি মদ্বন্ধৌ কৃষ্ণে নিধায় যথেষ্টমিমা অম্রিয়মাণা অপারমেব দুঃখং ভোজয়ামীতি অতএব বয়ং ন ম্রিয়ামহে। যদ্বা—এবং ধীরেব তদনিশ্চয়াদ্ভ্রমতি। প্রাণাস্ত্বস্মাকং নিশ্চয়েন দেহান্নির্গচ্ছন্ত্যেবেতি ত্বং সম্প্রতি পশ্যেতি ভাবঃ। নন্বায়ুষি স্থিতে কথং নাশস্তত্রাহুঃ,—ভবদায়ুষাং ত্বৎসমর্পিতায়ুষাং ংভ্যমস্মঃ সম্পষি ত্বা স্বায়ভিস্তিত দত্তানি, তৈশ্চিরং ত্বং ব্রজে খেলেতি ভাবঃ। বি০ ১৯॥

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
ঊনত্রিংশোঽপিদশমে সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্॥

১৯। **শ্রীবিশ্ব টীকানুবাদ ঃ** কৃষ্ণ যেন বলছেন, ওহে রসিকগণ! তোমরা যা প্রার্থনা করছ সেই আমার চরণকমল সম্প্রতি বনভ্রমণ-সুখে নিমজ্জিত হয়ে আছে, সুতরাং তোমাদের কুচে স্থাপন করবার অবকাশ পাওয়া যাচ্ছে না, এর উত্তরে গোপীগণ কাঁদতে কাঁদতে বলতে লাগলেন—যৎ তে ইতি। **তে সুজাতচরণাম্বুরুহং**—তোমার অতি সুকুমার যে চরণকমল আমরা স্তনোপরি ধারণ করে থাকি, তাতেও ভীতা হয়ে থাকি, সেই চরণকমলে বনে বনে ঘুরে বেড়াও, এই কাকু উক্তিতে এরূপ ভাব প্রকাশিত হচ্ছে, হায় হায় এ কি অনর্থ—তুমি যে অসম সাহস করছ। আচ্ছা, ভীতা হচ্ছ কেন? এরই উত্তরে কথাটা খুলে বলা হচ্ছে, **কর্কশেষু ইতি**—স্তনের কঠোরতাই ভয়ের কারণ। তা হলে কেন এই ধান্দায় ঘুরে বেড়াও? এরই উত্তরে, **হে প্রিয়**—তুমি এই কুচে নিজ চরণ-ধারণে তৃপ্তি লাভ করে থাক, তোমার সুখ হয় লক্ষ্য করেই ঐ ধান্দায় থাকি, এরূপ ভাব। আরও সেই সময়ে চরণের দ্বারা স্তনপীড়নে তোমার সুখ সাক্ষাৎ দেখেও চরণ-কোমলতা লক্ষ্য করেই তোমার চরণে ব্যথা অবশ্যই হয়ে থাকবে, এই আশঙ্কায় আমাদের দুঃখ হয়ে থাকে, তাই অতঃপর বলা হচ্ছে, **শনৈর্ধীমহীতি**—ধীরে ধীরে ধারণ করে থাকি। তোমার সহিত বন্ধুত্ব থাকলেও আর্তি-শঙ্কাতেই দুঃখিত হয়ে থাকি। ইহা মহাভাবলক্ষণ। —এইরূপে তোমার সহিত মিলনেও আমাদের কপালে বিধাতা দুঃখ লিখেছেন, এরূপ ধ্বনি। এখন কর্তব্য কি? তপস্যাদ্বারা বিধির কাছে কি স্তনের কোমলতার জন্য প্রার্থনা করব? কিন্তু এতেও তো তোমার সুখ হবে না, আবার কর্কশ হলেও তো তোমার চরণে ব্যথা লাগবে —এইরূপে উভয় রূপেই আমাদের সঙ্কট, এরূপ অনুধ্বনি। সংযোগ-বিয়োগ উভয় সময়েই হোক্-না আমাদের কষ্ট, কিন্তু স্বাধীনতা থাকা সত্বেও তুমি কেন কষ্ট সইছ, এমন কি প্রয়োজন হল যে, তুমি বনবনান্তরে ঘুরে বেড়াচ্ছ—তোমার চরণকমল কি এই বনবনান্তরে ঘুরে বেড়ানোর যোগ্য? এইরূপে তিরস্কার সূচিত হল। যদি বল, আমার মন যখন যা চায়, তখন তাই আমি করব, এতে তোমাদের বলবার কি আছে? —এরই উত্তরে বলা হচ্ছে— তোমার চরণ কি ব্যথিত হয় না? — নিশ্চয়ই হয়; কিন্তু তুমি আমাদের প্রতি যেরূপ নির্দয় নিজ শরীরের প্রতিও সেইরূপ। কিম্বা এরা আমার দুঃখে দুঃখিত হয়, সুতরাং এদিগকে দুঃখ দেওয়ায় প্রবৃত্ত আমাকে নিজ দুঃখও সহ্য করতে হবে, এই অভিপ্রায়েই কি ব্যথাও সহ্য করছ? কিম্বা আমাদের দুঃখদর্শনই তোমার মহাসুখ, তাই কি সেই ব্যথাও তুমি সুখই মনে করছ? কিম্বা "সংসর্গে দোষ-গুণ জাত হয়" এই ন্যায়ে তোমার যে হৃদয় কুসুমের মতো কোমল ছিল, তাই আমাদের কঠিন স্তনের সংসর্গে এখন যেমন কঠোর হয়েছে, সেইরূপই তোমার চরণও স্তন-সঙ্গেই কঠোর হয়েছে, কঙ্করাদিতে ব্যথিত হচ্ছে না। কিম্বা তোমার চরণস্পর্শ-মাহাত্ম্যে কঙ্করাদিও কি কোমল হয়ে যায়? কিম্বা, ধরনীই অতি করুণা বশে, বা তোমার মাধুর্য আস্বাদন লোভে

তোমার চরণবিন্যাস-স্থলে নিজ জিহ্বা উঠিয়ে ধরে। কিম্বা তুমি আমাদের থেকেও উত্তাল প্রেমসিন্ধু, দৈববশে আমাদের বিরহে সন্তপ্ত হয়ে ঘুরতে ঘুরতে উন্মাদ-দশা প্রাপ্ত হয়ে স্বচরণ ব্যথাও অনুসন্ধান করছ না—এইরূপে নানা কারণ বিচার করতে করতে আমাদের বুদ্ধি-বিভ্রম ঘটছে, কিছুই নিশ্চয় করতে পারছি না, এরূপ ভাব। যদি বল, তোমরা যে নিজ দুঃখ প্রকাশ করলে সে তো দুঃখের নাম মাত্র যৎ সামান্য, আমি তো সে দুঃখকে দুঃখই মনে করি না, যাতে প্রাণ থাকে—এরই উত্তরে গোপীগণ বলছেন, **ভবদায়ুষ্মাং**—তোমাতে আমাদের আয়ু, বা তুমিই আমদের আয়ু। তুমি মঙ্গল মতো থাকলে এত কষ্টেও আমাদের আয়ু ক্ষয় হয় না। এখানে ভাবার্থঃ তোমার মতই আমাদের দুঃখ দিতে প্রবৃত্ত বিধি এরূপ বিচার করলেন—যদি এদের আয়ু এখন এদের মধ্যেই স্থাপন করি, তবে আমার দত্ত রতি-সন্তাপে দগ্ধ-আয়ু এরা সদ্যই মরে যাবে। অতঃপর আমি কাদের দুঃখ দিব? সুতরাং এদের আয়ু এখন আমার সধর্মী আমার বন্ধু কৃষ্ণে স্থাপন করত অপার দুঃখেও এদের বাঁচিয়ে রেখে যথেচ্ছ দুঃখ ভোগ করাব; বিধির এরূপ বিধানেই আমরা মরছি না। আমাদের বুদ্ধিও এইরূপে একটা কিছু নিশ্চয় করতে না পেরে ভ্রান্ত হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আসলে আমাদের প্রাণ কিন্তু নিশ্চয়ই দেহ থেকে এই বেরিয়ে যাচ্ছে, তুমি দাঁড়িয়ে এখনই দেখ-না। যদি বল, আয়ু থাকতে মরবে কি করে? এরই উত্তরে 'ভবদায়ুষাং' আমাদের আয়ু বর্তমানে তোমাকে সমর্পণ করা হয়েছে, তা নিয়ে তুমি চিরকাল ব্রজে খেলা করতে থাক এরূপ ভাব। বি০১৯ ॥

শ্রীরাসনৃত্যমত্তা শ্রীরাধাচরণ নূপুরে কৃষ্ণকৃষ্ণ
বাদনেচ্ছু দীনমণিকৃত দশম-৩১ অধ্যায়ে
বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত